লক্ষ্যহীন

(সামাজিক উপন্যাস)

শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রাপ্তিস্থান—

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্,

২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা।

Printed and Published by
Kula Chandra Dey.
SHASTRAPRACHAR PRESS,
5, Chidammudi Lane
CALCUTTA.

বঙ্গভাষার একনিষ্ঠ সাধক বঙ্গসাহিত্যের মুখো-
জ্জ্বলকারী প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত
নগেন্দ্রনাথ বসু সিদ্ধান্তবারিধি
মহাশয়ের করকমলে
"লক্ষ্যহীন"
সাদরে উপহৃত
হইল।

উপহার পৃষ্ঠা

এই গ্রন্থখানি

আমার

কে

দিলাম।

তারিখ
সন

শ্রী

নিবেদন

এই পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করিয়া আমি যথাসাধ্য প্রকৃত বিষয়েরই অনুসরণ করিয়াছি। পারত পক্ষে কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করি নাই। ললিতমোহন ও প্রিয়ম্বদা ; সুবোধ, লীলা ও ললিতা ; নিখিলেশ ও সরসী, ইহাদের মধ্যে কোনটিই আমার কল্পনারচিত নহে। উপন্যাসের অঙ্গ ঠিক রাখিতে চেষ্টা করিয়া ললিতমোহনের চরিত্র অনেকটা অতিরঞ্জিত করিতে হইয়াছে। নিখিলেশ বা সরসীর চরিত্রে অতিরঞ্জনের নামও নাই, ঠিক যেমনটি তেমনই রাখিয়াছি, প্রিয়ম্বদাও প্রায় তৎসদৃশ। লীলার চরিত্র খাঁটি। সুবোধ ও ললিতা অনেক অংশে অতিরঞ্জিত। সর্ব্বশেষে বঙ্কিমবাবুর কথায় বলিলেই হইবে যে,—"উপন্যাস উপন্যাস, সমাজচিত্র নহে।"

কাটিয়াপাড়া
ঢাকা,
সন ১৩২৩ সাল
দোলপূর্ণিমা।

গ্রন্থকার—

লক্ষ্যহীন

[১]

"আজই ?"

"হাঁ, আজকেই আমায় যেতে হচ্ছে নিখিল, কতগুলি জরুরী কাজও হাতে রয়েছে, তা ছাড়া এসেছি তাওত কম দিন হয় নি ?"

"ওঃ, তাই বুঝি, থাক্‌তে ভয় হচ্ছে, শেষটা যদি তাড়িয়ে দি।"

শুষ্ক মুখের কোণে শুষ্ক হাসি টানিয়া আনিয়া পুরাণ স্মৃতিটার একটা খোঁচা সাম্‌লাইয়া লইয়াই যেন ললিতমোহন বলিল—"নারে না, সে আবার একটা কথা হ'ল, ওযে আমি ভাব্‌তেই পারি না। তোদের এখানে এলে আমি যেন আমাতেই থাকি না, এক মুহূর্ত্তেই পুরণো ভাবনাগুলো ছাড়িয়ে দিয়ে তোরা যে আমায় একটা নূতন রাজ্যে নিয়ে দাঁড় করি'য়ে দিস্।"

ললিতমোহনের শুষ্ক মুখের বিষাদের ছায়াটুকুকে সজোরে কাড়িয়া আনিতে চেষ্টা করিয়া নিখিলেশ বলিল—"রেখে দে না, তোর ওসব ভাবের কথা।"

ললিতমোহন হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত আবেগটা চাপিয়া রাখিয়া চকিত বেদনাতুর নেত্রে নিখিলেশের মুখের দিকে চাহিয়া লইয়া বলিল—"ভাবের কথা নয় রে নিখিল, এর মধ্যে কোন ভাব ভাব্‌না নেই। এখানে যখন আসি, আর তোদের আদরযত্নের মধ্যে জড়িয়ে পড়ি, তখনই যেন আমার নূতন করে মনে হয়, আমিও এ পৃথিবীরই একটা মানুষ, আমার জন্যেও

যেন বিধাতার ভাণ্ডার হ'তে খসে পড়ে সত্যকার একটা সুখ শান্তি তোদের দু'জনার মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে।" বলিয়া হতাশার একটা গুরু-ভার শ্বাস ত্যাগ করিয়া দোরের দিকে দৃষ্টি করিতেই একখানা সহাস্যমুখের স্নিগ্ধ আলোকে তাহার হৃদয়ের পুঞ্জীভূত গাঢ় অন্ধকার মুহূর্ত্তে কোন্ এক অতীতের গর্ভে লীন হইয়া গেল। সরসী জলখাবারের থালা হাতে করিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিতেই ললিতমোহন চমকিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"এ আবার কি সরসী!"

সরসী হাসিয়া বলিল,—"দেখে টের পাচ্ছেন না আপনি? আচ্ছা না হয় একবার মুখে দিয়েই দেখুন, এর সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে কি নেই।"

"না ঐটে এখন হচ্ছে না, ওতে যে আমি মোটেই অভ্যস্ত নই।"

নিখিলেশ বিস্ময়ে লাফাইয়া উঠিয়া বলিল,—"কি সব যে বল্‌ছিস! বিকেলে জল খাস্‌নি?"

"নারে না, তোদের মত এমনই একটা অকর্ম্মণ্য জীবন নিয়ে সুখের মধ্যে আমি ত আর বেড়িয়ে বেড়াই না। আমার আবার জল খাওয়া, প্রাণটা যে রয়েছে, সেত কেবল তা'রই জোরে, ওর যেন আর যেতেই নেই।" বলিতে বলিতে ললিতমোহনের মুখের উপর সহসা নিবিড় বিষণ্ণতার একটা কাল ছায়া ঘেরিয়া দাঁড়াইল।

বোঁটায় থাকিয়া বাহিরে যেমন নারিকেল ফলটা সাধারণকে তাহার ভিতরের নীরস শুষ্ক অবস্থাটাকে জানিতে দেয় না, তেমনই ললিত-মোহনের এই পরার্থে উৎসৃষ্ট মুক্ত উদার অনাবৃত হৃদয়ও অভাবের তীব্র জ্বালায় জ্বলিয়া পুড়িয়া ভস্মে পরিণত হইয়া সাধারণের চক্ষের বাহিরে থাকিয়া একেবারেই যে শুকাইয়া যাইতেছিল, তাহা প্রাণপ্রিয় নিখিলেশ ও সরসীর অগোচরে ছিল না। দেবতার মত এমনই একটা মানুষ যে, বিধা-

তাঁর অপূর্ব্ব কৌশলের তীব্র-তাপে দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে এমনই করিয়া দগ্ধ হইয়া যাইতেছিল, তাহা স্মরণপথে আসিতেই সরসীর প্রাণে দারুণ আঘাত লাগিল। তবুও সে ব্যথিত ভারাক্রান্ত মনের ভাবটা তখনকার মত গোপন করিয়া লইয়া তিরস্কারের স্বরে বলিল,—"এতে দোষই বা কার, একটা মানুষকে আপনিই যদি পায়ের তলা দিয়ে মাড়িয়ে চলেন ত, সেই বা কি করে আপনাকে বুকে টেনে নেবে?"

ললিতমোহন বসিয়াছিল, উঠিয়া দাঁড়াইয়া বড় রকমের একটা ঢোক গিলিয়া লইয়া গাঢ়স্বরে বলিল,—"আচ্ছা, তাই যেন হ'ল, ধ'রে নিলুম দোষটা আমারই। কিন্তু এও তোমাকে জিজ্ঞেস কচ্ছি সরসী, আমার মন যদি তাকে নিয়ে সুস্থ নাই হয় ত আমিই বা কি কত্তে পারি?"

"সেটা কি তাহ'লে দিদিরই দোষ বল্‌তে চান?"

"বিধাতাব মার, ওর ও'পর কথা কইতে নেই।"

"আমি কিন্তু দেখ্‌ছি, সব দোষই আপনার। দিদি এমনই কি কাজ করেছে, যাতে আপনি বৃথাই কতগুলো দুঃখের মধ্যে আপনাকে জড়িয়ে নিয়েছেন। ভগবানের সৃষ্টি, রূপ নেই বলে ত, তাকে আর ফেলে দেওয়া চলে না?"

ললিতমোহন এবার একেবারে অসামাল হইয়া বলিল,—"তুমি কি জান্‌বে সরসী, তৃষা মানুষকে কি ক'রে তোলে! প্রিয়ম্বদাকে নিয়ে ত আমার কোনই শান্তি নেই, সে কি আমার মনোমত হ'য়ে কোন একটা কাজও কত্তে পারে?"

"কেউ পারে না ললিতবাবু! আপনার মত ছিষ্টিছাড়া লোক নিয়ে ঘরসংসার করা, সেও বড্ড শক্ত কথা।"

নিখিলেশ হাসিয়া উঠিয়া বিদ্রূপ করিয়া বলিল,—"না রে ললিত, সে

কেউ পারে না, এই যে সোণার মানুষটি দেখ্‌ছিস্, এও যদি তোর মতই একটা স্বামী—”

সরসী ভ্রূকুটী-কুটিল চক্ষে একবারমাত্র চাহিয়া গাঢ় স্নেহজড়িতস্বরে বাধা দিয়া বলিল,—“ললিতবাবু, আমি অনুরোধ কচ্ছি, যাতে সংসারের দিকে ঘেষ্‌তে পারেন, তাই করুন। মনে কর্‌বেন না, শুধু আপনিই কষ্ট পাচ্ছেন। সঙ্গে সঙ্গে দিদিও যে প্রাণের মধ্যে ছট্‌ফট্ ক’রে মর্‌ছে, সেটা আমি আপনাকে নিশ্চিত ভাবেই বলে রাখ্‌ছি।”

গভীর দীর্ঘশ্বাসে কম্পিত বক্ষটাকে আরও জোরে কম্পিত করিয়া ললিতমোহন এবারও গাঢ়স্বরে বলিল,—“সে জানি সরসী, আমি সব বুঝ্‌তে পারি, জানত ছোটকাল থেকে পরের দোরে ঘুরে ঘুরে আমি আমাকে পরের মধ্যেই সঁপে রেখেছি। তাতে আর কিছু না হ’ক্, অন্ততঃ এটা হয়েছে, ভিতরের সত্যিকার জিনিষটা আমি খপ্ করেই ধর্ত্তে পারি।”

নিখিলেশ হাসিয়া বলিল,—“তা হ’লেত তুই বল্‌তে চাচ্ছিস্, তোর স্ত্রী তোকে মোটেই চায় না।”

“নারে না, অতবড় একটা মিথ্যে কথা আর হ’তে নেই। সে চায় খুবই, কিন্তু চেয়ে পাবার মত জিনিষটা যে তার মধ্যে মোটেই নেই।”

নিখিলেশ হা করিয়া ললিতের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সে কেবলই ভাবিতেছিল, কি জিনিষের পরিবর্ত্তে তাহার এই প্রাণের বন্ধুটিকে বন্ধুপত্নী প্রিয়ম্বদা সকল দুঃখের হাত হইতে টানিয়া আনিয়া সুখের আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিতে পারে। সে জিনিষটা কি, যার একারই অভাবে ললিতমোহনের স্থায় একটা মানুষ বাতাহত বন্য কুসুমের মত এমনই ভাবে অকালে শুকাইয়া যাইতেছে। ভগবানের রাজ্যে এমনই পরদুঃখকাতর

ললিতমোহনের জন্য তাহার পবিত্র অতলস্পর্শ প্রেমের প্রতিদানস্বরূপ প্রিয়ম্বদা কি একবিন্দু ভালবাসাও দিতে পারে না! সস্নেহ দৃষ্টিতে সরসীর দিকে ক্ষণেকের জন্য চাহিয়া নিখিলেশ মনে মনে ভাবিল, সে যে ভগবানের দান, সমুদ্র ছেঁচিয়া ভগবান্‌ই যে সুধাস্বরূপ সে অপার্থিব অমৃতের কণাটুকু পুরুষের জন্যই নারীর হৃদয়ে লুকাইয়া রাখিয়াছেন: প্রিয়ম্বদা কি ভগবানের সে দান হইতে বঞ্চিত?

বেলা পড়িয়া আসিয়াছিল, মুক্ত গবাক্ষপথে শ্রান্ত বায়ু অতি সন্তর্পণে ঢুকিয়া পড়িয়া সরসীর গোলাপী কাপড়ের আঁচল লইয়া ক্রীড়া করিতেছিল, আর ললিতের সেই কর্ম্মক্লান্ত আশা ও আশ্বাসহীন হৃদয়টাকে শান্তির স্নিগ্ধ স্পর্শে একটু শান্ত করিয়া দিয়া দূরে সরিয়া যাইতেছিল।

ললিতমোহন সহসা যেন আপনাকে একটা চিন্তার বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া লইয়া জলখাবারের থালাটা টানিয়া আনিয়া একেবারেই খাইতে আরম্ভ করিয়া দিয়া বলিল,—"ভাবছিলুম, এ আর খাব না, কিন্তু এ যে প্রাণের দান। উপেক্ষা কত্তে প্রাণ কেঁদে ওঠে, মনে হয় এ হতভাগ্যের জন্যে, এই হয়ত আর ক'দিন পরে জুটবে না।"

[২]

ষ্টীমার হইতে নামিয়া আসিয়া লীলাদের বাড়ীতে পা ফেলিতেই ললিতমোহনের হৃদয় বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িল। তখনও সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসে নাই। পশ্চিমাকাশের পরিণত অরুণ কিরণটুকুকে নিজের গ্রাসের মধ্যে টানিয়া লইয়া এইমাত্র চন্দ্রের অস্পষ্ট ছায়া পৃথিবীর উপর একটা মিশ্র কাল রেখা অঙ্কিত করিয়া দিয়া আস্তে আস্তে আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়া লইতেছিল।

লীলা অপরাহ্নের কাজগুলি সারিয়া, স্থাপিত শালগ্রাম-শিলার গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া একমনে এমনই কি একটা প্রার্থনা করিতেছিল যে, যাহার জোরে তাহার হৃদয় হইতে তখনকার মত বাহ্য জগতের কোলাহলটা একেবারেই অন্তর্হিত হইয়া পড়িয়াছিল। গৃহমধ্য হইতে ধূপধুনার পূত গন্ধ বহিয়া আনিয়া সান্ধ্য মন্দ মারুত গললগ্নীকৃতবাসা ঈষদুন্মুক্তাবগুণ্ঠনা লীলার অবগুণ্ঠন-বাস লইয়া ক্রীড়া করিতেছিল। চিরটা কাল ধরিয়া অবজ্ঞা ও উপেক্ষার তীব্র আঘাতে ক্ষতবিক্ষত দেহ লইয়া যে অসহনীয় দুঃখটা সে ভোগ করিয়া আসিতেছিল, আজ অনন্যমনে ভগবানের নিকট তাহারই প্রতিকার প্রার্থনা করিতে গিয়া তাহার চোখ হইতে মুক্তাপঙ্-ক্তির ন্যায়ই সূক্ষ্ম অশ্রুবিন্দুগুলি ঝরিয়া গড়াইয়া পড়িয়া এমনই ভাবে বক্ষ ও গণ্ডদ্বয় সিক্ত করিয়া দিতেছিল যে, ললিতমোহন সন্ধ্যার অস্পষ্টালোকে একবারের জন্য তাহা দেখিয়াই ভক্তি ও ভালবাসায় একেবারে গলিয়া গিয়া এক দৃষ্টিতে তাহারই দিকে চাহিয়া রহিল। অশ্রুপ্লাবিতমুখী লীলার সেই ভক্তিবিহ্বলকান্তি, দেববিগ্রহে বদ্ধদৃষ্টি ও অনন্য-পরায়ণতাজনিত স্পন্দহীন অবয়ব ললিতমোহনের হৃদয়ের উপর যুগপৎ একটা অবিমিশ্র মুগ্ধ, বিস্মিত ও তীব্রজ্বালার ভাব টানিয়া আনিল। সে উচ্ছ্বাসের প্রবল আবেগে কাঁপিয়া উঠিয়া পিছন হইতে ডাকিল,—"লীলা!"

দীর্ঘ কাল পরে সহসা ললিতমোহনের স্বর কাণে যাইতেই লীলা চমকিয়া উঠিয়া পিছন ফিরিয়া দেখিতে পাইল, ললিতমোহন তাহারই দিকে চাহিয়া মুগ্ধের মত দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহার বিস্মিত হৃদয়ের উপর দিয়া যেন আবেগের একটা প্রবল বন্যা এক মুহূর্তের জন্য ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতে লাগিল। অপরিজ্ঞাত একটা অনির্ব্বচনীয়তায় থাকিয়া থাকিয়া তাহার বক্ষঃপঞ্জরগুলি কাঁপিয়া উঠিতেছিল। একটু পরে আরব্ধ

বেগটা কথঞ্চিৎ সংযত হইলে বিস্ময়বিমিশ্র-স্বরে লীলা বলিয়া উঠিল,—"এদ্দিন পরে এ অভাগিনীকে তোমার মনে পড়্ল দাদা ?"

স্বামীর তীব্র উপেক্ষার আঘাতে লীলার জীবনটা যে এমনই ভাবে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতেছে, তাহা মনে করিয়া ললিতমোহনের চোখ জলপূর্ণ হইয়া উঠিল; মুখ দিয়া কোনও কথা বাহির হইল না; ক্ষুব্ধ ব্যথিত হৃদয়ের মধ্যে হতাশার একটা প্রকাণ্ড বাত্যা বহিয়া তাহার ঝাঁকানিতে তাহাকে অসামাল করিয়া তুলিল।

লীলা আর সহ্য করিতে পারিল না। তাহার অবরুদ্ধ হৃদয় শৈশব-সহচর, একাধারে ভ্রাতা, বন্ধু, শিক্ষক, গুরু, প্রাণাপেক্ষাও প্রিয় ললিত-মোহনের আগমনে আজ যেন আবরণ দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া কারাগৃহ হইতে মুক্ত কয়েদীর মতই পুরাণ পুঞ্জীভূত দুঃখকাহিনী ব্যক্ত করিবার জন্য শত হৃদয়ে পরিণত হইয়া দুঃখস্মৃতিগুলির তীব্র অভিব্যক্তিতে তাহাকে পথহারা করিয়া তুলিতেছিল। লীলা কাতরকণ্ঠে ডাকিয়া বলিল,—"দাদা, এস ঘরের ভিতর বস্‌বে।"

ললিতমোহন গৃহে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কেমন আছ লীলা, তোমার শ্বাশুড়ী কোথায় ?"

চিরকাল অবজ্ঞা ও অপরিসীম দুঃখের মধ্যে পচিয়া মরিতে গিয়া লীলার সান্ত্বনা ছিল, ললিতমোহনের সদুপদেশ; যাহা তাহাকে বাল্যে স্নিগ্ধ করিত, কিশোরে মুখরতা হইতে রক্ষা করিত, যৌবনে যাহারই জোরে সে মরিতে মরিতেও এতকাল ধরিয়া বাঁচিয়া রহিয়াছে। ভগবান্ তাহাও কাড়িয়া লইলেন; এ অভাগিনীর জন্য তিনিই কোমল হস্তে যে একটু স্নিগ্ধ প্রলেপ ললিতমোহনের মধ্যে অতি গোপনে লুকাইয়া রাখিয়া-ছিলেন, অবিচারের তীব্র তাপে কিছুদিন হইতে তাহা একেবারেই শুষ্ক

করিয়া তুলিয়াছেন। লীলা ললিতমোহনের সাক্ষাৎকারের আশাও ত্যাগ করিয়াছিল। তাহার কাছ হইতে দু'টা সান্ত্বনার কথা, দু'টা সদুপদেশ, যাহা তাহার প্রাণের কালিমাটুকু কমাইয়া দিবার জন্য মুমূর্ষুর নিকট মৃতসঞ্জীবনীর মতই কাজ করিত, তিনি তাহাও ছিনাইয়া লইয়াছিলেন। তাই আজ অনেক কাল পরে ললিতমোহনকে দেখিয়া তাঁহার মুক্ত, স্নিগ্ধ, অনাবিল ভালবাসার কথা মনে করিয়া যেমনই লীলা আনন্দে দিশাহারা হইতেছিল, তেমনই আবার জীবনময় দুঃখস্মৃতির বৃশ্চিক-দংশনে ব্যাকুল হইয়া পড়িতেছিল। কাঁদিয়া ফেলিয়া বাষ্প-রুদ্ধ কণ্ঠেই সে বলিল,—"মা এই পাশের বাড়ীতে গিয়েছেন, আমার কথা আর কি জিজ্ঞেস্ কচ্ছ দাদা ?"

সান্ত্বনার স্বর টানিয়া আনিয়া জোর দিয়া ললিতমোহন বলিল,—"আমি কিন্তু ভেবেছিলুম, এতকালেও তোর একটা সুখের পথ হয়েছে লীলা ? মানুষের দুঃখেরও ত সীমা আছে।"

লীলা ধীরভাবে উত্তর করিল,—"দাদা, সে ত তুমি বুঝ্‌বে না। স্ত্রীলোকের হৃদয়ের যাতনা—।" দুঃখ ও লজ্জার যুগপৎ আক্রমণে লীলার বাক্‌রোধ হইয়া আসিল।

অদূরে সন্ধ্যার সেই গাঢ় নিস্তব্ধতা মথিত করিয়া পাড়ায় পাড়ায় কাঁসর, শাঁখ ও ঘণ্টা বাজিয়া উঠিয়া শূন্য আকাশের গায়ে একটা বিরাট শব্দের প্রবর্ত্তনা করিয়া দিয়া বাতাসের সঙ্গেই মিলাইয়া গেল।

[৩]

লীলা কুলীন-কন্যা, শৈশবে পিতার মৃত্যু হইলে তাহার বিধবা মাতা অন্য কোন আশ্রয় না পাইয়া কন্যাকে সঙ্গে করিয়া ললিতমোহনদেরই পাশের বাড়ীতে ভ্রাতার আশ্রয়ে আসিয়া বাস করিতেছিলেন। ললিত-

মোহন ও লীলা অতি শৈশব হইতেই এক সঙ্গে খেলা করিয়াছে, বেড়াইয়াছে, ক্রীড়ায় কলহে মানে অভিমানে সময়টা সুখে দুঃখে কাটাইয়া দিয়াছে। বাল্যের সেই প্রাণভরা ভালবাসার মধ্যে এই দুইটী প্রাণী এমনই ভাবে খাওয়া দাওয়া চলাফিরা করিয়া বেড়াইয়াছে যে, কেহ অনুমানও করিতে পারে নাই, লীলা ললিতমোহনের সহোদরা নহে। নিরাশ্রয়া লীলার প্রতি স্বজনহীন ললিতমোহনের প্রীতির আকর্ষণটা যেন আপনা হইতেই দিন দিন প্রবল আকার ধারণ করিতেছিল; উভয়েই উভয়কে প্রাণের সহিত ভালবাসিত। আশ্রয়হীনা, দীনা বিধবার কন্যা বলিয়া লীলার প্রতি ললিতমোহনের আদর যত্নটা এমনই মাত্রা ছাড়াইয়া মাথা উঁচু করিয়া দাড়াইয়াছিল যে, তাহারই ফলে লীলার সামান্য অভাব অভিযোগগুলিকে অসামান্যরূপে গ্রহণ করিয়া ললিতমোহন যখন সতর্ক যত্নে সংশোধন করিয়া লইত, তখন ললিতমোহনের নিতান্তই অন্তরঙ্গ বন্ধু যাহারা তাহারাও ললিতমোহনের ভালবাসার পক্ষপাত কোন্ দিকে বেশী, এই উৎকণ্ঠিত চিন্তায় অবনত হইয়া পড়িত। এমনই ভাবে ললিতমোহন কত দিন লীলার জন্য কতই জিনিষ আনিয়া দিয়াছে, আদরে আব্দারে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় নিজে গাছে উঠিয়া পাখীর ছানা পাড়িয়া দিয়াছে, আবার কত বন্য কুসুমের মালা গাঁথিয়া উভয়ে উভয়ের গলায় পরাইয়া আনন্দে হাসিয়াছে, নৃত্য করিয়াছে, হাততালি দিয়া নাচিয়া বেড়াইয়াছে।

সেদিন নিদাঘের অসহনীয় তাপ হইতে দূরে থাকিবার জন্য দ্বিপ্রহরে শয্যায় পড়িয়া পড়িয়া ললিতমোহন একান্তমনে কি চিন্তা করিতেছিল। লীলা আসিয়া ডাকিয়া বলিল—"দাদা, তোমায় মা ডাক্‌ছে।"

ললিতমোহন মুখ তুলিয়া লইয়া সম্ভ্রমে ব্যস্ত হইয়া বলিল,—"মা ডাক্‌ছেন, কৈ রে তিনি?"

"মা আর মামাবাবু বসে আছে, আমায় ডাক্‌তে পাঠালে।"

"কেন রে? জানিস্‌ কেন ডেকেছেন?"

সহসা লীলার গোলাপী গণ্ড রক্তরাগরঞ্জিত হইয়া উঠিল। ডাকিবার কারণটা সে জানিত বটে, কিন্তু ললিতমোহনের প্রশ্নে সেটা যেন তাহার কাছে এবার আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিল, আর যতই স্পষ্ট হইতেছিল, ততই যেন লজ্জায় লীলার ঘাড় মাটির দিকে ঝুকিয়া পড়িতেছিল। লীলার অবস্থা দেখিয়া মনে মনে একটু হাসিয়া ললিতমোহন পাশের বাড়ীতে লীলাদের গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতেই, লীলার মাতুল বলিলেন—"এস বাবা, তোমায় ডাক্‌ছিলেন,—লীলার ত বে'র বয়েস হ'ল, একটি ছেলে না দেখ্‌লে ত আর চল্‌ছে না।"

ললিতমোহন একটু চিন্তা করিয়া কথাটার জবাব দিতে যাইবে, এমন সময় আবারও তিনি বলিলেন,—"আমাদের বরাত মন্দ, সম্বন্ধে যদি না আটক খেত ত তোমারই হাতে—"

অসমাপ্ত কথাটার মাঝখানে বাধা দিয়া ললিতমোহন উত্তেজিত ভাবে বলিয়া উঠিল—"ছিঃ, কি বল্‌ছেন আপনি, লীলা যে আমার বোন!"

বৃদ্ধ মাতুল থমকিয়া গেলেন, আর কোন কথাই তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইল না। লীলার মাতা বলিলেন—"মেয়ের ত বয়স হ'ল রে ললিত, একটু তাড়াতাড়ি চেষ্টা করে দেখ্‌, যাতে মাঘ ফাগুনে দিতে পারিস্‌।"

ললিতমোহনের হৃদয় নিজ হইতেই এ চিন্তায় ব্যাপৃত ছিল। লীলার জন্য যাহা কর্ত্তব্য, তাহা সে নিজের কাজ বলিয়াই মনে করিত। এক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া অনিশ্চিত বিষয়টাকে একেবারে দৃঢ় নিশ্চয়ের মধ্যে টানিয়া আনিয়া সে বলিল—"সে জন্যে আপনারা ভাব্‌বেন না, লীলার বে'র যাহ'ক একটা আমিই করে দিচ্ছি।"

অদূরে দাঁড়াইয়া লীলা একটা লোহার পেরেক লইয়া প্রাঙ্গণে পোতা বাঁশের খুটিটার মধ্যে ছেঁদা করিতেছিল ; সে একবারমাত্র ললিতমোহনের দিকে দৃষ্টি করিয়া সলজ্জ মৃদু হাস্যে মাথা নীচু করিয়া লইল, সেই মুহূর্ত্তে ললিতমোহনের দৃষ্টিটা লীলার ঈষদপূর্ণ অবয়বের প্রতি পড়িতেই ললিত-মোহন চমকিয়া উঠিল। অনিন্দ্যকান্তি মাধুরীময়ী লীলার প্রথম যৌবন-পাতে ঢলঢলায়মান অঙ্গের প্রতি দৃষ্টি করিয়া লীলা সত্যই এতটা বড় হইয়া পড়িয়াছে, মনে করিয়া সে বিস্মিত হইল, এটা যে সে এতদিন এক সঙ্গে থাকিয়াও তাহার নির্দ্দোষ নির্লিপ্ত স্নেহপ্রবণ দৃষ্টি লইয়া এক দিনের জন্যও লক্ষ্যই করিতে পারে নাই। একমুহূর্ত্ত কি চিন্তা করিয়া আর কথাটি না বলিয়া ললিতমোহন দ্রুতপদে বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল।

[৪]

বিবাহের পর বৎসর অতীত হইতে না হইতেই পাশাপাশি দু'খানা ঘরের মাঝখানে দাঁড়াইয়া জ্যোৎস্নালোকে শূন্য দৃষ্টিতে আকাশের দিকে চাহিয়া লীলা আপন অদৃষ্ট চিন্তা করিতেছিল। তাহার একি হইল! দাদা বড় সাধ করিয়া, বড় আশা করিয়া নিজের বিশ্বাসভাজন সুবোধের হাতের উপর লীলার হাত দু'খানা তুলিয়া দিয়া সজলনেত্রে একবৎসর পূর্ব্বে যেদিন বলিয়াছিলেন—"সুবোধ, ভাই, আমার ত আর কেউ নেই, এই একটিমাত্র বোন, ওকে তোর হাতে দিলুম, তুই কিন্তু ওকে দেখিস!" সে দিন লীলাও আপন ভাগ্যের প্রশংসা করিয়াছিল ; অজ্ঞাতে তাহার হৃদয়টাও দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিয়াছিল ; প্রিয়স্পর্শে সেও একবারের মত চমকিয়া উঠিয়া মনে মনে বলিয়াছিল,—"যাহার এমন ভাই, এমন স্বামী, তার মত অদৃষ্টই আর কার?" আর আজ

চিন্তায় চিন্তায় লীলার শরীর আধখানা হইয়া গিয়াছে; সপত্নী, বিশেষত স্বামীর অত্যাচারে এই অপ্রাপ্ত বয়সেই আহার-নিদ্রা সুখ-সম্ভোগ হইতে বিতাড়িত হইয়া লীলার চক্ষু কোটর-প্রবিষ্ট হইয়াছে, কুসুমসুকুমার মুখ তেজোহীন আভাবিরহিত। হাতীর মত সবল শরীর এখন আর বাতাসের ভরও সহে না। শরীরের সে লাবণ্য, সে পূর্ণতা হারা হইয়া লীলা মরুপ্রদেশের শুষ্ক নীরস শাখামাত্রাবশিষ্ট মহীরুহের ন্যায় কোন মতে আপনাকে দাড় করিয়া রাখিয়াছে। পিতৃহীন হইয়াও লীলা ললিত-মোহনেরই মত মহাত্মার আদর-যত্নের মধ্যে থাকিয়া একদিনের জন্যও অভাব কেমন জানিতে পারে নাই, আজ তাহারই লজ্জানিবারণের জন্য শতধা ছিন্ন মলিন বসন; স্বামী তাহাকে এইমাত্র গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিল। লীলা আর ভাবিতে পারিল না, তাহার দুই চোখ বাহিয়া দর দর ধারে অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। সেই সুখ, সেই অযাচিত অনুগ্রহ, আর এ নিগ্রহের মধ্যে কতটা যে ব্যবধান, তাহা ভাবিতে গিয়া লীলার হৃদয় আবারও বার দুয়ের জন্য শিহরিয়া উঠিল। আজ একে একে পিতার মৃত্যু, মাতুলের আশ্রয় গ্রহণ, উদার মহান্ ললিতমোহনের প্রাণের দৃষ্টি—এমনই পুরাণ পুঞ্জীভূত সুখদুঃখের কাহিনীগুলি মনে করিয়া লীলা বাণবিদ্ধা হরিণীর মতই ছট্ ফট্ করিতে লাগিল। লীলা যে ললিত-মোহনের ঘরে থাকিয়া তাহারই হাতে মানুষ হইয়াছিল, মাতুলত উপলক্ষ-মাত্র! শৈশবের সেই সুখ, সেই অবাধ শান্তি, সেই খেলা, একে একে মনে করিয়া লীলা আপনাকে একটা প্রদীপ্ত অনলশিখায় গ্রাস করিয়া ধরিয়াছে বলিয়া যেমনই মনে করিতেছিল, অমনি উচ্ছৃঙ্খলবেশ, আরক্তচক্ষু, কম্পিত ওষ্ঠাধর ললিতমোহন সেখানে উপস্থিত হইয়া ডাকিল—"লীলা!"

লীলা চমকিয়া উঠিল। সে স্বরের মধ্যে এমনই একটা গভীর হতাশা,

এমনই একটা পূর্ণ বিষণ্ণতা, এমনই একটা প্রাণঘাতী কাতরতা, এমনই একটা দীনতা বিরাজ করিতেছিল, যাহার অনুভবমাত্রে লীলা আর স্থির থাকিতে পারিল না ; তাহার অবশ শিথিল ক্ষীণ দেহযষ্টি সহসা মাটির উপর পড়িয়া গেল। ললিতমোহন একটা বৃক্ষের শাখা ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তেমনই রহিল, নড়িল না, লীলাকে ধরিয়া উঠাইতে গেল না, একটা সান্ত্বনার কথাও বলিল না। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, নিরাশ্রয়া অবলাকে সেইত হাতে ধরিয়া সমুদ্রের মাঝখানে ছুড়িয়া ফেলিয়াছে। যদি ফেলিয়াছেই, তবে আর কেন, একেবারে অতল সলিলগর্ভে ডুবিয়া গিয়া একদিনেই—এক মুহূর্ত্তেই ভাবী জীবনের দুঃসহ দুঃখ হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া লউক। অনুতাপে ললিতমোহনের হৃদয় পুড়িয়া খাক্ হইয়া যাইতেছিল। সে আর ভাবিতে পারিল না, হতাশার গভীর দীর্ঘশ্বাসে বক্ষঃপঞ্জর ভেদ করিয়াই যেন বলিয়া উঠিল—"হায়, আমি কি করেছি!"

এতক্ষণে লীলা অনেকটা সংযত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, এলায়িত, স্রস্ত, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত, রুক্ষ চুলের রাশটার উপর ছিন্ন মলিন বসনখানার একটা অঞ্চল টানিয়া দিয়া করুণ-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"দাদা।"

লীলার এই আকুল আহ্বানে ললিতমোহনের হৃদয়তন্ত্রীর তারগুলি যেন ছিন্ন হইয়া গেল। সে বৃক্ষশাখাটা আরও জোরে চাপিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল,—"লীলা, শেষটা তোর ভাগ্যে এই হ'ল!"

"কি করবে দাদা, বরাতের উপর ত কারু হাত নেই।"

"তাই কি? না লীলা, আমি যে হাতে ধরে তোর সর্ব্বনাশ কল্লুম।"

এবার লীলাও আর সাম্‌লাইতে পারিল না, কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল,

—"ছিঃ দাদা, ও কথা মুখেও এন না, ওতে যে আমায় আরও পুড়ে মরতে হয়।"

ললিতমোহন গাছের ডালটা ছাড়িয়া দিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িয়া বলিল—"উঃ, এমনই অভাগা আমি, যে কেউ আমায় ভালবাসবে, তারই এম্‌নি দগ্ধে মরতে হবে।" বলিয়া উন্মাদ-দৃষ্টিতে চাহিতেই লীলা শিহরিয়া উঠিয়া স্থির স্বরে আবার ববিল—"দাদা, কি কচ্ছ, স্থির হও, ভেবে দেখ, এতে ত তোমার কোন হাত ছিল না।"

ললিতমোহন এক মুহূর্ত্ত কি চিন্তা করিল, তারপর কাপড়ের আঁচলে চোখ মুছিয়া অগ্রবর্ত্তী হইয়া লীলার হাত খানা নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া আনিয়া বলিল—"লীলা, তোর এমন চেহারা হয়েছে! কেন তোরে কি ওরা খেতেও দেয় না।"

লীলা মাথা নীচু করিয়া নীরব রহিল, তাহার দুই চোখ বহিয়া অজস্র অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

"বাঃ—বেশত" বিস্ময়ে পিছন ফিরিয়া চাহিতেই লীলার সপত্নী ললিতা আবাব বলিয়া উঠিল—"দিদি ত চাঁদের আলোতে বেড়িয়ে বেড়িয়ে—বাঃ বেশ—?"

ললিতমোহন আর একবারের জন্য শিহরিয়া উঠিল। তাহার কম্পিত ওষ্ঠদ্বয় সহসা জড় হইয়া গেল। রাগে দুঃখে ক্ষোভে ঘৃণায় সে যেন তখনকার মত চেতনারহিত হইয়া পড়িল। আকাশের গা হইতে নক্ষত্রগুলি যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হইয়া তাহার হৃদয় লক্ষ্য করিয়াই ছুটিয়া আসিতেছিল, বসন্তের সেই স্নিগ্ধ বাতাস তাহারই হৃদয়ের জন্য যেন দগ্ধ প্রস্তরকণা বহিয়া আনিতেছিল।

আঘাতে আঘাতে ভঙ্গপ্রায় ললিতমোহনের হৃদয়ে আবারও আঘা-

তের আশঙ্কা করিয়া লীলা আর স্থির থাকিতে না পারিয়া বিনীতভাবে বলিল—"ছিঃ দিদি, কি বল্‌ছ তুমি, ইনি যে আমার দাদা।"

"তা আর জানি না, এ যে পুরণো প্রেমিক" বলিয়া ললিতা আবারও হাসিয়া উঠিল। ললিতমোহনও আর সহ্য করিতে পারিতেছিল না, তথাপি অপরিচিতা এমন লজ্জা-রহিতা এই রমণীটির সহিত কোন কথা বলিতে তাহার লজ্জা হইতেছিল, ইহার এমন অধঃপতন প্রত্যক্ষ করিয়া একটা সহানুভূতিও যেন থাকিয়া থাকিয়া তাহাকে উদ্বিগ্ন, ত্রস্ত করিয়া তুলিতেছিল। স্ত্রীহৃদয় এমনই কঠোর বিষময় হইতে পারে, পূর্ব্বে যে সে একথা একবারের জন্যও ভাবিতে পারে নাই! এবার ক্ষীণকণ্ঠে ললিতমোহন জিজ্ঞাসা করিল—"কে আপনি!"

ললিতা পূর্ব্বভাবেই বলিল—"সতীন গো, লীলার সতীন।"

"তা বলে কি এমন একটা জাত মারার কথা মুখে আন্‌তে আছে?"

"জাত যদি নাই রৈল ত, মুখে আন্‌লেই হবে দোষ!"

ললিতমোহনের ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। তখনকার মত তাহার অবস্থা এতই সঙ্কটময় হইয়া উঠিয়াছিল যে, সে অসামাল হইয়া পরুষ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"আপনি দেখ্‌ছি, শিক্ষা বা সদ্ভাবের ধার দিয়েও জাননি।"

"দিদি কার সঙ্গে বেরিয়ে যাচ্ছে, দেখ্‌বে শীগ্‌গির এস" বলিয়া ললিতা চীৎকার করিয়া উঠিতেই সুবোধ ধীরে ধীরে সেস্থানে আসিয়া দাঁড়াইয়া শ্লেষ করিয়া বলিল—"এদের কথা আগে ত আমি বিশ্বাস করি নি, এখন দেখ্‌ছি, সেটা আমারই ভুল।"

পূর্ণবিস্ময়ে ললিতমোহন ডাকিল—"সুবোধ!"

সুবোধ এবার শ্লেষের মাত্রাটা একটু বৃদ্ধি করিয়া দিয়া বলিল,—

"ছিঃ ললিত, তুমি এমন! কেন ওকে ত আমি আর তোমার কাছে ভিক্ষে চাইতে যাইনি, নিজে রেখে দিলেই ত সব গোল চুকে যেত।"

ললিতমোহন বুঝিতে পারিল না, সে পৃথিবীর উপর দাঁড়াইয়া আছে, না পাতালের তলদেশে একটা পূতিগন্ধময় অন্ধকারের মধ্যে ডুবিয়া রহিয়াছে। মুহূর্ত্তের জন্য সে সুবোধের কথায় বিশ্বাস করিতে পারিল না। সুবোধ হয়ত ঠাট্টা করিয়া বলিতেছে মনে করিয়া সে সাহস সঞ্চয় করিয়া আবারও বলিল,—"কি বল্‌ছিস্ তুই, মাথা খারাপ হয়নি ত?"

সুবোধ এবার শ্লেষের মাত্রাটা আরও বাড়াইয়া ক্রোধের সহিত বলিল—"মাথা খারাপ না হলে, এমনই করে যুবতী স্ত্রীর সঙ্গে তোমার এ রহস্যালাপ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমিই কি বরদাস্ত কত্তে পাত্তুম!"

ললিতমোহনের মাথার উপর আকাশটা ঘুরিতেছিল; বোধ হয় পায়ের তলার পৃথিবীটাও স্থির ছিল না। এই কি সেই সুবোধ, একবৎসর পূর্ব্বেও যে সুবোধ একদিন এক মুহূর্ত্ত তাহার সাহায্য না পাইলে এতদিনে তাহার সত্তাটাই পৃথিবী হইতে লোপ পাইয়া যাইত। এই কি সেই সুবোধ,—যে সুবোধ ললিতমোহনকে মাতৃস্নেহের ন্যায়ই বিশ্বাসের পাত্র মনে করিয়া একদিন গুরুরও অধিক আজ্ঞানুবর্ত্তী ছিল। এই কি সেই সুবোধ,—আজ সকালেও নীলার এই ভীষণ পরিণামের কথা জানিয়া পূর্ব্বাপর সমস্ত ঘটনা না জানিয়াও যাহার সম্বন্ধে ললিতমোহন নিঃসংশয়ে স্থির করিয়া লইয়াছিল, এত ঘটনার মধ্যেও সুবোধ কিন্তু সম্পূর্ণই নির্দ্দোষ। সে যে বাল্যকাল হইতেই এই সুবোধকে জানিত, এবং তাহারই ফলে সে একেবারেই ঠিক করিয়া লইয়াছিল, সুবোধ নিশ্চয়ই অন্যের পরামর্শে একাজ করিয়া বসিয়াছে। কিন্তু ইহার মধ্যে ললিত-মোহনের যে একটা খট্‌কা ছিল যে, সুবোধ আর কিছু না করিতে

পারিলেও বিবাহ করিবার পূর্ব্বে ললিতমোহনকে সংবাদটাওত দিতে পারিত। সেই খট্‌কাটা এখন যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিয়া দিল, 'নাগো না, সুবোধ ত নির্দ্দোষ নয়, এর মধ্যে তারও বেশ ষড়যন্ত্র রয়েছে।' ভাবিতে ভাবিতে ললিতমোহন বসিয়া পড়িল।

গভীর রজনীর নিস্তব্ধতা মথিত করিয়া দূরে স্কুলের ঘড়িতে যখন দুইটা বাজিয়া গেল, সে শব্দে চমকিয়া উঠিয়া ললিতমোহন আলুলায়িত-কুন্তলা রোরুদ্যমানা পদতলে ছিন্নবল্লীর ন্যায় পতিতা লীলার দিকে একবার চাহিয়াই বলিল,—"লীলা, আমি চল্লুম, তোর নিয়তি এই ভাবে মৃত্যু। তোকে রক্ষা কর্‌বার অধিকারও যে আমার নেই!" বলিয়াই ললিতমোহন সেই যে দীর্ঘ দুই বৎসর পূর্ব্বে আর একবারমাত্র লীলার দিকে চাহিয়াই দুই হস্তে সজোরে বুক চাপিয়া ধরিয়া চলিয়া গিয়াছিল, এত কালের মধ্যে লীলার আর কোন সংবাদ না পাইয়া সেই ললিত-মোহনই আজ আবার যেন প্রাণের দায়ে বাধ্য হইয়াই আসিয়া ইহাদের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াছে।

[৫]

উচ্ছৃঙ্খল নষ্টচরিত্র সন্তানের মাতা যেমন শঙ্কাকুল হইয়া সন্তানেরই মঙ্গলকামনায় তাহার চরিত্র সংশোধনের জন্য তিরস্কার করে, পুত্রের ভাবী জীবনের অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া ব্যথিত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ভিতরে ভিতরে দগ্ধ হইয়াও সর্ব্বদা এটা সেটা লইয়া পুত্রের বিরুদ্ধে চলিতে গিয়া তাহারও যেমন তিষ্ঠান দায় হইয়া পড়ে, প্রিয়ম্বদারও ঠিক সে অবস্থাই ঘটিয়াছিল। স্বামী ললিতমোহন নিজের কথা না ভাবিয়া এই যে জীবনে মরণে বীতশ্রদ্ধ সন্ন্যাসীর মতই এর ওর তার বিপদ ঘাড়

পাতিয়া লইতেছিল, অনাথ, দুস্থ, বিপন্নের রক্ষার্থ একবারের জন্যও নিজের অবস্থার বিষয় বা ভবিষ্যৎ ভাবিত না, বিধবার কন্যাদায়, রুগ্নের চিকিৎসার সাহায্য, বন্ধুর বিপৎপ্রতিকার এমনই কতগুলি কাজে প্রাণপাত করা ললিতমোহনের পক্ষে যে স্বভাবসিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা ভাবিতে গিয়া স্বামীর শারীরিক ও আর্থিক উভয়বিধ অমঙ্গল চিন্তায় প্রিয়ম্বদার মন ব্যাকুল হইয়া পড়িত। ক্ষুব্ধ বেদনাকাতর হৃদয়ে স্বামীকে বাধা দিতে গিয়া সে তাহার ব্যবহারে অব্যক্ত কুণ্ঠায় বিব্রত হইয়া পড়িয়াও বাধা না দিয়া যেন কোন প্রকারেই তিষ্ঠিতে পারিত না। এই ললিতমোহনই যখন আত্মপর ভুলিয়া সময়-অসময়, সুবিধা-অসুবিধা না ভাবিয়া যেখানে অভাব, সেইখানেই দুই হাতে অর্থব্যয় করিত, নিজের সামর্থ্য বা স্বার্থের দিকে লক্ষ্য না করিয়া রোগীর শুশ্রূষা, মুমূর্ষুর অন্তিম ক্রিয়া, মৃতের অন্ত্যেষ্টিতে যোগ দান করিত, তখন প্রিয়ম্বদা স্বামীর তাচ্ছিল্য, ঘৃণা, বীতরাগ প্রভৃতির কথা মনে করিয়াও আপনার মুখ সংযত রাখিতে পারিত না, স্বামীর একান্তই শুভাকাঙ্ক্ষিণী সাধ্বীর মন উদ্বেগে আশঙ্কায় বিচলিত হইয়া পড়িত। এ সকল কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য অনুরোধ করিয়া, জেদ করিয়াও যখন কোন ফল হইত না, বরং স্বামীর বিরক্তিই অনুভব করিত, তখন সে স্বামীর গৌরব পর্য্যন্তও বিস্মৃত হইয়া অনেক সময় এমনই কড়াকড়া কতগুলি কথা বলিয়া ফেলিত, যাহার ফলে ললিতমোহন দিন দিনই তাহার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িতেছিল। প্রিয়ম্বদার সযত্ন পরিচর্য্যা ও প্রাণভরা ভালবাসাটাকে এই অসহনীয় মুখরতাটা এমনই কদর্য্য করিয়া দাঁড় করিয়া দিয়াছিল যে, কোন সময়ের জন্যই ললিতমোহন তাহার এই কঠোরতাটা যে কত বেদনার, কত

ভালবাসার ফল, তাহা বুঝিতে পারিত না, বরং নিজের কর্ত্তব্য কার্য্যে পুনঃ পুনঃ বাধা পাইয়া সে উত্তেজিত হইয়া উঠিত; প্রিয়ম্বদাকে তাহার সুখশান্তি ও কর্ত্তব্যের অন্তরায় বলিয়াই ঠিক করিয়া লইত। এমনই ভাবে এই দম্পতী বিভিন্নমুখ নদীস্রোতের ন্যায় ঘাতে-প্রতিঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়া ভিতরে ভিতরে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছিল। তাই আজও যখন ললিতমোহন তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকিয়াই বলিল—"প্রিয়ম্বদা, দাওত চাবির গোছাটা।" তখন প্রিয়ম্বদা কিছুমাত্র বিস্মিত না হইয়া কাতরস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"চাবির গোছা! কেন, কি হবে চাবি দিয়ে?"

ধীর গম্ভীরস্বভাব ললিতমোহন গম্ভীরস্বরেই বলিল—"কিছু টাকা বের ক'রে নিতে হ'বে। রমার মা আজ ক'দিন থেকে হাটাহাটি ক'চ্ছে, রমার বের ঠিক হয়েছে, হাতে কিছুই নেই। তাই সে কোন যোগাড়ই কত্তে পারে নি। তাকে গোটাকত টাকা দেব ভেবেছি।"

সহসা মাথা উচু করিয়া অস্পষ্টস্বরে প্রিয়ম্বদা উত্তর করিল,—"যে এসে হাত পাত্‌বে, তাকেই টাকা দেবে; এত টাকাই বা তুমি পাবে কোত্থেকে?"

ললিতমোহন কি বলিতে যাইতেছিল, প্রিয়ম্বদা বাধা দিয়া এবার একটু উত্তেজিতভাবে বলিল—"এই যে দু'হাত ভরে টাকা বিলুচ্ছ, এর পরিণামটা কি একবারও ভাব্‌বে না?"

"ভেবেই বা কি কর্‌ব? যদ্দিন আছি, আমায়ও ত একটা কিছু নিয়ে থাকৃতে হবে?"

কথাটার মধ্যে প্রচ্ছন্ন যে আঘাতটুকু ছিল, এমন আঘাত প্রিয়ম্বদা নিজের দোষ মনে করিয়া নতমস্তকে অনেকবারই সহ্য করিয়া লইয়াছে,

আজ যেন সে আর পারিয়া উঠিল না। সে যে ললিতমোহনেরই সর্ব্বাঙ্গীন হিতাকাঙ্ক্ষা করিয়া বাদপ্রতিবাদ করিয়া থাকে, ললিতমোহন ত কোন প্রকারেই তাহা বুঝিবে না, বরং বৃথা দোষ চাপাইয়া তাহাকে অপদস্থ তিরস্কৃতই করিবে,—ভাবিয়া সেও উত্তেজিত হইয়া উত্তর করিল,—"একটা কিছু কেন, অনেক নিয়েই তোমায় থাক্‌তে হচ্ছে, তা আমিও জানি, কিন্তু তা বলে দিন দিন এই যে ব'য়ে যাচ্ছ, সেটাত আর তোমার মত সবাই না ভেবে পারে না।"

কথার খোঁচাটা ললিতমোহনকে তীব্র বেদনায় বিদ্ধ করিল। এবার সেও কর্কশকণ্ঠেই বলিল,—"সে ভাবনা তোমার না ভাব্‌লেও চল্‌বে, একথা তোমায় অনেক দিন বলেছি। যদি ভুলেই যেয়ে থাক ত, আজও আবার মনে করে দিচ্ছি প্রিয়ম্বদা, এসব কথার মধ্যে তুমি যেন আর থাক্‌তে এস না।"

একমুহূর্ত্ত ঘাড় নীচু করিয়া বসনাঞ্চলে চোখ মুছিয়া এবারও প্রিয়ম্বদা রুষ্টস্বরেই উত্তর করিল,—"থাকা না থাকা নিয়েত কথা হচ্ছে না, কথা হচ্ছে এই নিয়ে যে, দিন দিন এই যে নিজের মাথা বিকিয়ে ঋণ ক'রে পরের উপকার কচ্ছ, আমি ত তা সহ্য কত্তে পারব না।"

ললিতমোহন ক্রমেই বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া পড়িতেছিল। প্রিয়ম্বদাকে সে যে একেবারেই ভাল বাসিত না, তাহা নহে, বিস্ময়ের বিষয়—এ ভালবাসাটা যেন তাহাকে শোয়াস্তি দিতে পারিত না, বরং সর্ব্বপ্রকারে পীড়নই করিত। তাই সে এবার ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল—"কথার বেলায় ত তুমি কখনও কম নও প্রিয়ম্বদা! কিন্তু কৈ, আজ পর্য্যন্ত আমি যাতে সুখী হই, এমন একটা কাজও ত তোমায় কত্তে দেখ্‌লাম না। ভেবেছ, শাসিয়ে স্বামীকে মুঠার ভেতর রাখ্‌বে, না?"

দুঃখে; লজ্জায়, অভিমানে প্রিয়ম্বদার চোখ আর্দ্র হইয়া উঠিল ; স্বামীর কোন অনিষ্টের কথা মনে হইলেই যে, তাহার বুক সজোরে কাঁপিয়া ওঠে, মুখ কালী হইয়া যায়, শ্বাস বন্ধ হইয়া আসে। হায়! এটা যে তাহার কত ভালবাসার পরিণাম, কত ভবিষ্যচ্চিন্তার ফল, তাহাত স্বামী বোঝে না, বরং বিপরীত অর্থ গ্রহণ করিয়া তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হয়। কি যে প্রহেলিকা! কেন যে সে যন্ত্রচালিতের মত স্বামীর কার্য্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী—প্রতিকারে অসমর্থ সৈন্যের ন্যায় যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া ইষ্ট করিতে গিয়া নিজেরই মহা অনিষ্ট করিয়া বসিত, তাহা যে তাহার নিকট নিতান্তই দুর্ব্বোধ বলিয়া মনে হইত।

ললিতমোহন প্রিয়ম্বদাকে একবারেই ভুল বুঝিত। প্রিয়ম্বদা নিজেরই আকৃতিসদৃশ নীচ পরশ্রীকাতর, প্রলুব্ধ অন্তরের আকাঙ্ক্ষা পোষণের জন্য এই সকল কার্য্যের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া তাহার উচ্চ প্রবৃত্তির প্রেরণাটাকে নিষ্পেষিত করিয়া ফেলিতে চাহে, সে একেবারেই ইহা ঠিক করিয়া লইত। প্রিয়ম্বদার বেদনাটা যে কোন্ খানে, তাহা যে কত বড়, ভাবিবার পূর্ব্বেই ললিতমোহন ভাবিত, সাধারণ স্ত্রীলোকের মত ঘরের অর্থ পরকে দিতে দেখিলেই প্রিয়ম্বদা অতিষ্ঠ হইয়া উঠে। তাই সে এবার প্রিয়ম্বদাকে শ্লেষ করিয়া বলিল—"যারা নিজের নিয়েই ব্যস্ত, তারা কারু উপকার ত কত্তেই পারে না, কাউকে কত্তে দেখ্‌লেও তাদের প্রাণ জ্বলে ওঠে, না!" একটু থামিয়া বিরক্ত ভাবে আবার বলিল—"না, আমিত আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারি না। চাবিটা দেবে কিনা বল?"

অস্ফুটস্বরে কি বলিতে বলিতে প্রিয়ম্বদা বালিশের নীচ হইতে চাবির গোছাটা টানিয়া আনিয়া মেঝের উপর ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল।

দুপুরে খাইতে যাইবার পথে ঝিকে ছুটাছুটি করিতে দেখিয়া প্রিয়ম্বদা বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"হ্যা রে দুপুর-রোদে ছুটে কোথা যাচ্ছিস্?"

ঝি উত্তর করিল—"ওমা, এখনও শোন নি? বাবু যে এইমাত্র একটা রোগী ঘাড়ে করে বাড়ী এসেছেন, আমায় বল্লেন, বিছানা নে যেতে।"

প্রিয়ম্বদা আড়ষ্ট হইয়া গেল! ভাবিতে গিয়া সে স্বামীর জন্য প্রাণে প্রাণে শিহরিয়া উঠিতেছিল। ঝি—"তাড়াতাড়ি নে.যাই, তাকে যে শোয়াতে হবে।" বলিয়া এক পা বাড়াইতেই প্রিয়ম্বদা ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"জানিস ঝি, কি রোগ হয়েছে তার?"

ঝি সপ্রতিভ ভাবে উত্তর করিল—"আহা, ছোড়াটার ও'পর মায়ের কৃপা হয়েছে। সকল গায়ে যেন কালীর দাগ বসিয়ে দিয়েছে। কেউ নেই কি না, তাই বাবু তাকে নিয়ে এলেন।"

প্রিয়ম্বদা শিহরিয়া উঠিল! অনাথ, দুস্থ, আশ্রয়হীন রোগী ঘাড়ে বহিয়া বাড়ীতে আনিয়া চিকিৎসা ও পরিচর্য্যা করাটা ললিতমোহনের পক্ষে নূতন না হইলেও আজ যে সে একটা বসন্তের রোগী লইয়া এমনই নাড়াচাড়া করিতেছে, তাহা ভাবিয়া এবং এই রোগের সংক্রামকতাটার কথা মনে করিয়া সে সেই স্থানে বসিয়া পড়িল। ভাবী আশঙ্কায় তাহার যেন দম বন্ধ হইয়া আসিতেছিল। হায়, সে যে কত নিরুপায়, ইহার বিরুদ্ধে কথাটি বলিতে গেলে, ফলে যে তাহার সঙ্গী দুর্ভাগ্যটাই বৃদ্ধি পাইবে! ললিতমোহন আরও জোরে তাহাকে হৃদয় হইতে দূরে ঠেলিয়া ফেলিবে! ঝি অতি দ্রুত চলিয়া গিয়া তখনি আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"ওষুধের গেলাসটা দাও ত মা?"

প্রিয়ম্বদা প্রথমে কোন কথাই বলিতে পারিল না, তাহার যেন বাক্-

রোধ হইয়া আসিতেছিল। মুহূর্ত্তে নিজেকে যথাসম্ভব সাম্‌লাইয়া লইয়া বুক কাঁপাইয়া একটা চাপা দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করিয়া অসহ্য যন্ত্রণায় জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল—"দূর হয়ে যা আমার কাছ থেকে। বল্‌ গিয়ে তোর বাবুকে সেই নিয়ে যাক্‌।"

ঝি কিন্তু বাবুকে কোন কথা বলিতে সাহস না পাইয়া ব্যস্ত হইয়া বলিল—"দাও না মা, বাবু যে শীগ্‌গির করে নে যেতে বল্লেন।"

সহসা ললিতমোহন সেখানে উপস্থিত হইয়া ঝিকে লক্ষ্য করিয়া কর্কশকণ্ঠে বলিল—"তোকে না গেলাসটা নে যেতে বল্লুম, দাঁড়িয়ে তামাসা দেখ্‌ছিস্‌ না ?"

সকালের সে আঘাতটা প্রিয়ম্বদার বুকের ভিতরে যে বিষাক্ত হুলটা ফুটাইয়া রাখিয়াছিল, তাহা এখনও একটা তীব্র জ্বালার ভাব লইয়া তাহাকে দগ্ধ করিতেছিল, তথাপি সাধ্বীর হৃদয় স্বামীর জন্য এমনই ব্যাকুল হইয়া উঠিল যে, সে অস্থির হইয়া বলিল—"এমনি করে এসব সংক্রামক রোগ নিয়ে তুমিই না হয় খেলা কত্তে পার ; তোমার কেউ নেই, কাজে কাজেই প্রাণের মায়াও নেই, কিন্তু বাড়ীতে ঝি চাকর যারা আছে, তাদের ত প্রাণের মায়া না কল্লে চলে না।" বলিতে বলিতে প্রিয়ম্বদা যাতনার প্রবল উচ্ছ্বাসে কাঁদিয়া ফেলিল।

প্রতিকার্য্যেই প্রিয়ম্বদার নিকট হইতে যেরূপ বাধা পাইয়া আসিতেছিল, ইহাও তাহারই অন্যতম মনে করিয়া উচ্চকণ্ঠে ললিতমোহন বলিল—"কৈ তারা ত কেউ কোন কথা বলেনি, বৃথাই তাদের নাম কচ্ছ প্রিয়ম্বদা! মর্‌বার ভয় তোমার এতই বেশী হয়ে থাকে ত, না হয় তোমার জন্য আমি আলাদা করে আর একটা জায়গা ক'রে দিচ্ছি।" বলিয়াই সে দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

নিস্তব্ধতার মধ্যে শয্যায় পড়িয়া পড়িয়া প্রিয়ম্বদা এপাশ ওপাশ করিতেছিল! সে কেবলই ভাবিতেছিল, কেন আমি মরি না, বাঁচিয়া ত স্বামীকে একদিনের জন্যেও সুখী করিতে পারিলাম না। একেত আমার এ কুরূপ, শিক্ষাহীনতা, তারপর তাঁহার মতের বিরুদ্ধে চলিয়া কেবলই তাঁহাকে দগ্ধ করিতেছি। দিন দিন এই যে তিনি অপ্রতিকার্য্য বিপদের মধ্যে গিয়া পড়িতেছেন, তাহারই অনুমোদন করিয়া এই বিপদের পরিণামটা বাড়াইয়া দিয়া আমি তাঁহার মনোমত হইব, তাহা যে কখনই হইতে পারে না। আমি কে,—তিনিই ত সব, এখন না হ'ক, ভবিষ্যতেও যাহাতে এই বিপদের পথ হইতে নিবৃত্ত হইতে পারেন, মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্তও তাহা যে আমাকে করিতেই হইবে। নীচ, পরশ্রীকাতর বলিয়া তিনি আমায় ঘৃণা করেন, করিবেন, আমি তাহা মাথা পাতিয়া লইব।

অদ্যকার ব্যবহারের জন্য ললিতমোহনও মনে মনে বড়ই লজ্জিত ও দুঃখিত হইয়া পড়িতেছিল। এভাবের কথা লইয়া অনেক সময়েই তাহাদের মধ্যে বাদপ্রতিবাদ হইয়াছে বটে, কিন্তু এমনই কতগুলি কঠোর উক্তি সে ত কোন দিন করে নাই। ভাবিতে ভাবিতে শ্রান্ত অবসন্নদেহ ললিতমোহন ধীর পাদক্ষেপে শয্যার নিকটে দাঁড়াইয়া স্নেহজড়িত স্বরে ডাকিল—"প্রিয়ম্বদা!"

প্রিয়ম্বদা মাথা গুঁজিয়া পড়িয়াছিল। সে তেমনই রহিল। ললিতমোহন শয্যার উপর বসিয়া অনুতপ্তস্বরে বলিল—"বড্ড অন্যায় করেছি, তুমি তাই ভাব্‌ছ, না প্রিয়ম্বদা?"

প্রিয়ম্বদা কথা বলিল না। ললিতমোহন আবারও বলিল—"বল ত প্রিয়ম্বদা এমনটাই বা কেন হয়? তুমিই কেন আমার মনোমত হয়ে চল্‌তে পার না?"

প্রিয়ম্বদা কাঁদিয়া ফেলিল। অস্ফুট ক্রন্দনের শব্দে ললিতমোহন চমকিয়া উঠিয়া প্রিয়ম্বদাকে বুকের উপর টানিয়া আনিয়া কাতরকণ্ঠে বলিল—"সুখ কাকে বলে জান্‌ব না বলেই বুঝি বিধাতা তোমায় আমায় বিভিন্ন মত দিয়ে গড়েছেন!"

অতিকষ্টে আপনাকে সাম্‌লাইয়া লইয়া প্রিয়ম্বদা কি বলিতে যাইতেছিল, সহসা প্রলয়ের শব্দের মত একটা ভীষণ শব্দে উভয়েই ত্রস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই ঝি চীৎকার করিয়া বলিল—"সর্ব্বনাশ হলো গো বাবু, সর্ব্বনাশ হলো, ও পাড়ায় আগুন লেগেছে।"

আগুনের কথা শুনিয়া ললিতমোহন মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তা না করিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া যাইতেছিল, প্রিয়ম্বদা কম্পিতহস্তে তাহার হাত চাপিয়া ধরিতেই সে সেদিকে ভ্রূক্ষেপও না করিয়া সজোরে হাত ছিনাইয়া লইয়া রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

[৬]

ধীরে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া ললিতমোহন জিজ্ঞাসা করিল—"কি করি সে টাকাটার, বল্‌ত নিখিল?"

"তোকে ত অনেক দিন বলেছি, ওতে তোর গিয়ে কাজ নেই।"

"তা না হ'লে বিধবার টাকা আদায়ের কোন উপায়ও ত হয় না!"

নিখিলেশ হাসিয়া বলিল—"ভাবিস্ বুঝি, তুই ছাড়া আর লোকই এ পৃথিবীতে নেই, না?"

ললিতমোহন বিস্মিত হইয়া নিখিলেশের মুখের দিকে দৃষ্টি করিয়া বিস্ময়বিমিশ্র স্বরে বলিল—"বলিস্ কি তুই, আর যদি কেউ পার্‌ত তা হ'লে আমি ওতে যাই?"

নিখিলেশ হাতের কলমটা রাখিয়া দিয়া হাত ধরিয়া ললিতমোহনকে বসাইয়া বলিল—"এমনই যদি কেউ নাই থাকে ত, নাই থাকল ; ঘরের খেয়ে পরের জন্য নিজের লোকের সঙ্গে ঝগড়া করা সেও ত কখন হতে পারে না।"

"কিন্তু কাজটা ত তাদেরও ভারি অন্যায় হচ্ছে, সামান্য ক'টা টাকা বৈত নয়, দিয়ে দিলেই চুকে যেত।"

নিখিলেশ মাথা নাড়িয়া হাসিয়া বলিল—"ন্যায় অন্যায়ের বিচার, সে ত সব সময়ে চলে না রে ললিত ! আর তাই বা কি, তাঁরা ত বল্‌ছেন, ন্যায্য ভাবে ও টাকাটা অপর সরিকেরই দেয়।"

এ ব্যাপারটার মধ্যে প্রবেশ করিতে গিয়া ললিতমোহন নিখিলেশের বিরাগের ভয়ে চিন্তিত হইয়া পড়িতেছিল। একটি অনাথা বিধবাকে রক্ষা করিতে গিয়া যদি ইহাদের কোন অসন্তোষজনক কার্য্যই হইয়া পড়ে ত, শেষটা নিখিলেশ তাহার প্রতি বীতশ্রদ্ধও হইয়া পড়িতে পারে, ভাবিতেই সে আপন মনে একবার শিহরিয়া উঠিল। তাহা হইলে বস্তুতই যে সে তাহার জীবনে একটা মহা অভাব অনুভব করিবে, সে এমনই অভাব, যাহার পরিবর্ত্তে সমস্ত সংসার ছাড়িয়া দিলেও তাহার পূরণ হইবে না। কিছু সময় ধরিয়া মৌন চিন্তার পর সহসা যেন কর্ত্তব্যের কঠোর কষাঘাতে ললিতমোহনের লুপ্ত চেতনা ফিরিয়া আসিল। সে স্নেহ, মায়া, বন্ধুপ্রীতিহানির আশঙ্কাগুলি একমাত্র কর্ত্তব্যের হাতে তুলিয়া দিয়া এবার আরও উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিল—"তুই কিন্তু ওদের দিক্ ঘেসেই কথাগুলো বল্‌ছিস্, তোর শ্বশুরইত টাকাগুলো নিয়েছিলেন। ভাগের ভাগ এই বিধবার টাকাটাই পড়্‌ল কি না, যারা দিতেই পার্‌বে না, তাদের হাতে ?"

নিখিলেশ ইহাতে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া সহজ শান্তভাবে একটুখানি হাসিয়া ললিতমোহনের দিকে দৃষ্টি করিয়া বলিল—"না বলেই বা কি করি? সত্য যে মিথ্যায় ঢাকা পড়ে না, তা জেনেও ত আমায় বল্‌তে হচ্ছে। এর মধ্যে তুই থাকিস্‌ত, তাঁরা তোর ও'পরত অসন্তুষ্ট হবেনই, আমার ও'পরও খাপ্পা হয়ে দাঁড়াবেন। এটা তাঁরা ঠিকই বুঝ্‌বেন, আমায় না জানিয়ে কিছু তুই একাজ কখনও করিস্‌নি। আর দেখতেই পাচ্ছি, টাকাটা দেবার ইচ্ছে তাঁদের আদপেই নেই। তাঁদের যখন মতলব খারাপ, তখন এ'র মধ্যে গেলেই যে একটা ঝগড়া কলহ অবশ্যম্ভাবী।"

নিখিলেশের কথাটায় সহসা যেন ললিতমোহনের চোখের উপর হইতে একটা কাল পর্দ্দা সরিয়া গেল। এই আশঙ্কাটা যে তাহার ললিতমোহনকে কতটা ভালবাসার পরিণাম, তাহা বুঝিতে পারিয়া ললিতমোহনের প্রাণটা যেন মুহূর্ত্তের জন্য নাচিয়া উঠিল, কাজের কথাটা কিন্তু তবু সে ভুলিল না। বলিল—"ওতেইত আরও রাগ হচ্ছে, এত টাকা থাকৃতে তাঁরা দেবেন ফাঁকি, আর তাদের কাছে টাকা ফেলে রেখে অনাথা বিধবাটা মর্‌বে না খেয়ে! না ভাই, এতটা অন্যায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সইতে পার্‌ব না।"

নিখিলেশ এবার গাঢ়স্বরে প্রশ্ন করিল—"বল্‌তে কইতে ত কম করিস্‌নি? এখন আবার কি কত্তে চাস্‌ শুনি?"

"শেষ পর্য্যন্ত লড়ে দেখ্‌ব। প্রথম ত এদ্দিন যা করে আস্‌ছি, আর ক'টা দিনও তাই কর্‌ব। বল্‌ব, কইব, অনুনয় বিনয় কত্তেও ছাড়্‌ব না, তাতে যদি নাই হয় ত, শেষটা আমায় নালিশ পর্য্যন্তও কত্তে হবে।"

ভবিষ্যতের একটা দুর্ঘটনাকে লক্ষ্য করিয়া নিখিলেশের মুখ গম্ভীর

হইল। ললিতমোহন যখন নিজের কিছুমাত্র স্বার্থসম্পর্কশূন্য এই ন্যায্য কাজটার মধ্যে অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছে, তখন আর তাহাকে ফিরাইবার সাধ্য নাই, এটা সে বেশ ভালরূপই জানিত। তাই এবার সে শঙ্কিতস্বরে বলিল—"নালিশ্ করবি! বল্‌ছিস্ কি রে?"

"বলাবলি এর ভেতর ত কিছু নেই।"

নিখিলেশ ললিতমোহনের হাত ধরিয়া কাতরভাবে বলিল—"না রে না, এ সব মতলব কিন্তু তুই করিস্‌নি। কতই বা টাকা, শ-চারেক হবে ত, তুই না হয় দিয়ে দে এখন।"

টাকাটা নিজে দিয়া দিলেও চলিতে পারে, তাহা ললিতমোহনও জানিত, কিন্তু ওদিক্‌টা দিয়া তাহার মন যে মোটেই যাইতে চাহিতেছে না। আসল কথাটা এই যে, দুচার শ টাকা সে দিতে না পারে এমনও নহে, দু'চারজন অনাথা বিধবার প্রতিপালনের ভার তাহার উপর না আছে, তাহাও নহে; কিন্তু এর ভিতর গলদ এই যে, নিখিলেশের শ্বশুর তাহাদের ন্যায্য অনুরোধ উপরোধ উপেক্ষা করিয়া যে টাকাটা নিজ হাতে বিধবার কাছ হইতে লইয়াছেন, তাহার কোন দলিলপত্র না থাকায় এখন তাহা না দিয়া ন্যায় ও ধর্ম্মের পরিপন্থী এমনই একটা কাজ করিবেন, সেটা সে বরদাস্ত করিতে পারিতেছিল না। তাই এবারও সে নির্ব্বন্ধের সহিত বলিল—"প্রথমটা ত তাই ভেবেছিলুম, কিন্তু এখন দেখ্‌ছি, ওতে পাপেরই প্রশ্রয় দেওয়া হয়; কাজেই সেদিক্ দিয়ে আমি আর যাচ্ছি না। ভালবাসার খাতিরে অত বড় একটা অন্যায়ের পোষণ ত আমি কত্তে পারব না।"

নিখিলেশ এবার একটু ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিল—"তা হ'লে যা ইচ্ছে করগে।" বলিয়া একটু থামিয়া সেদিকে ললিতমোহনের ভ্রূক্ষেপও

না দেখিতে পাইয়া সে আরও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল—"আমাকেই বা ওর ভেতর জড়াতে আসিস্ কেন? কথা শুন্‌বি না ত ঘাটিয়ে কাজ কি? শেষটা দেখ্‌ছি, আমাদের সঙ্গে শত্রুতা কত্তেও তুই বাকি রাখ্‌বি না।"

ললিতমোহন চমকিয়া উঠিল। সরসী এতক্ষণ ধরিয়া দোরের আড়ালে দাঁড়াইয়া সকল কথাই শুনিতেছিল, এবার ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া বলিল—"এতে ত শত্রুতার কোন কথা নেই ললিতবাবু। আপনি ত ঠিক বল্‌ছেন, চেষ্টা করুন, যে ক'রে হ'ক্, টাকাটা আদায় ক'রে দিতে হবে।"

নিখিলেশ বিস্মিত হইয়া স্তম্ভিতের মত কিছুক্ষণ সরসীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল—"ভেবে কথা কয়ো সরসী, এখন একটা মস্ত বাহাদুরি দেখাচ্ছ, শেষটা কিন্তু পস্তাবে।"

সরসী গম্ভীরভাবে উত্তর করিল—"এতে পস্তাবার আবার কি হ'ল? বাবার যথেষ্ট টাকা রয়েছে, অথচ চক্রান্ত ক'রে তিনি টাকাটা মার্‌বার চেষ্টা কচ্ছেন। এতে যদি কেউ কিছু না বলে ত, তাঁর পাপের পরিমাণই বেড়ে যাবে।"

নিখিলেশ এতক্ষণ ধরিয়া সরসীর কথাই ভাবিতেছিল, হয়ত তাহার কষ্ট হইবে, পিতার অপমানে সেও হয়ত অপমান বোধ করিবে, তাই নিজের মনের মধ্যে যে সামান্য দ্বিধাটুকু ছিল, তদপেক্ষাও দ্বিগুণ উৎসাহে একেবারে দৃঢ় হইয়া ললিতমোহনের কথার প্রতিবাদ করিয়া যাইতেছিল। এখন সরসীর কথায় মাঝখানে বাধা পাইয়া সে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইল। সরসী ললিতমোহনের দিকে দৃষ্টি করিয়া হাসিয়া বলিল,—"যাক্, ও আর ভেবে কি হবে, এবার কিন্তু আপনি বাড়ী থেকে একটা মস্ত কীর্ত্তি রেখে ফিরেছেন।"

[৭]

ললিতমোহন কোন উত্তর করিল না। সরসী নিখিলেশের আর একটু নিকটে গিয়া মৃদুস্পর্শে তাহাকে চমকিত করিয়া দিয়া বলিল—"শুনেছ, ললিতবাবুর কাণ্ডটা ?"

টেবিলের উপর থাকে থাকে সাজান পুথিগুলির মধ্য হইতে একটা পুথি লইয়া পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উল্টাইতে উল্টাইতে অন্যমনস্ক নিখিলেশ অতি অনিচ্ছায় জিজ্ঞাসা করিল—"কি এমন কাজ রে ললিত ?"

ললিতমোহন জবাব দিল না। সরসী হাসিয়া বলিল—"যেমন অদ্ভুত মানুষ, কাজটাও ঠিক তারই মত।"

হাসিটা যেন নিখিলেশের গায়ে মৃদু ভাবে বিঁধিল, সেও একটা আঘাত দিতে চেষ্টা করিয়া বলিল—"এমনই কি কাজ সরসী, যেটা ললিতকে ছাপিয়ে উঠে তোমারও গৌরবের বিষয় হয়েছে।"

কথার ভঙ্গী ও স্বরসংযোগে ললিতমোহন চমকিয়া উঠিল। সরসীও স্বামীর নিকট হইতে আজই নূতন এই প্রকারের আঘাত পাইয়া ব্যথিত ও ভীত হইতেছিল। তথাপি সে ললিতমোহনের মুখ চাহিয়া জোর করিয়াই যেন আঘাতটা নিজ হৃদয়ের মধ্যে পরিপাক করিয়া লইয়া ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল—"কাগজে দেখ্‌লুম, ললিতবাবুদের গ্রামে একটা অগ্নিকাণ্ড হয়ে প্রায় দশপনর ঘর গৃহস্থ সর্ব্বস্বান্ত হয়েছে। ললিতবাবু আগুনের সময় সেখানে উপস্থিত থেকে তারি মধ্য হ'তে এমন অদ্ভুত সাহসে অপোগণ্ড ছেলেমেয়েগুলির উদ্ধার করেছেন যে, বাইরের লোক যারা সে আগুনের কাছ দিয়ে ঘেস্‌তেও পারেনি, তারা এবং যাদের ছেলে মেয়ে তারা পর্য্যন্তও বিস্ময়ে স্তম্ভিত

পড়েছিল। তার পর যতগুলি গৃহস্থের ঘর দোর পুড়েছে, উনি তাদের সবারই একটা বন্দোবস্ত করে দিয়ে তবে বেরিয়েছেন।”

নিখিলেশ আবারও পুস্তকমধ্যেই আপনাকে নিয়োজিত করিয়া অস্ফুটস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—“সত্যি রে ললিত?”

আরও জোর দিয়া সরসী অদম্য উৎসাহভরে আবারও বলিয়া উঠিল—“সত্যি নাত মিথ্যে করে আর কাগজে লিখেছে!”

“তা তারা অমন তিলকে তাল করে লিখে থাকে।” বলিয়া ললিতমোহন খোলা জানালার বাহিরে দৃষ্টি করিয়া তৃণাচ্ছাদিত মাঠের সেই শ্যাম সৌন্দর্য্যে মনোনিবেশ করিল। নিদাঘের সন্ধ্যা মস্ত একটা জড়তা লইয়া আস্তে আস্তে নামিয়া আসিতেছিল। আগতপ্রায় অন্ধকারের আবরণ ভেদ করিয়া ক্ষীণ অস্তগমনোন্মুখ রবিকর সেই শ্যাম সৌন্দর্য্যের মধ্যে একটা ঈষদ্-রক্ত কিরণ মাখাইয়া শেষ বারের মত যেন ম্লান হাসি হাসিতেছিল।

সরসী বাহির হইয়া গিয়া সান্ধ্য প্রদীপহস্তে গৃহে প্রবেশ করিয়া মৃদু স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিল—“বাইরে ত যাহ’ক একটা মস্ত কীর্ত্তি রেখে এলেন, ঘরের খবর কি? দিদি কেমন আছে?”

একটা ক্ষীণ শ্বাস ত্যাগ করিয়া ললিতমোহন কি বলিতে যাইতেছিল, নিখিলেশ মাঝখানে বাধা দিয়া শুষ্ককণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—“হ্যারে, দু’দিনের জন্য বাড়ী গিয়েছিলি কেন?”

ললিতমোহন উদাসভাবে ভাঙ্গা গলায় বলিল,—“কি জানি।” তারপর একটা ঢোক গিলিয়া লইয়া আবারও বলিল,—“আগেত জান্তুম, তুই যাবি, গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত ত সে আশাতেই গেলুম, গিয়ে কিন্তু তোকে না পেয়ে একবার ভাব্‌লুম, সেখান থেকেই ফিরে পড়ি। আবার কি মনে হ’ল, সে... বাড়ী গিয়ে হাজির।”

কথাটা সরসীর প্রাণে বাজিল, সে ললিতমোহনকে সহোদরের অধিক স্নেহ করিত, তাহার কার্য্যে তাহাকে দেবতার অধিক ভক্তি করিত। কেবল প্রিয়ম্বদাকে এতটা তুচ্ছ করিয়া ললিতমোহন যে তাহাকে প্রাণে প্রাণে দারুণ যাতনা দিতেছে, এটাকে সে কোন প্রকারেই ভাল বলিয়া মনে করিতে পারিত না। এবং ইহার জন্য সে ললিতমোহনকে যথেষ্ট অনুযোগ করিত, কটুকথা বলিতেও ছাড়িত না। ললিতমোহনের মুখ হইতে আজও আবার সেই ভাবের কথা শুনিয়া সে উত্তেজিতভাবে বলিল,—"তারপর বন্ধুবিচ্ছেদের মধ্যেই সময়টা কেটে গেল, না!"

অতিপুরাণ এমনই বিশৃঙ্খল অমায়িকতাটা আজ যেন নিখিলেশের কাছে কেমন খাপ খাইতেছিল না। সে এ অবাধ কথোপকথন হইতে মনকে তুলিয়া লইবার জন্য আর একবারের জন্য পুথির পাতার উপর একেবারে ঝুকিয়া পড়িল। ললিতমোহন হাসিয়া বলিল,—"না সরসী, তাও ত হ'য়ে ওঠেনি, দু'দণ্ড পড়ে পড়ে যে, তোমাদের চিন্তা কর্‌ব, এসব ঝঞ্ঝাটে তাও পারি নি।"

নিখিলেশের বুকের ভিতরটা বারেকের জন্য কাঁপিয়া উঠিল। সরসী সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া গাঢ় বিরক্তিপূর্ণস্বরে বলিল,—"ঝঞ্ঝাট ত কম নয় আপনার; আর সেত সঙ্গেরই সঙ্গী। দিদির সঙ্গে দেখা কর্‌বার সময়টাত হয়েছিল?"

ললিতমোহন সরসীর ন্যায্য বিরক্তির ভাবটা লক্ষ্য করিল। সে জানিত, প্রিয়ম্বদার জন্য ইহাদের কাছে এ অনুযোগ তাহার জীবন ভরিয়াই সহ্য করিতে হইবে। সরসী মনে করে, সবাই বুঝি তাহারই মত। সে কার্য্যে উৎসাহ, উৎসাহে আনন্দ, আনন্দে সুখ, সুখে শান্তি, বিপদে বন্ধু, রোগ-শয্যায় জননী, পরিচর্য্যায় দাসী; আর প্রিয়ম্বদা আনন্দে অশান্তি,

উৎপাত, সুখে অন্তরায়—কণ্টক, উৎসাহে বিঘ্ন এমনই একটা কিম্ভূত-কিমাকার! ললিতমোহনের চোখের দুই কোণ আর্দ্র হইয়া উঠিল। রুদ্ধ গলায় সে বলিল,—"অবকাশ ত না হবারই মত, একে এই ঝঞ্ঝাট, তার ও'পর আমার নভেল পড়্‌বার ঝোক্‌টাওত জান, যা সময়টা পেয়েছি, তাতেই কেটে গেছে।"

যে সরসী মুহূর্ত্তপূর্ব্বে ললিতমোহনের কার্য্যগৌরবে আপনাকে পর্য্যন্ত গর্ব্বিত মনে করিতেছিল, এক মুহূর্ত্তে সে যেন একেবারে বদ্‌লাইয়া গিয়া রাগিয়া বলিল,—"ও'র তা'র দু'টা পাঁচটা কাজ ক'রে, আপনি কিন্তু মনে করেন, আপনি একজন বিশ্বপ্রেমিক, না? একটা মানুষ যে আপনারই মুখ চেয়ে পড়ে আছে, তাকে এভাবে উপেক্ষা ক'ত্তে আপনার কি একটু লজ্জা বা সঙ্কোচও হয় না?"

ললিতমোহন ধীরপদে নিখিলেশের আরও নিকট ঘেষিয়া আসিতেই নিখিলেশ উঠিয়া বাহিরে বাহির হইয়া গেল। হতাশ ললিতমোহন অবশের মত চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িয়া চাপা গলায় বলিল,—"বুঝে অনুযোগ কর, সরসী!"

স্বামীর অবস্থাবিপর্য্যয়ে সরসীও ব্যাকুল হইয়া পড়িতেছিল। তাহার মনটাও যেন কেমন এলোমেলো হইয়া উঠিল। তাই সে সমস্ত জানিয়া শুনিয়াও প্রিয়ম্বদার প্রতি ললিতমোহনের এ ব্যবহারটা নিতান্তই গর্হিত মনে করিল। অথচ নিতান্ত নিরুপায় ললিতমোহনের মুখের দিকে চাহিয়া সহসা সে কোন কথা বলিতে পারিল না। সরসীর জবাব না পাইয়া ললিত-মোহন আবারও বলিল,—"উপেক্ষা ত আমি কাউকেও করি না সরসী, [illegible]কে যেমন দেখি, তোমার দিদিকেও ঠিক তেম্‌নি দেখি, তবে আলাদা [illegible] তোমাদের দাবি, তা তাকে দিয়ে উঠ্‌তে পারি না।"

গম্ভীর অথচ বিষণ্ণ চাহনিতে চাহিয়া সরসী জিজ্ঞাসা করিল,—“কারণ ?”

স্ত্রীকে ভালবাসা না বাসার কারণটা যে সকল সময়ে সকলের কাছে খুলিয়া বলা চলে না, তাহা চিন্তা না করিয়া সরসীর এই যুক্তিহীন প্রশ্নে ললিতমোহন মনে মনে না হাসিয়া থাকিতে পারিল না। বিবাহে ললিত-মোহন চিরদিনই বীতস্পৃহ ছিল। নিতান্ত একলাটি থাকা চলে না বলিয়া পাঁচজনের অনুরোধে সে বিবাহ করিল বটে, কিন্তু পাত্রীর রূপগুণের দিকে একবার দৃষ্টিও করিল না। সে মনে করিতেছিল, ভিতরে একজনের মধ্যে আপনাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে গেলে বাহিরে অনেকের অনেক অভাব অপূরণ থাকিয়া যাইবে। সংসার-নির্ব্বাহের জন্য যা তা একটা বিবাহ করিলেই হইল। যখন ললিতমোহনের মনের এই অবস্থা, তখন অনাথা প্রিয়ম্বদার মাতা আসিয়া তাহার হাত দু'খানা ধরিয়া সজলনেত্রে বলিলেন,—“বাবা, আমার মেয়েটাকে বে ক'রে জাত রাখ্‌লে, ভগবান্ তোমার প্রতি প্রসন্ন হবেন।” ললিতমোহন একবাক্যে স্বীকার করিয়া পনর দিনের মধ্যেই বিবাহ করিয়া প্রিয়ম্বদাকে ঘরে লইয়া আসিল। নব বিবাহিতা পত্নীর কোন প্রকার অসুখ অসুবিধা না হয়, সেজন্যও সে বন্দোবস্তের কোন ত্রুটি করিল না। নিজে কিন্তু বাহিরেই রহিয়া গেল। তারপর লীলার নিগ্রহ দেখিয়া মুহূর্ত্তের জন্য তাহার মনে প্রিয়ম্বদার প্রতি একটা সহানুভূতি জাগিয়া উঠিল। ললিতমোহন স্বতঃই ভাবিল, তাহার অনাদরে প্রিয়ম্বদাও হয়ত প্রাণে প্রাণে দারুণ ক্লেশ পাইতেছে। ইহার উপর আবার এখানে সেখানে একাজে সেকাজে সে এমনই ধাক্কা খাইতে আরম্ভ করিল যে, তাহারও যেন একটা আশ্রয় না হইলে নহে। তাপিত শ্রান্ত হৃদয়ে বড় আশায় আশ্বাসিত হইয়া সে বাড়ী ফিরিল, কিন্তু প্রথম দৃষ্টিতে প্রিয়ম্বদার আকৃতিদর্শনে এক পা পিছাইয়া গিয়া হৃদয়ের

আবারও যেমনি দুই পা অগ্রবর্ত্তী হইতে গেল, অমনি অজ্ঞাত কোন্ একটা দারুণ আঘাতে তাহার পা দু'খানা চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেল। বাহিরের মৃদু আঘাতে ব্যথিত হৃদয় লইয়া ললিতমোহন ভিতরে প্রবেশ করিতে যাইতেই দেখিল, প্রিয়ম্বদার হৃদয়মধ্যে তাহার জন্য আসন পাতা থাকিলেও তাহার মুক্ত হৃদয়টাকে টানিয়া আনিয়া বসাইবার মত শক্তি তাহার নাই। বিশেষ করিয়া তাহার পথ এতই দুর্গম যে, সেখানে নিজেকে লইয়া যাইতে চেষ্টা করিয়া কণ্টকের তীব্র আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়া রক্তাক্ত কলেবরে তাহাকে আবারও ফিরিয়া দাঁড়াইতে হইল। প্রিয়ম্বদার হৃদয়ে সদ্‌গুণ, উদারতা ছিল না, তাহা নহে, কিন্তু ললিতমোহনের পক্ষে তাহা শান্তি বা সান্ত্বনার জন্য না হইয়া যেন ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মত তাপপ্রদ বলিয়াই মনে হইত। যাহা ছিল, তাহাই যেন বিকাশবিমুখ, আপনার মধ্যেই আপনি আবদ্ধ, নিজের ভারেই নিজে ব্যস্ত। অবিকশিত কুসুমে বসিয়া লুব্ধ ভ্রমর যেমন শোয়াস্তি পায় না, রসগ্রহণে অসমর্থ হইয়া নিরাশহৃদয়ে ফিরিয়া গিয়া উদ্যানকে উদ্যান ঘুরিয়া বেড়ায়, চারিদিকে রেলিং দিয়া ঘেরা বাড়ীর দ্বারে দাঁড়াইয়া আশ্রয়ান্বেষী পথিক যেমন ব্যাকুলভাবে ইতঃস্ততঃ অন্বেষণ করে, ললিতমোহনও তেমনই বাহিরে এই জনকোলাহল-মুখরিত কার্য্য-জগতে গিয়া আর একবারের জন্য দৃঢ় হইয়া দাঁড়াইল। প্রিয়ম্বদাও সকলই বুঝিতে পারিত, চারিদিক্ হাতড়াইয়া অন্ধের ন্যায় প্রশস্ত কোন উপায় কিন্তু সে সমস্ত বুঝিয়াও খুজিয়া পাইতেছিল না। দরিদ্রের কন্যা রূপহীনা প্রিয়ম্বদা, নিজ হাতে অনাবশ্যক গৃহের কাজগুলি সারিয়া লইতে পারিত, স্বামীর যত্ন পরিচর্য্যা করিতে পারিত, তাহার সুখের জন্য প্রাণ দিতেও কুণ্ঠাবোধ করিত না, কিন্তু স্বামীর ব্যবহারের কথা, কাজের কথা [illegible]তে গেলেই যেন প্রিয়ম্বদার বুক কাঁপিয়া উঠিত, মন কেমন একটা

অজ্ঞাত আশঙ্কার আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিত, সে কোন প্রকারেই স্বামীর কার্য্যে যোগ দিতে পারিত না, স্বামীর কার্য্যের সহায়তা করা পরের কথা, বরং প্রতিকার্য্যেই তাহাকে প্রতিবাদ করিতে হইত। খর রৌদ্রের তাপে বিলের জল শুষ্কপ্রায় হইয়া আসিলে মাছগুলি যেমন ডাঙ্গায় লাফাইয়া পড়িয়া আরও যা দুই চারদিন বাঁচিয়া থাকিতে পারিত, তাহার পথও হারাইয়া বসে, ক্রমশঃ আপন হইতে শুকাইয়া যায়, এ অবস্থায় পতিত অশান্ত ব্যথিতচিত্ত ললিতমোহনও তেমনি একবার ঘরে, একবার বাইরে এমনই করিয়া দিন দিন নিদারুণ তাপে শুকাইয়া আসিতেছিল। তাহার প্রশস্ত বদনের উপর দিয়া এত অল্পকালের মধ্যেই নিরাশার এমন একটা কালরেখাপাত হইয়াছিল, যাহা দেখিয়া প্রতিকারে অসমর্থ প্রিয়ম্বদার হৃদয়ও থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া শিহরিয়া উঠিত। সে একেবারেই পরার্থে উৎসৃষ্ট ললিতমোহনের কথা যেমনই মনে করিত, অমনি তাহাকে ব্যাকুলতা আসিয়া চাপিয়া ধরিত; আর নিতান্ত উপায়হীনার মত সাশ্রুনেত্রে করযোড়ে ভগবান্‌কে ডাকিয়া বলিত,—"ভগবান্ যদি দিয়াছ ত কাড়িয়া লইও না। আমার স্বামীব মত পরিবর্ত্তন করিয়া দাও।" বলিতে বলিতে সত্যই প্রিয়ম্বদা অনেকদিন একাকিনী পড়িয়া পড়িয়া উপাধান সিক্ত করিয়া দিয়াছে। পরক্ষণেই ললিতমোহন গৃহে প্রবেশ করিয়া সিক্ত উপাধানস্পর্শে চমকিত হইয়া আপন বাহুমধ্যে প্রিয়ম্বদার গ্রীবা বেষ্টন করিয়া কত আদরে, কত যত্নে তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া কত কথাই বলিয়াছে। প্রিয়ম্বদা স্বামীর উচ্ছৃঙ্খলতার কথা ভাবিয়া তাঁহারই অনিষ্টের আশঙ্কায় একটা কথারও উত্তর দিতে পারে নাই, আনতমুখে মাটির দিকেই তাকাইয়া রহিয়াছে। স্বামীর মুখের দিকে চাহিতেও সেই তাহার মুখ ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। সে স্বামীর শুষ্ক মু-

দিকে নীরস দৃষ্টিতে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া থাকিয়া তাহার হৃদয়কে যেন আরও ব্যথিত ভারাক্রান্ত করিয়াই তুলিত, কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে গিয়া ক্রুদ্ধ তিরস্কারে তাহাকে বিপর্য্যস্ত করিতেও কুণ্ঠাবোধ করিত না। এই শঙ্কটময় অবস্থার মধ্যে থাকিয়া প্রিয়ম্বদাকে লইয়া ললিতমোহন যে কি যাতনাটা পাইতেছিল, সরসী তাহা ভালরূপ না বুঝিয়া না জানিয়াও বারবারই এ ভাবের অনুযোগ করিত বলিয়া সে আজ আর সরসীর এ কথার কোন জবাব না দিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

ভারী গলায় সরসী বলিল,—"ধরে নিলুম, উপেক্ষা আপনি করেনই না, কিন্তু ভিক্ষুকের মত একমুঠা চালেই বা সে তুষ্ট হ'বে কি করে?"

"ঐটে তুমি বোঝ না সরসী, কিছুই না দিয়ে মুঠা ভরে তুলে নেওয়ার যুগ এটা নয়।" তারপর দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া ললিতমোহন আবারও বলিল,—"সে যে আমার মনের মত হয়ে একটা কাজও ক'ত্তে পারে না, এ আমি তোমায় ঠিকই বলে রাখ্‌ছি। এবারে যখন আমি বলে এলাম, 'যেমনটি এসে ছিলাম, প্রিয়ম্বদা তেমনটিই ফিরে যাচ্ছি, তুমি কিন্তু আমায় একটুও বদ্‌লে দিতে পার্‌লে না।' তখনও সে আমার হয়ে একটা কথা বল্লে না, উল্‌টে আমায় কতগুলি কথাই শুনিয়ে দিলে।"

নিখিলেশ বারাণ্ডায় পাইচারি করিয়া সমস্তই শুনিতেছিল, এবার আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকিয়া ললিতমোহনের হাতখানা হাতের মধ্যে টানিয়া আনিয়া বলিল,—"সুধুই মানুষকে দোষ দিস্‌ নি। যা তুই বলেছিস্‌, শুনেইত তার প্রাণ চম্‌কে গেছে, জবাব আর কি দেবে?"

একটু হাসিয়া ললিতমোহন বলিল,—মিথ্যা ত বলি নি। আর তাই ত শূন্য প্রাণ নিয়ে পথ থেকে এখানে এলুম, দেখি যদি কিছু নে যেতে পারি।"

[৭]

নিস্পন্দ স্তব্ধ নিশীথিনীর যামের পর যাম আপন মনে চলিয়া যাইতেছে। শেলবিদ্ধ মুমূর্ষুর মত সংজ্ঞাহীন সুপ্ত নিশীথিনীর সুগভীর দীর্ঘ যামগুলি বিনিদ্র ললিতমোহনের চোখের উপর বাত্যা-বিক্ষুব্ধা ব্রততীর মত অকারণ-পরিত্যক্তা লীলার ব্যাধি-বিক্ষুব্ধ রোগ পাণ্ডুর শীর্ণ মুখচ্ছবির মৃত্যুবিবর্ণতা টানিয়া আনিয়া তাহার উদ্দাম কর্ত্তব্যকঠোর চিত্তকে একেবারে মুষড়িয়া ধরিয়াছিল। রাহুগ্রস্ত চন্দ্রমার ন্যায় রোগের প্রবল আক্রমণে আক্রান্তা ক্ষীণাঙ্গী লীলার যন্ত্রণাসূচক অব্যক্ত অস্পষ্ট অসম্বদ্ধ প্রলাপ বাক্যগুলি ললিতমোহনের দান্ত একান্তই স্নেহপ্রবণ হৃদয় লক্ষ্য করিয়া অলক্ষ্যে শাণিত তীক্ষ্ণাগ্র তীরের মত ছুটিয়া আসিয়া হৃদয়ের স্তরকে স্তর বিদ্ধ বেদনাতুর করিয়া তুলিতেছিল। খোলা আকাশের গায়ে দীপ্ত চন্দ্রকর তাড়িতালোকে উদ্ভাসিত গৃহে প্রদীপের ক্ষীণ রশ্মির ন্যায় হীনপ্রভ ম্লানিমাজড়িত নক্ষত্র-গুলিকে সমবেদনাকাতররূপে প্রতীয়মান করিয়া অবজ্ঞাভরে যেন লহর তুলিয়া হাসিতেছিল। পক্ষীর পাখার চকিত শব্দ ও শুষ্ক পত্রের দোলানী-জনিত মর্ম্মরতা একত্রে মিশিয়া লীলার বেদনায় ব্যথিত হইয়া করুণ ক্রন্দনের স্বরে সহানুভূতির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াই যেন মধ্যে মধ্যে ললিত-মোহনকে ত্রস্ত, ভীত ও বিপর্য্যস্ত করিয়া দিতেছিল।

সন্তানের মৃত্যুর পর শোকস্তব্ধ মাতার মত এই বিরাট নিস্তব্ধতার মধ্যে গৃহে গৃহে সুখসুপ্ত মানুষের অসতর্ক শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দে প্রকৃতির জাগরণ আশা করিয়া অতিষ্ঠ, অতিমাত্র চঞ্চল ললিতমোহন ভুইংরূমে সময়গুলি ঠেলিয়া দিয়া শত্রুর মত রজনীর অবসান আকাঙ্ক্ষায় একবার বাহিরে আর একবার রোগশয্যায় লীলার অনিয়মিত শ্বাস-

প্রশ্বাসের দিকে সস্পৃহ দৃষ্টিতে তাকাইয়া আপন মনে আপনি আচ্ছন্ন হইয়া উঠিতেছিল। গৃহে গৃহে মানুষ, বৃক্ষের কোটরে, শাখায় বা তলদেশে পশুপক্ষিকীটপতঙ্গ প্রভৃতি যেমনই নিদ্রার ভারে হতচেতন, মৃত্যুশয্যায় লীলা যেন তদপেক্ষাও চেতনাহীনা হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। নিষ্ঠুর প্রকৃতির এই জড়তার সহিত অবসাদগ্রস্তা লীলার সংজ্ঞাহীনতা মিশিয়া পড়িয়া ললিতমোহনকে স্তব্ধ চেতনাবিরহিত অবসন্নপ্রায় করিয়া দিতেছিল। আবার থাকিয়া থাকিয়া কোন্ এক অজ্ঞাত আশার ক্ষীণ রশ্মিপাতে প্রহরিহস্তের দীপালোকে অন্ধকারাচ্ছন্ন কারাগৃহের ন্যায় তাহার হৃদয় একটু উজ্জ্বল, একটু শান্তি ও সান্ত্বনাময় হইয়া পড়িয়া পরমুহূর্ত্তেই পূর্ব্বাবস্থায় উপনীত হইতেছিল।

সহসা পার্শ্বপরিবর্ত্তনের বিফল প্রয়াশ পাইয়া লীলা একেবারেই অস্ফুট-স্বরে কি বলিল, যদিও ললিতমোহন তাহার একবর্ণও বুঝিতে পারিল না, তথাপি বেলাভূমে মরীচিকাভ্রান্ত পিপাসা-ক্ষামকণ্ঠ পথিকের মত সে শব্দেও তাহার হৃদয় বাতাসের আঘাতে উত্তাল জলরাশির ন্যায় চঞ্চল হইয়া উঠিল।

তাপদগ্ধ উৎকর্ণশ্রোত্র ললিতমোহন রৌদ্রতপ্ত কুসুমের মত লাবণ্য-মাত্রাবশিষ্ট লীলার মুখের গোড়ায় মুখ আনিয়া তাহার চেতনার প্রতীক্ষায় নিমেষহীন দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। অর্দ্ধঘণ্টা কাটিয়া গেলে লীলা এবার পূর্ণ জড়িত স্বরে বলিল,—“ওঃ, বড্ড জ্বালা, জল ?”

ললিতমোহন অতিসন্তর্পণে ঝিনুকে করিয়া আস্তে আস্তে লীলার মুখে বিন্দু বিন্দু জল ঢালিয়া দিতেছিল, কষ্টে গলাধঃকরণ করিয়া লীলা চোখ মেলিয়া চাহিল, তাহার হীনপ্রভ, শ্রান্ত, অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি কক্ষটার মধ্যে বারেকের জন্য যেন কাহার খোঁজ করিয়া তখনই আবার নিমীলিত হইল।

সে একটা চাপা শ্বাস ত্যাগ করিয়া ব্যাধিবিকম্পিত বক্ষটাকে আরও কাঁপাইয়া মৃদু কণ্ঠে ডাকিল,—"দাদা ?"

লীলার সেই লক্ষ্যহীন অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টির যাথার্থ্য অনুভব করিতে গিয়া ললিতমোহনের হৃদয় দুঃখস্মৃতির পূর্ণাভিব্যক্তিতে একেবারেই উদ্ভ্রান্ত বিহ্বল হইয়া পড়িল। প্রবল স্রোতের টানে ভাসমান কাষ্ঠখণ্ডকে আটকাইয়া রাখা যেমন অসম্ভব হইয়া পড়ে, তাহার হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত গাঢ় আবেগও তেমনই অনবরুদ্ধ হইয়া উঠিল। বাষ্পাকুলিত চক্ষে ললিতমোহন লীলার কাণের গোড়ায় মুখ লইয়া অতিকষ্টে বলিল,—"লীলা ডাক্‌ছিলে বোন, এখন কেমন বোধ হচ্ছে ?"

লীলা এবার এমনই কাতর হতাশাজড়িত দৃষ্টিতে তাকাইল যে, স্বেচ্ছায় দীপ্যমান বহ্নিতে ঝম্পপ্রদান করিতে গিয়া উত্তাপ-ভীত পতঙ্গের ন্যায় ললিতমোহনের পক্ষে সে দৃষ্টি অসহনীয় বলিয়া মনে হইল। বুক ফাটিয়া কান্না আসিয়া কণ্ঠনালী অতিক্রম করিয়া বাহির হইতেছিল, জ্বালা করিয়া চোখের পাতা আর্দ্র হইয়া আসিল, মত্ত হস্তীর বেগের ন্যায় সে অপ্রতিহত বেগ অবরোধে অসমর্থ ললিতমোহন দ্রুতপদে বাহির হইয়া অজস্র অশ্রু-বিসর্জ্জনে আপনাকে শান্ত করিবার প্রয়াস পাইল।

অবসানপ্রায় রজনীর হিমশীতল বাতাস রজনীগন্ধা যূঁই প্রভৃতি সুগন্ধি পুষ্পের গন্ধ বহিয়া আনিয়া স্নিগ্ধ শীতলতায় ললিতমোহনের উত্তপ্ত বিকৃত-প্রায় মস্তিষ্কটাকে অনেকটা শীতল করিয়া দিল। এক মুহূর্ত্ত সেই গাঢ় রজনীর নিস্তব্ধতা অনুভব করিয়া লইয়া ললিতমোহন বারেকের জন্য উন্মুক্ত সুপ্ত আকাশের পানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া তখনই তাহা নামাইয়া লইল; প্রকৃতির বিশাল বিশ্বভাণ্ডারে সর্ব্বব্যাপ্ত ভগবানের অপার অনন্ত, অফুরন্ত করুণার ছবি, স্বচ্ছ কাচের গায়ে প্রতিকৃতির মত তাহাকে একটা সীমাহীন

শাশ্বত শান্তির পথ দেখাইয়া দিল। অননুভূতপূর্ব্ব আশার আশ্বাসে আনন্দে ও তৃপ্তিতে অমানিশার মতই গাঢ় অন্ধকারাচ্ছন্ন হৃদয়ে কে যেন একটা দীপ্ত আলো জ্বালিয়া তাহার অন্তরাত্মাকে উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর করিয়া তুলিল। অন্নাভাবে জ্বলিতজঠর, শীর্ণ, কঙ্কালসার মানুষ সপরিতোষ ভোজ্যের সম্ভাবনায়, মুমূর্ষু প্রাণলাভের প্রত্যাশায়, নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের মাতা পুত্রের অচির প্রত্যাগমনের সম্ভাবনায়, বন্ধ্যা পুত্রজননোৎসবদর্শনের আকাঙ্ক্ষায়, প্রিয়বিরহবিধুরা পত্নী স্বামিসঙ্গের আশায়, আনন্দে আত্মহারা হইয়া কম্পিত বক্ষটাকে চাপিয়া ধরিয়া যেমন পূর্ণ ঔৎসুক্যে অপেক্ষা করিয়া থাকে, ললিতমোহনও বিশ্বাসের প্রাবল্যে ভগবানের দয়া প্রার্থনা করিয়া ক্ষণেকের জন্য তেমনই অপেক্ষা করিতে লাগিল, আকাশবিলম্বী বৃক্ষগুলির, পত্রপল্লবের, লতাগুল্মের, পশুপক্ষিকীটপতঙ্গ প্রভৃতি প্রাণিমাত্রের এমনই একটা নীরব নিদ্রিত অভিনয়—তাহার চোখের উপর আজ যেন একটা নূতন বিবেকের বিচিত্র চিত্রপট দাঁড় করাইয়া দিয়া তাহাকে বলিয়া দিল, 'যে শক্তি ইহাদিগকে জড়, নিশ্চল করিয়া রাখিয়াছে, সমস্ত পৃথিবীর পার্থিব বস্তুগুলির প্রতি অঙ্গুলীসঙ্কেতে একাধিপত্য করিয়া যাইতেছে, সে শক্তি ভিন্ন সর্ব্বেন্দ্রিয়সম্পন্ন মানুষও অঙ্গহীন বিকলেরই মত এক পা অগ্রসর বা পশ্চাদপসৃত হইবার সামর্থ্য রাখে না। সর্ব্বনিয়ন্তা পাতা জগদীশ্বর যাহা করিবেন, তাহাই হইবে, তাঁহার আজ্ঞা বা ইচ্ছা সমস্ত মানুষের ভালমন্দ ও শুভাশুভের জন্য জাগ্রত রহিয়াছে।' পূর্ণ বিশ্বাসে ভক্তি-উদ্বেল-হৃদয় ললিতমোহন তাড়াতাড়ি গৃহে প্রবেশ করিয়া লীলার মাথায় হাত দিতেই তাহার মনে হইল, ভগবানের আশীর্ব্বাদস্বরূপ এ স্পর্শেই লীলা রোগমুক্ত হইবে।

ললিতমোহনের স্পর্শে চকিতা লীলা নিমীলিতচক্ষে কষ্টের শ্বাস ত্যাগ

করিয়া বলিল,—"ওঃ আর ত পারি না, হা ঈশ্বর, এ সময়েও কি একটি-বার দেখ্‌তে পাই না।"

ভগবান্ লীলার সেই কাতরতাপূর্ণ ডাক শুনিতে পাইলেন কি না ললিতমোহন একবারের জন্যও সে তথ্যের চিন্তা করিল না। তাহার সজাগ বৃত্তিগুলি তখন বিশ্বাসে একেবারে অন্ধ, নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিল, সেই বিশ্বাসের আতিশয্যে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল,—"লীলা! সেরে ওঠ্ বোন, ভগবান্ অবশ্য তোর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর্‌বেন।"

লীলা চীৎকার করিয়া উঠিল, বলিল—"দাদা, আবারও আমায় ঐ আশীর্ব্বাদ কচ্ছ। তোমার পায়ে পড়ে বল্‌ছি, ও কথা আর মুখেও এন না, এক দিনের জন্যেও যদি ছোট বোন বলে আমায় ভালবেসে থাকত, ভগবান্‌কে ডেকে দাও, তিনি আমায় সংসার থেকে দূর করে দিন।"

সেই দুর্ব্বল কণ্ঠস্বরের বিকৃতশব্দে ললিতমোহনের সমস্ত শরীর কাঁটা দিয়া রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। সুপ্ত মানুষ কোন দুর্ঘটনার আকুল আহ্বানে সহসা জাগিয়া উঠিয়া ক্ষণেকের জন্য যেমন আপন কর্ত্তব্য ঠিক করিতে না পারিয়া কেমন একটা কর্ত্তব্যবিমূঢ়তার মধ্যে গিয়া পড়িয়া দমিয়া যায়, অন্ধ একান্ত বিশ্বস্ত ললিতমোহনের হৃদয়ও মুহূর্ত্তের জন্য তেমনি একটা গোলযোগের মধ্যে পড়িয়া দমিয়া গেল। লীলা আবারও বলিয়া উঠিল,—"না মরে এই যে আমি দিন দিন জ্বল্‌ছি, সেত মরার চেয়েও আমার বেশী হচ্ছে দাদা!" একটু থামিয়া শ্রান্ত অবসাদগ্রস্ত দেহটাকে একটু বিশ্রান্তির মধ্যে টানিয়া আনিয়া এবার আরও উত্তেজিত কণ্ঠে সে বলিল—"দাদা, বল ত, কোন্ আশায় তুমি আমায় বাঁচাতে চেষ্টা কচ্ছ; যে কষ্ট আমি পাচ্ছি, যদি নাই জান্তে ত এক কথা ছিল, কিন্তু জেনে শুনে আমায় তুমি আর এ কষ্ট পেতে অনুরোধ কর না; বরং

পায়ের ধূলো দিয়ে আশীর্ব্বাদ কর, মরে আরবারেও যেন তোমার বোন হয়েই জন্মাতে পারি।”

জড়প্রকৃতির মত স্থির অচঞ্চল ললিতমোহন কথাটি বলিতে পারিল না। লীলার রোগশীর্ণ শরীর উত্তেজনায় থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। ঊষার প্রথম আলোকপাতে দিক্‌সকল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল, প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে সেই গৃহখানা জনকোলাহল-মুখরিত হইয়া উঠিতে না উঠিতেই পুনর্ব্বারও লীলা চেতনা হারাইয়া তাহাকে দ্বিগুণ স্তব্ধতার মধ্যে টানিয়া আনিল।

কয়েকদিন পরে আজ লীলা অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া ধীরে ধীরে বলিল—“দাদা বলত, কি হলে শীগ্‌গির মরা যায়—”

ললিতমোহন বাধা দিয়া বলিল,—“আবার ও কথা কেন বোন? সেরে ওঠ, মরণের আকাঙ্ক্ষা কল্লেও যে পাপ হয়।”

ক্রোধপরিপূর্ণ অথচ কারুণ্যবিজড়িত, তৃষ্ণামুখরিত, অথচ শঙ্কিত দৃষ্টিতে ললিতমোহনের দিকে চাহিয়া লইয়া লীলা বলিল—“পাপপুণ্য বলেত কিছু নেই দাদা। যদি থাক্‌তই, তবে এই যে জীবনভরে মরারও বেশী কষ্ট পাচ্ছি, তেমন কোন পাপ ত করেছি বলে মনে হচ্ছে না।”

ললিতমোহন তৃষ্ণার্ত্তের মত হাঁ করিয়া লীলার কথাগুলি গিলিতেছিল। লীলা বড় রকমের একটা ঢোক গিলিয়া লইয়া বলিল—“সেত পরের কথা, মরণ সেত হল না, যদিও জান্‌ছি, বেঁচে থেকে তোমাদের কষ্টের কারণই হচ্ছি, তা বলে ইচ্ছা কল্লেই ত আর মরা যায় না।”—বলিয়া লীলা মধ্যপথেই থামিয়া গেল। সহসা কোন্ দুঃস্মৃতির কথা মনে করিতে গিয়া আবারও তাহার চুলের গোড়া হইতে পায়ের নখ পর্য্যন্ত ঝাঁকানি দিয়া কাঁপিয়া উঠিল। তখনকার মত আপন্

বক্তব্যটা ভুলিয়া গিয়া লীলা কম্পিতকণ্ঠে বলিল—"দাদা বল ত কি করি।"

"কেন বোন কি হয়েছে?" বলিয়া জিজ্ঞাসুনেত্রে ললিতমোহন লীলার দিকে চাহিয়া রহিল।

মেঘস্তিমিত ম্লান রৌদ্রের আভাটা লীলার শুষ্ক মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল। লীলার অবসাদে সে যেন এবার আরও অবসন্ন হইয়া পড়িয়া নিরুপায়ের মত মেঘের মধ্যে ডুবিয়া যাইতে চাহিল। লীলা অতিকষ্টে তুল্যাবস্থ সেই রৌদ্র হইতে মুখখানা টানিয়া লইয়া দুঃখের সহিত বলিল—"না, মরণ ত হল না।"

ললিতমোহন লীলাকে প্রবোধ দিয়া আস্তে আস্তে ওষুধের গ্লাসটা মুখের কাছে ধরিয়া বলিল—"লীলা, ওষুধটা খা ত বোন?"

এত কষ্টের মধ্যেও মৃত্যুর জন্য উন্মুখ হইয়াও এতদিন লীলার যেন মরিতে ভয় হইত, আজ কিন্তু বিপরীতভাবে বাচিবার কথা ভাবিতেই তাহার শরীর কাঁটা দিয়া রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতেছিল। লীলা যেন কেমন একরকমের হইয়া পড়িয়া বিকৃতকণ্ঠে বলিল,—"না আরত আমি ওষুধ খাব না।"

বিস্মিত ললিতমোহন লীলার চোখমুখের অবস্থা দেখিয়া ভীত হইয়া বলিল,—"সে কি? ওষুধ খাবে না লীলা?"

লীলা গাঢ়স্বরে বলিল—"আমার মরণ নেই, ওষুধ না খেয়েও আমি ঠিক সেরে উঠ্‌ব, তুমি তা দেখ। তা বলে সাধ করে বাঁচ্‌বার জন্যে ওষুধ খাব, সে কোন্ আশায় দাদা?"

সহসা একটা বিকট শব্দ করিয়া মেঘটা নামিয়া আসিল। ঝুপঝাপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। গৃহপ্রবিষ্ট সেই প্রভাত-রৌদ্রটুকু লীলার

নিকট হইতে বিন্দুমাত্র সহানুভূতি না পাইয়া ক্রোধবশেই যেন মুহূর্ত্তমধ্যে মেঘের কোলে অন্তর্হিত হইয়া পড়িয়া পূর্ণ আড়ম্বরে গৃহখানা অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া দিল। ললিতমোহন স্নেহস্পর্শে লীলার হাতখানা হাতের মধ্যে টানিয়া আনিয়া বলিল,—"তোর এ কষ্ট দেখে আমার মনে কি হচ্ছে, বুঝ্‌তে পাচ্ছিস ত লীলা ?"

"সব বুঝ্‌ছি দাদা, কিন্তু কি কর্‌ব, উপায় ত নেই।" বলিয়া লীলা বালিশের মধ্যে মুখ লুকাইল।

"আমার কথা রাখ্, ওষুধটা খা, এবারটী সেরে ওঠ্, আমি বল্‌ছি, মানুষের চিরদিন সমান যায় না, তোরও যাবে না।"

কটাথা ললিতমোহন এমনই জোর দিয়া বলিল যে, তাহার কার্য্যে একান্ত বিশ্বাসযুক্তা লীলার মনে সন্দেহের বা ভীতির কণামাত্র রহিল না, বিশেষ করিয়া আর তর্ক করিবার শক্তিও তাহার ছিল না। সে এই গাঢ় মেঘের পরিমাণ দুরদৃষ্ট ভোগ করিতে প্রস্তুত হইয়া গ্লাসের ওষুধটা একচুমুকে গলাধঃকরণ করিয়া ফেলিল।

[৮]

চৈত্রের পরিণত রবিকর দিগন্তব্যাপী পৃথিবীর পরিধিটাকে গ্রাস করিয়া ধরিয়া একটা বিরাট জ্বালার সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছে। স্নিগ্ধ মধুর কোকিলশব্দও যেমন বিরহতাপদগ্ধা যুবতীকে তীব্র জ্বালা প্রদান করে,' চিরশীতল বাতাসটাও আজ এই জ্বলন্ত রৌদ্রের সঙ্গে মিশিয়া পড়িয়া তেমনই মানুষমাত্রের জ্বলন্ত দাহের কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। সরসী ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া একটা শীতলপাটীর উপর পড়িয়া অন্যমনস্কভাবে কি একখানা পুস্তকের পাতা উল্‌টাইয়া যাইতে-

ছিল। আর নিখিলেশের অনুপস্থিতিতে কেমন একরকমের উদাসভাবে তাহার প্রাণটা শূন্য শূন্য বোধ হইতেছিল।

বাহির হইতে ললিতমোহন ডাকিল—"নিখিল!"

চির-পরিচিত স্বর শুনিয়া সরসী সত্বরপদে দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দৃষ্টি করিতেই তাহার হর্ষপ্রফুল্ল মুখখানা অবসাদগ্রস্তের মত ঈষৎ মলিন হইয়া উঠিল। সদ্যঃস্নাত ব্যক্তির মত ললিতমোহনের সর্ব্বাঙ্গ স্বেদার্দ্র, এই অসহনীয় রৌদ্রের মধ্যেও মাথায় ছাতা নাই। দুর্ভিক্ষ-পীড়িত দেশ হইতে অচিরপ্রত্যাগত মানুষের মত চক্ষু কোটর-প্রবিষ্ট; অন্নাভাবের প্রকৃষ্ট প্রমাণ দেখাইবার জন্য গলার হাড় কয়খানা চামড়ার আচ্ছাদনে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে অবাধ্য হইয়াই যেন উঁচু হইয়া জাগিয়া উঠিয়াছে। রৌদ্রের প্রচণ্ডতাপে রক্তাভ মুখখানা একবারে লাল হইয়া গিয়াছে। কপোলদেশে সঞ্চিত অজস্র ঘাম ফোঁটার আকারে পরিণত হইয়া টস্ টস্ করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছিল। সরসী বিস্ময়ব্যাকুল ভাবে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিল,—"এ অসময়ে আপনি কোত্থেকে?"

ললিতমোহন সে কথার জবাব না দিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"নিখিল কৈ সরসী?"

"কি কাজে বাইরে গেছেন।" বলিয়া সরসী ললিতমোহনের গায়ে হাতপাখায় বাতাস করিতে লাগিল। ললিতমোহন আপনাকে অনেকটা সুস্থ বোধ করিয়া অন্যমনস্কভাবে বলিল—"এই রোদ, মানুষ ঘর থেকে বেরুতে পারে না, আর নিখিলের এমন কি কাজ জুটল যে, সে এর ভেতর বাড়ী ছেড়ে বাইরে গেছে?"

নিজের কার্য্যের প্রতি একেবারেই দৃষ্টি না করিয়া ললিতমোহনের কথাটায় সরসীর মুখের গোড়ায় একটা চাপা হাসি আপনা হইতে সাড়া

দিয়া জাগিয়া উঠিল। সে হাসিয়া বলিল—“রোদের ভয়ে আপনি কিন্তু ভালমানুষটীর মত ঘর ছেড়ে এক পাও নড়েন নি!”

ললিতমোহন অপ্রতিভ ও লজ্জিত হইয়া পড়িল। সরসীর কথার জবাব দিতে গিয়া সে একটু হাসিল মাত্র। সরসী সে চাপা হাসির অর্থ মনে মনে বুঝিয়া লইয়া বলিল—“তা যাক, কিন্তু দিন দিন যে শরীরটাকে এমনই শেষ কচ্ছেন, এতে কি লাভ হচ্ছে বলুনত?”

ম্লান হাসি হাসিয়া ললিতমোহন উত্তর করিল—“বেঁচে থেকেও সংসারে যাদের কোনই প্রয়োজন নেই, তাদের শরীরের জন্য তোমার মত আর কেউ ভাবে কি না, তাওত জানি না।”

সরসী গম্ভীর হইয়া বলিল—“ভাবে কি না, সে আপনি জানেন না,—আমি জানি। যে বুঝবেই না, তাকে বোঝানও বড় শক্ত, কথায়ই বলে ‘ঘুমুলে মানুষকে জাগান যায়, কিন্তু জেগে থেকে যে ঘুমের ভাণ করে, তাকেত জাগান যায় না।’ সে যাক, উঠুন, হাতমুখ ধোবেন চলুন। এখনও হয়ত জলটুকু মুখে দেন নি।”

ললিতমোহন একটা হাঁই ত্যাগ করিয়া শরীরের গ্লানি অনেকটা লাঘব করিয়া লইয়া বলিল—“শরীর ভাল নেই, তাই ত এখানে এয়েছি। এবেলা কিছু খাবও না। ভাল্লি জন্যে তোমায় ব্যস্ত হতে হবে না, বাতাস কচ্ছিলে তাই কর, এই ঠাণ্ডা বাতাসে পড়ে পড়ে একটু ঘুমোই। নিখিল এলে আমায় ডেকে দিও।”

কথাটার সবখানি শেষ না হইতেই নিখিলেশ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তদবস্থ ললিতমোহনকে দেখিয়া বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল—“কি রে কখন এলি, এদ্দিন যে কোন খবরও পাইনি, ছিলি কোথায়?”

সরসী তাড়াতাড়ি উঠিয়া স্বামীর পায়ের জুতা ও গায়ের জামাটা

খুলিয়া রাখিয়া হাতের পাখাটা জোরে চালাইয়া কি বলিতে যাইতেছিল। ললিতমোহন নিখিলেশকে টানিয়া বসাইয়া লইয়া বলিল—“খবর পাস্ নি, এমন কথা বলিস না, আমি যে সময় পেলেই তোদের চিঠি লিখেছি।”

“কৈ আমিত তোর কাছ থেকে ছ’মাসের মধ্যে কোন চিঠি পাইনি, কেমন সরসী, পেয়েছ কোন চিঠি ?”

সরসী হাসিয়া বলিল—“কৈ না, আর চিঠি যে পাবেই, উনিত তাও বলেন নি। সময় পেলেই লিখেছেন, তার মানে ওঁর হয়ত এ ছ’মাস সময়ই হয়নি।”

বেলা পড়িয়া আসিলে নিখিলেশ জামাজুতা পরিয়া বাহির হইবার উদ্যোগ করিতেছিল। সরসী বাধা দিয়া বলিল—“আজ নেই বা গেলে, বড়দা ত কদ্দিন এখানে এসেছেন; এর মধ্যে একটি দিনও আমাদের এখানে আস্তে পারেন নি। ললিতবাবু যেতে বারণ কচ্ছেন, আজকার বিকেল বেলাটা না হয় ওঁর কৃষ্ণগঞ্জের কাহিনীই শুন্বে।”

নিখিলেশ ব্যস্তভাবে বলিল—“না না, সে কি হয়, বিভূতিবাবু না হয় নানা কাজে আস্তেই পারেন নি, তা বলে আমায় রোজ যাবার জন্যে কত অনুরোধ করেছেন। না গেলে তিনি মহা অসন্তুষ্ট হবেন।”

ললিতমোহন গম্ভীরমুখে হাসিয়া বলিল—“ওকথা ওকে বল না সরসী ? তোমাদের জোর কপাল, শ্বশুরবাড়ীর নামটি শুন্লে নিখিল কিন্তু আর স্থির থাকৃতে পারে না।”

সরসীও হাসিয়া বলিল—“সে আপনার সত্যি কথা। তা বলে এতটা কিছু নয়। বড়দা এয়েছেন জমিদারীর তত্ত্বতল্লাস কত্তে; তা বলে আর কি এমুখ হতে নেই। উনি এমনইবা কি দায়ে পড়েছেন যে, রোজ হাজিরা দিতে যাবেন।”

নিখিলেশ গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছিল। এটা স্বীকার করিতে সেও নারাজ নহে যে, সে শ্বশুর বাড়ীর সঙ্গে একটু বেশী বাধ্যবাধকতা রাখিতে চাহে। তাহার যেন স্বতঃই মনে হইত, শ্বশুরশাশুড়ী বা তাঁহাদের বাড়ীর অপর যে কেহ তাহাদের মত আপনার লোক পৃথিবীতে কমই আছে। বিশেষ করিয়া ধনী শ্বশুরের সহিত কোন বিষয়ে মানমর্য্যাদা প্রভৃতির বিচার বা বিবেচনা করিতে গিয়া যদি শেষটা কোন প্রকারের মনোমালিন্যই ঘটে, এ ভয়ে সে সেদিক্ যাওয়া সঙ্গতই মনে করিত না। বিবাহের পর হইতেই বিলাসপুষ্ট নিখিলেশ বিলাসের অনুকূল শ্বশুরবাড়ীর প্রতি একটা একটানা স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়াছিল। সরসী এতটা পছন্দ করিত না। সে স্বামীর মানমর্য্যাদার প্রতি নিজের বিবেককে সজাগ রাখিবার জন্য নিয়তই চেষ্টা করিত। ললিতমোহন নিখিলেশের এই দুর্ব্বলতা উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিত, বাধ্য হইয়া কাজের খাতিরে কোন দিন তীক্ষ্ণ কটাক্ষ করিতেও ছাড়িত না।

নিখিলেশ ললিতমোহনের কথার উত্তরে একটু ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল— "তা তাঁদের নামে তোরই বা এত জ্বালা কেন, তুই কিন্তু মনে করিস, তাঁরা মানুষই নন।"

ললিতমোহন এবারও হাসিয়া বলিল—"ঐ দেখ্, কি যে বল্‌ছিস্, যেন জ্ঞানই নেই। ও-ভাবের খারাপ ধারণা ত আমার কারুর প্রতি নেই যে, তাঁদের অমন ভাব্‌তে যাব! তবে কথা এই, যা রয় সয় তাই ভাল। মানুষকে ত সব দিক্ সাম্‌লিয়ে কাজ কত্তে হবে। সে যাক, তোকে কিন্তু আমার একটা কাজ কত্তে হবে।"

নিখিলেশ উৎসুকভাবে চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িয়া ললিত-মোহনের কথাটার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

৪৯/

ললিতমোহন বলিল—"এবারে কৃষ্ণগঞ্জে যা দেখে এলুম, তা ত বলেছি। এই যে মহামারী, আমি কিন্তু তার কারণ দেখ্‌লুম, এক জলের অভাব। একটা গ্রামের মধ্যে এমন জল নেই, যে জল মুখে তোলা যায়, তাই সে গ্রামে একটা পুকুর কাট্‌বার চেষ্টা কচ্ছি, কিন্তু যে জায়গায় পুকুর কল্লে সাধারণের উপকার হতে পারে, তেমন জায়গা এক জনের হয়ে ওঠে না। তিন চার জন লোক কিছু কিছু ক্ষতিস্বীকার কল্লে তবে হতে পারে।"

সরসী পূর্ণ উৎসাহে বলিল—"তা হলে ত আরও সুবিধে, একজনের হলে অনেক ক্ষতি হত, সে স্বীকার কত্ত কি না তাও বলা যায় না। পাঁচ-জনের মধ্যে যখন পড়েছে, তখন সকলেই সাধারণ ক্ষতিস্বীকার করে, এমন একটা মহৎকাজ কত্তে বাধা জন্মাবে, সে কখনও হতে পারে না।"

ললিতমোহন গাঢ় স্বরে বলিল—"না সরসী, সে ভেব না। একজনের হলে হয় ত সোজা হ'ত। বিশেষ করে তোমাদের কতক যায়গা তাতে পড়েছে। তোমার দাদা তা ছেড়ে দিতে একেবারেই নারাজ। আমি এত করে বল্লুম, তা ত শুন্‌লেনই না, উচিত টাকা পেয়েও দিতে চাচ্ছেন না। তাই বল্‌ছিলাম, নিখিল যদি বিভূতিবাবুকে একটু অনুরোধ করে ত কাজটা হয়ে যায়।"

নিখিল সহজ গলায় বলিল—"আমি তা কি করে পারি। তাঁদের যায়গা, ক্ষতিবৃদ্ধি সুবিধাঅসুবিধা না জেনে আমি ত এমন অন্যায় অনুরোধ কত্তে পার্‌ব না।"

বিস্মিত ললিতমোহন তাড়াতাড়ি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া বলিল—"অন্যায় ?"

"যার ন্যায়অন্যায়ের ধারণা আমার নেই, সে সম্বন্ধে তাঁদের মতের বিরুদ্ধে অনুরোধ করা অন্যায় বৈ কি ?"

ললিতমোহন এবার স্বর খাট করিয়া লইয়া বলিল—"সে যাই হ'ক, আমার অনুরোধে অন্ততঃ তোকে এ কাজ কত্তে হচ্ছে।"

নিখিলেশ বলিল,—"দেখ দেখি, এ অন্যায় অনুরোধ কি করে করি, না ভাই, আমি ত তা পার্‌ব না।"

"পার্‌বি না, সে আগেই জানি। আমি দেখ্‌ছি, তুই দিন দিন একেবারে গোল্লায় যাচ্ছিস্‌। তাঁরা সকল কাজেই এমন আচরণ কর্‌বেন, যা মানুষের চাম্‌ড়া নিয়ে সহ্য করা চলে না। আর তুই তার প্রশ্রয় দিবি" বলিয়া ললিতমোহন বিরক্তভাবে ঘরের মধ্যে পাইচারি করিতে লাগিল।

নিখিলেশ বিরক্তি বা অনুরক্তির কোন লক্ষণই প্রকাশ না করিয়া সহজ শান্ত গলায় আবারও বলিল,—"এটা কিন্তু তোরও একটা মস্ত দোষ, যা তুই ভাল মনে করিস্‌, আর কেউ যদি সেটাকে পছন্দ না করে ত, সেই গোল্লায় যাবে! এমন স্বপ্রাধান্যত চিরকাল চলে না।"

সরসী এতক্ষণ নীরবেই ছিল, এখন কথাটা একটু বাড়াবাড়ীর মধ্যে যাইতেছে দেখিয়া নম্র গলায় বলিল,—"ললিতবাবু, আপনি এর জন্যে ভাব্‌বেন না। আমিই না হয় বাবাকে অনুরোধ কর্‌বথ'ন।"

নিখিলেশ তাড়াতাড়ি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িয়া গম্ভীরকণ্ঠে বলিল, —"না সরসী, তুমি কিন্তু ওর মধ্যে যেয়ো না বল্‌ছি। ও যে তাঁদের একটা মানুষ বলেই মনে করে না, এটাও কি তুমি দেখ্‌তে পাচ্ছ না।"

সরসী অস্ফুটস্বরে বলিল,—"অন্যায় কল্লে বল্‌বেন, তার আটকই বা কি করে কর্‌ব।"

নিখিলেশ চোখ ঘুরাইয়া ভ্রূকুটি করিয়া ডাকিল,—"সরসী?"

সরসী মাথা নীচু করিয়া রহিল। ললিতমোহন ভীত হইয়া নিখিলেশের

হাতখানা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল,—"মাপ কর ভাই, সরসীকে কোন অনুরোধ কত্তে হবে না। এ অপ্রিয় বিষয়ের অবতারণা করে দেখ্‌ছি আমিই অন্যায় করেছি।"

[৯]

"কেন এমন হয় বল ত?"

"কি করে বল্‌ব ভাই, আমি ত অনেক ভেবেও আজ পর্য্যন্ত কোন পথ খুঁজে পাচ্ছি না। মনকে কত করে বোঝাচ্ছি, কৈ কিছুতেই সে ত বুঝমান্‌তে চাইছে না। কতবার ভাবি, যা তাঁর ইচ্ছে করুন, সর্ব্বস্ব যাচ্ছে যাক, আমার তাতে কি? আমি ত ভেসে যাচ্ছিলাম, তুলে নিয়ে যে পায়ে স্থান দিয়েছেন, তাই ঢের। আবার ভাবনা উল্‌টে যায়, তাঁর ত আর কেউ নেই, মা নেই, বাপ নেই,—একটি বোন বা ভাইও নেই যে, ভাব্‌বে,—বল্‌বে। আমি যদি না দেখি ত উপায় কি। ঐ শীর্ণ শরীর, ম্লান বিষণ্ণ মুখের প্রতি তাকালেই প্রাণ আমার আশঙ্কায় আকুল হ'য়ে ওঠে, মনের বাধ ভেঙ্গে যায়, আপনাকে ঠিক রাখ্‌তে পারি না। কেবলই ভাবি, এত উচ্ছৃঙ্খল বলেই ত দিন দিন এমন হয়ে যাচ্ছেন।" সরসীর কথার উত্তরে প্রিয়ম্বদা এই কথাকয়টি বলিয়া রুদ্ধ অশ্রুতে ব্যাকুল হইয়া বাম হাতে সরসীর হাতখানা জড়াইয়া ধরিয়া বোকা মেয়েটির মত তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

বৃক্ষের আশ্রয় না পাইয়া লতা যেমন ঘাতে-প্রতিঘাতে আপন সত্তাটা হারাইতে গিয়া সমীপবর্ত্তী কোন লতাকেই জড়াইয়া ধরে, আশ্রয়হীনা প্রিয়ম্বদাও সুখদুঃখ-সঙ্গিনী সরসীকে সম্মুখে পাইয়া তেমনই জড়াইয়া ধরিয়া বাপী-সোপানে বসিয়া তাহার ব্যথাভরা প্রাণের কথাগুলি খুলিয়া বলিতে-

ছিল। বর্ষায় উচ্ছ্বসিত ঘননীল বাপীজল নিজের গর্ব্বে নিজেই ফুলিয়া ফুলিয়া কূল প্লাবিত করিয়া আপনার মধ্যে সোপানের শ্বেত-প্রস্তরগুলির প্রতিবিম্ব ফুটাইয়া তুলিতেছিল। স্বচ্ছ জলটা থাকিয়া থাকিয়া বায়ুর মৃদুমন্দ আঘাতে হেলিয়া দুলিয়া আপন বক্ষটাকে তরঙ্গের ঈষৎ কম্পনে কাঁপাইয়া শ্যামাঙ্গী-রমণীদ্বয়ের আল্‌তামাখা রাঙাপায়ের তলায় আছাড় খাইয়া গড়াইয়া পড়িয়া আত্মাভিমানের জন্য যেন পরিহার মাগিয়া লইতেছিল; আর স্বীয় পূর্ণ-যৌবনের নিকট যুবতীদ্বয়ের যৌবনের তেজকে খর্ব্ব করিতে গিয়া অবহেলার বক্র ইঙ্গিতে মৃদুমন্দ হাসিতেছিল।

সরসী নিজের বুকের উপর প্রিয়ম্বদার মাথাটি টানিয়া আনিয়া স্নেহ-পরিপূর্ণ স্বরে বলিল,—"কেন অত ভাব দিদি, মেয়েমানুষের কাজ, ওদের যত্ন-পরিচর্য্যা করা, যাতে সুখে থাকেন, তাই কর্‌বে। ললিতবাবু যখন ঐ রকমের রকমারি কাজ কত্তে ভালবাসেন, তখন ওতে বাধা নেইবা দিলে। দেখ্‌তে ত পাচ্ছ, বাধা দিয়ে দিন দিন অনিষ্টই হচ্ছে, বরং উনি যা ভালবাসেন, তাই করে মনটা ফিরিয়ে নিতে পার ত, আপন থেকেই সব সুধ্‌রে যাবে।"

"সে ত আমিও অনেকবার মনে করিছি ভাই, কিন্তু কেন জানি না, কাজের বেলা সব ভাব্‌নাই ঘুরে যায়। শুধু টাকা নিয়েই কথা হ'ত ত, ভেবেছিলুম, আর কথাটি কৈব না, যাচ্ছে সর্ব্বস্ব যাক্, দোরে দোরে ঘুরে ভিক্ষা করেও ত দু'টা পেট চল্‌বে! কিন্তু দিদি, শরীরের প্রতি যে মোটেই দৃষ্টি কর্‌বেন না, এ ত আমি প্রাণ ধরে সইতে পারি না। আমাকে অবজ্ঞা করেন, ঘৃণা করেন, করুন,—তা'বলে নিজের শরীরটা এমনি শেষ কচ্ছেন কেন বল ত?" বলিয়া প্রিয়ম্বদা কাপড়ের আঁচলে উচ্ছ্বসিত অশ্রু মুছিল। মুখে যাহাই বলুক; স্বামীর অবজ্ঞা, ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য যে দিন দিন বৃশ্চিক-

দংশনের তীব্র জ্বালায় তাহার হৃদয়ের গোপনীয়তম প্রদেশকে দগ্ধ করিতেছিল, তাহা সরসী স্ত্রী-হৃদয় লইয়া সহজেই বুঝিল, সাবধানে প্রিয়ম্বদার চোখ মুছাইয়া দিয়া সান্ত্বনা করিয়া বলিল,—"ছিঃ দিদি, কাঁদ্‌ছ, কেঁদে কি হবে বল ত? যে ভাবে যেমন করে এদ্দিন স্বামীর সেবা করে যাচ্ছিলে তাই কর। একদিন তাঁর স্বভাব ফির্‌বেই; তিনি সব বুঝ্‌বেন।"

বুক হইতে মুখ তুলিয়া প্রিয়ম্বদা হতাশার স্বরে বলিল,—"না দিদি, সে আশা আমার নেই। কদ্দিন কোথায় গেছেন, একটা সংবাদও যদি পাওয়া যেত ত এতটা ভাব্‌তে হত না! এমনই নিরুদ্দিষ্ট হয়ে থাক্‌লে কি করে ঘরে থাকি বল দিকি?"

বিস্মিতা সরসী জিজ্ঞাসা করিল,—"কোথায় গেছেন, তাও বলে জাননি! তুমিও ত জিজ্ঞেস কত্তে পাত্তে!"

"বলে আর কবে কোথায় যান, তাতে ত তাঁরও বড় দোষ নেই। যাঁর যাওয়ার স্থানের ঠিক থাকে না, সে বলেই বা যায় কি করে। আর জিজ্ঞেস কর্‌বার কথা যা বল্‌ছিলে, অতটা ত আমার ভাগ্যে কখনও ঘটে ওঠে না। কোথাও যে যাবেন, তা কি আর আমি জানি, যে জিজ্ঞেস কত্তে যাব।"

পুকুরের পরপারে ঠিক কুঞ্জটির মত লতাজালজড়িত একটা নলের ঝোপ হইতে সহসা একটা পেচক চীৎকারের স্বরে ডাকিয়া উঠিল। বর্ষার জলে ভাসা অলস পল্লী সে স্বরে সজাগ হইয়া কানায় কানায় প্লাবিত জল হইতে ক্ষুদ্র খড়ের ঘরের মাটির ভিটাগুলি রক্ষা করিবার জন্য যেন ত্রস্তব্যস্ত হইয়া পড়িল। বারআনা নিমজ্জিত শাখাবহুল বৃক্ষগুলি হাঁটু গাড়িয়া পড়িয়া জলটাকে একটু দূরে সরিয়া যাইবার জন্য মিনতি জানাইতেছিল, আর তাহাদের শাখাগুলির অগ্রভাগ ঘনসন্নিবিষ্ট পত্রপল্লবের সহিত জলের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অচিরপ্রস্থিত দুঃসহ গ্রীষ্মের দগ্ধ দাহটাকে আদর করিয়া

লইতেছিল। শান্ত প্রকৃতির শান্তি নষ্ট করিয়া মাঝে মাঝে পাড়ার পান্‌সী নৌকাগুলি বাহকের হস্তচালিত বাহনীর আঘাতে ঠন্ ঠন্ শব্দ করিয়া সমস্ত পাড়াটাকে সতর্ক জাগ্রত করিয়া দিয়া একবার এদিক্ আবার ওদিক্ চলিয়া যাইতেছে। বেলা বাড়িয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে বর্ষার স্নিগ্ধ নব রবিকর গাছের মাথা হইতে ক্রমশঃ নামিয়া আসিয়া অলক্তকরাগরঞ্জিত রমণীদ্বয়ের পায়ের তলায় লুটাইয়া পড়িয়া নিজের জন্য যেন ঐ গাঢ় রক্ত রাগটা মাগিয়া লইতেছিল। রৌদ্রস্পর্শে সহসা প্রবুদ্ধের মত তাড়াতাড়ি উঠিয়া প্রিয়ম্বদা বলিল,—"ওঃ, বড্ড বেলা হ'য়ে যাচ্ছে, চল ঘরে যাই।"

সরসী কি বলিতে যাইতেছিল, তাহার মুখের কথা মুখেই রহিল। ঝি বামীর মা ঝড়ের মত দৌড়িয়া আসিয়া বলিল—"মা এখানে বসে তোমরা বুঝি গপ্প কচ্ছ, বাবুর যে অসুখ করেছে।"

সরসী ও প্রিয়ম্বদা সত্বরপদে গৃহে প্রবেশ করিয়া ললিতমোহনের আকৃতিদর্শনে ভয়ে ও বিস্ময়ে একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। প্রিয়ম্বদা অতিকষ্টে কান্না চাপিয়া রাখিয়া ললিতমোহনের পায়ের গোড়ায় ঠিক কাঠের পুতুলটির মত বসিয়া পড়িল।

সরসী বেদনার ভাব প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি অসুখ করেছে আপনার ?"

ললিতমোহন সে কথায় লক্ষ্য না করিয়া প্রিয়ম্বদার বিষণ্ণ মুখের উপর তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্ব্বক বলিল—"সরসী, মাথাটা একটু টিপে দাও ত, ওঃ বড্ড কামড়াচ্ছে।"

প্রিয়ম্বদার নড়িবার শক্তি ছিল না, স্বামীর নেড়া মাথা, কোটর-প্রবিষ্ট চক্ষু, মলিন মুখ, শ্রীহীন শীর্ণ শরীরের প্রতি দৃষ্টি করিয়া তাহার বাকৃশক্তির সহিত সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি যেন অসাড় অকর্ম্মণ্য হইয়া

পড়িয়াছিল। সরসী ললিতমোহনের মাথায় হাত দিয়া স্নেহপরিপূর্ণস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"বেশী কিছু অসুখ করেনি ত, ডাক্তার ডেকে পাঠাব ?"

মৃদু হাসিয়া ললিতমোহন বলিল—"না সরসী, কিছু হয় নি, তোমরা ব্যস্ত হ'য়ো না। ক'দিন একটু জ্বর হচ্ছিল, তার ও'পর আবার বড্ড খাটতে হয়েছে, তাই শরীরটা দুর্ব্বল ঠেক্‌ছে।"

জোঁক যেমন মানুষের পূর্ণ অনিচ্ছা ও যত্নকে অবহেলা করিয়া গায়ে লাগিয়া শরীরের রক্ত টানিয়া আনিয়া ঘায়ের মুখে দাঁড় করাইয়া দেয়, আর পথ পাইয়া রক্ত যেমন আপনি বাহির হইয়া পড়ে, এই কথাটাও ঠিক সেইরূপ প্রিয়ম্বদার শুভাকাঙ্ক্ষাপূর্ণ বিরক্তির ভাবটা টানিয়া আনিয়া কথার মুখে দাঁড় করিয়া দিল; অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল,—"এমন কোন্ জমিদারিটাই লাটে উঠ্‌ছিল যে, জ্বর নিয়ে না খাটলে চলে নি।" প্রিয়ম্বদা উত্তেজিত কণ্ঠে এ কথা বলিয়া ললিতমোহনের পা কোলে করিয়া আস্তে আস্তে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। ললিতমোহন দুঃখম্লাননয়নে একবার ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের কটাক্ষ করিয়া ধীরে ধীরে বলিল—"প্রিয়ম্বদা, যাও ত তুমি এখান থেকে।"

সরসী মনের ভাব গোপন করিয়া বলিল—"দিদি ত ঠিক বলেছেন, কেন আপনি এই শরীর নিয়ে খাটতে গিয়েছিলেন ?"

"না সরসী, কাজ নেই আমার মাথা টিপে, আমি একাটিই বেশ থাক্‌ব। তোমরা তোমাদের কাজে যাও।"

প্রিয়ম্বদা স্বর নামাইয়া বলিল,—"ঐ এক কথা, যে এ সব বিষয়ে কথাটি কইবে, তাকেই দূরে থাকৃতে হবে!"

"এখান থেকে যাও বল্‌ছি, শুধু আমায় বিরক্ত কর না প্রিয়ম্বদা ?" দৃঢ়স্বরে কথাকয়টি বলিয়া ললিতমোহন পাশ ফিরিয়া খোলা জানালায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া অসাড়ের মত পড়িয়া রহিল। সরসী বা প্রিয়ম্বদা নড়িলও না, যে যার কাজই করিতে লাগিল।

[১০]

"রাত কত হয়েছে বল্‌তে পার প্রিয়ম্বদা ?"

ঘরের পাশে টাঙ্গান ঘড়িটার দিকে দৃষ্টি করিয়া অস্ফুটস্বরে প্রিয়ম্বদা বলিল,—"এই এগারটা বেজে গেল।"

"ওঃ, এত রাত হয়েছে, তুমি এখনও বসে রয়েছ ! আর সবাই ঘুমিয়েছে বোধ হয় ?"

প্রিয়ম্বদা তেমনই অস্পষ্টস্বরে বলিল,—"দিদি এখনও ঘুমোন নি ?"

সরসী বাহির হইতে ডাকিল, বলিল,—"দিদি খাবে এস।"

ঘাড় নাড়িয়া প্রিয়ম্বদা বলিল,—"তুমি খাওগে দিদি, আমি আজ আর খাব না, সেত বামুনঠাকুরকে বলে দিয়েছি।"

সরসী একেবারে জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল,—"তুমি খাবে না ত আমিও খাব না, তা আজ আমি তোমায় ঠিকই বলে রাখ্‌ছি।"

ললিতমোহন বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"এখনও তোমাদের খাওয়া হয় নি ! যাও, খাও গে।"

প্রিয়ম্বদা নড়িল না। সরসী উত্তেজিত স্বরে বলিল—"দেখুন দেখি, এম্‌নি না খেয়ে না ঘুমিয়ে কদ্দিন থাক্‌বে। আজ তিন দিন আপনার এই একটুকু জ্বর হয়েছে, এর মধ্যে একটি দিন দু'বেলা ভাত মুখে দিলে না। দুপুরে ধরে বেঁধে নিয়ে পিড়ীতে বসাই, একমুঠা মুখে দিয়ে

উঠে পড়ে। বল্লে আবার বলে, 'আমার খেতে ইচ্ছাই যাচ্ছে না।' রাতে ঘুম নেই, ঠায় বসে আছে।"

বিস্মিত ললিতমোহন একেবারে শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া বলিল—"বল কি? আমার এমন কি হয়েছে যে, না খেয়ে না দেয়ে রয়েছ। দু'দিন একটু জ্বর হয়েছে বৈত নয়।" তার পর এক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া একটা দুঃখপূর্ণ দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—"যাও প্রিয়ম্বদা, আমি বল্‌ছি খেয়ে এস?"

প্রিয়ম্বদা চৌকী হইতে নামিয়া পড়িল, বলিল—"চল দিদি।" স্বামীর এই অপ্রত্যাশিত স্নেহের আদেশ পতিপত্নীর হৃদয়বিনিময়ের শুভ শংসা সূচনা করিয়া দিয়া এতকাল পরে আজ যেন তাহার চির-নীরস কঠিন হৃদয়ের মধ্যে মুহূর্ত্তের জন্য একটা অমৃতময় প্রেমের ভাবপ্রবাহ ছুটাইয়া দিল, সে আদেশ পালন করিতে আজ প্রিয়ম্বদা একটা গাঢ় আনন্দ বোধ করিল। সে ত জীবনে স্বামীর নিকট হইতে এমন স্নেহের আদেশ আর একটিবারও শুনিতে পায় নাই।

ঘড়িতে ঠং ঠং করিয়া তিনটা বাজিয়া গেলে সে শব্দে সহসা জাগিয়া উঠিয়া ললিতমোহন দেখিল, প্রিয়ম্বদা তাহার পা কোলে করিয়া তেমনি বসিয়া রহিয়াছে। ললিতমোহনের সমবেদনাকাতর হৃদয়ের উপর সহসা একটা কৃতজ্ঞতা বোঝা হইয়া চাপিয়া বসিল। এ কি, যাহাকে সে এক-দিনের জন্যও অবজ্ঞা ভিন্ন আদর করে নাই; অতি সামান্য অকিঞ্চিৎ-কর রোগে তাহার এ মনঃপ্রাণসমর্পিত পরিচর্য্যা সত্যই আজ তাহাকে ব্যাকুল বিহ্বল করিয়া ফেলিয়াছে। তিন দিন তাহার একটু সামান্য জ্বর হইয়াছে, এই তিন দিনের মধ্যে সে যখনই অনুভব করিয়াছে,

তখনই দেখিয়াছে, প্রিয়ম্বদা ঠিক এক ভাবেই বসিয়া তাহার পরিচর্য্যা করিতেছে। মাছের আঘাতে পুকুরের জলগুলি যেমন লাফাইয়া ওঠে, প্রিয়ম্বদার এই সযত্নপরিচর্য্যার সুখের আঘাতে ললিতমোহনের হৃদয়ও সেইরূপ লাফাইয়া উদ্বেল হইয়া উঠিল। প্রিয়ম্বদাকে পায়ের তলা হইতে টানিয়া আনিয়া আদর করিয়া বলিল—"এবার ঘুমোও প্রিয়ম্বদা, আমি ত এখন বেশ ভাল আছি।"

প্রিয়ম্বদা শুইল না, আস্তে আস্তে ললিতমোহনের মাথার মধ্যে অঙ্গুলীসঞ্চালন করিতে লাগিল। অত্যকার এই এত বড় আদরটা তাহার দুর্ব্বল হৃদয় সহ্য করিতে পারিতেছিল না, অনেক দিনের রুদ্ধ অশ্রু আজ এই অচিন্তনীয় আদরের মৃদু আঘাতে চোখ বাহিয়া গলিয়া পড়িতে লাগিল। ললিতমোহন প্রিয়ম্বদাকে আরও টানিয়া আনিয়া তাহার অশ্রু-প্লাবিত মুখখানা বুকের উপর রাখিয়া বলিল—"কেন এ হতভাগার জন্য এত কচ্ছ বল ত? আমি ত তোমার জন্য একটি দিনও কিছুই কত্তে পারিনি। যাকে দিয়ে সুখশোয়াস্তির আশাই নেই, তার জন্য এত করে আর তাকে পাপে ডুবিও না।"

গণ্ড বাহিয়া যে জলধারাটা পড়িতেছিল, তাহা কাপড়ের আচলে মুছিয়া ফেলিয়া অসংযত শ্লথ-বচনে প্রিয়ম্বদা বলিল—"তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আর আমায় জ্বালা দিও না! ওগো, আমার বুকটা যে দিনরাতই জ্বলে যাচ্ছে।"

ললিতমোহন উপায়হীনের মত জিজ্ঞাসা করিল—"কি কল্লে তোমার এ জ্বালা জুড়ুবে প্রিয়ম্বদা?"

প্রিয়ম্বদা সে কথার উত্তর না করিয়া আস্তে আস্তে ললিতমোহনের বুকের উপর নিজের তপ্ত বুক রাখিয়া দুই হাতে তাহার কণ্ঠ বেষ্টন

করিয়া পড়িয়া রহিল। ললিতমোহনও প্রাণ ধরিয়া আজ এই স্বতঃ-প্রবৃত্ত শুভ সুযোগ ত্যাগ করিতে পারিল না, সেও পরিপূর্ণ আবেগে হৃদয়ের সমস্ত শক্তি পুঞ্জীভূত করিয়া প্রিয়ম্বদাকে একেবারে বুকের সহিত মিশাইয়া ফেলিতে চেষ্টা করিয়া বলিল—"বল ত প্রিয়ম্বদা, কি কল্লে তোমায় সুখী কত্তে পারি।"

পরিপূর্ণ আদরে প্রিয়ম্বদার হৃদযন্ত্রটা একেবারে স্পন্দহীন হইয়া পড়িল। উষ্ণ অশ্রুর মৃদু আঘাতে দ্রুত কম্পিত ললিতমোহন প্রিয়ম্বদার সেই শ্রীহীন মুখেই আজ একটা অপরূপ সৌন্দর্য্যের শ্রী ফুটিয়া উঠিয়াছে দেখিতে পাইল, তাহার শুষ্ক হৃদয় যেন মুহূর্ত্তের জন্য একটা নূতনতা লাভ করিয়া হাত বাড়াইয়া জীবনে একটা শান্ত নবীন সুখের স্বাদ অনুভব করিয়া মুহূর্ত্তের জন্য শান্তি ও সান্ত্বনাময় রাজ্যে গিয়া পৌঁছিল।

দিনতিনেক পরে ললিতমোহন যে দিন প্রথম অন্নপথ্য করিল, সে দিন দুপুরেই সে জামা পরিয়া নেড়া মাথায় উড়ানীর পাগড়ী বাঁধিয়া কোথায় যাইতেছিল; প্রিয়ম্বদা মিনতি করিয়া বলিল—"দেখ আজকের দিনটা বেরিও না। কদ্দিন পরে আজ দুটি ভাত খেয়েছ, একটা দিন সবুর কর, তায় পরে যা কর্‌বার থাকে কর।"

ললিতমোহন অপরাধীর মত স্বর খাট করিয়া বলিল—"না গেলে যে নয় প্রিয়ম্বদা, রতন খুড়ো বড় বিপদে পড়েছেন, আমি যে এ ক'দিন যেতে পারি নি, তাতেই হয়ত তাঁর বিপদ্ কত বেড়ে যাচ্ছে।"

রতন খুড়ার নাম শুনিয়া প্রিয়ম্বদা কাঁপিয়া উঠিল—কাতরনয়নে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কোন্ রতন খুড়ো, যিনি ডোবা ভর্‌বার মোকদ্দমায় তোমাকে জেলে দিতে চেষ্টা করেছিলেন।

"আজও সে কথাটা মনে করে রেখেছ প্রিয়ম্বদা! বড্ড কষ্টে পড়েছেন

তিনি, একটি মাত্র ছেলে, এই সে দিন আফিঙ্গ খেয়ে মরেছে। সে ত গেছে, পুলিশ থেকে তার ও'পর প্রকাণ্ড দাবী এনেছে। এর বিশিষ্ট কারণ দেখাতে না পাল্লে তাঁকে বা জেলেই যেতে হয়। আমি ছিলুম, তাই সে দিন তাঁর রক্ষা। একটা লোকও মড়া ছুঁতে চাইলে না! আমায় আবার এরি জন্য মাথা মুড়িয়ে প্রায়শ্চিত্ত ক'ত্তে হয়েছে। বেচারা ধনে-প্রাণে মারা যাচ্ছেন।"

কাহিনীটা শুনিয়া প্রিয়ম্বদার হৃদয়েও একটু আঘাত লাগিল, সেও একটু দুঃখিত হইল, তবু কিন্তু সে তাহাদের পূর্ব্বের ব্যবহারের কথা ভুলিতে পারিল না। এক বছর পূর্ব্বে ললিতমোহন যখন ম্যালেরিয়ার উপদ্রব নিবারণের জন্য এই রতনবাবুদেরই গ্রামের ডোবাগুলি নিজব্যয়ে ভরিয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছিল, তখন তিনি ললিতের পেছনে লাগিয়া তাহাকে একেবারে নাস্তানাবুদ করিয়া ছাড়িয়াছিলেন, অবশেষে অনধিকার প্রবেশের মামলা করিয়া ললিতমোহনকে জেলে পর্য্যন্ত দিতে চেষ্টা করেন। সে যাত্রা পয়সার জোরেই ললিতমোহন রক্ষা পাইয়াছে। আজ প্রিয়ম্বদার সে কথা মনে জাগিয়া উঠিতেই সে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। ললিতমোহন আবার বলিল—"যাই আমি, তুমি আর বাধা দিও না।"

প্রিয়ম্বদা এবার পরিষ্কারভাবে বলিল—"না, যতটা করেছ, সেই যথেষ্ট, আর তোমার গিয়ে কাজ নেই।"

"বল কি, আমি না গেলে তাঁর কি হবে বুঝ্তে পাচ্ছ। এর ভাল কোন কারণত নেই, আমি যদি দারোগাকে অনুরোধ করে দিতে পারি,—"

উত্তেজিত স্বরে বাধা দিয়া প্রিয়ম্বদা বলিল—"কি হবে না হবে সে

আমি বুঝ্‌তেও চাইনি। তিনিও ত তা বোঝেন নি। বরং বৃথাই আমাদের সর্ব্বনাশ কত্তে যাচ্ছিলেন!"

"সে কথা আবার কেন, তিনি যদি একটা ভুলই করে থাকেন, মানুষের ত ভুল হওয়াও অসম্ভব নয়।"

প্রিয়ম্বদা যেন মুহূর্ত্তে সব ভুলিয়া গিয়া এবার পূর্ব্বাপেক্ষাও রুষ্টস্বরে বলিল—"ভুল হয়ে থাকে ত হয়েছে। তোমারও ত প্রাণ বাঁচিয়ে কাজ কত্তে হবে।"

ললিতমোহনের মুখ অন্ধকার হইয়া আসিতেছিল। সে নতমুখে বলিল—"তুমি ভেব না, আমি এখুনি আবার ফিরে আস্‌ব।" বলিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইতেছিল, প্রিয়ম্বদা একেবারে দোর আগ্‌লাইয়া দাঁড়াইয়া দৃঢ়কণ্ঠে বলিল—"না, তোমায় আজ আমি কিছুতেই যেতে দেব না।"

বিষণ্ণ ললিতমোহন আর একবার প্রিয়ম্বদার দিকে দৃষ্টি করিয়া কেবলই ভাবিতেছিল, প্রিয়ম্বদা আজ এত জোর এত স্পষ্ট নির্ব্বন্ধতা কোথায় পাইল। সে প্রতিকার্য্যেই ললিতমোহনকে বাধা দিয়াছে বটে, কিন্তু সেটা যেন কেমন পর পর—দাবীশূন্য, আজ ত আর তাহা নহে, এ যে ঠিক কর্ত্তাটির মত দাঁড়াইয়া হুকুম করিয়া যাইতেছে। তাহার সেই একদিনের এক মুহূর্ত্তের প্রাণের আদরটুকু যে প্রিয়ম্বদাকে হিন্দুরমণীর পরম পবিত্র জিনিষ স্ত্রীত্বের সারভাগ প্রদান করিয়া তাহাকে মহীয়সী শক্তিশালিনী করিয়া তুলিয়াছে, সে যে একটি দিন বিন্দুমাত্র পতিপ্রেম লাভ করিয়া আপনাকে অমৃতময় করিয়া তুলিয়া এক মুহূর্ত্তে পতির শুভাশুভের একমাত্র অধিকারিণী হইয়া নিজের মধ্যে এতটা দাবীর অধিকার টানিয়া আনিয়াছে, ললিতমোহন তাহা বুঝিল না। সরসী ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়া বলিল—"যাচ্ছেন যান, তুমিই বা বাধা দিচ্ছ কেন?"

প্রিয়ম্বদা আর উত্তর করিতে পারিল না। ক’দিন পূর্ব্বের ললিত-মোহনের সেই কণামাত্র প্রাণের দান তাহাকে যে অপরিমিত সুখের আভাস দিয়া গিয়াছিল, আজ আবার মুহূর্ত্তের মধ্যেই তাহা আকাশ-কুসুমের মত অসম্ভব ও দুষ্প্রাপ্য হইয়া ইলেকট্রিকের কলটা টিপিয়া দিলে উজ্জ্বল গৃহখানা যেমন পূর্ব্বাপেক্ষাও নীবিড় গাঢ় অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, তাহার হৃদয়ও তেমনি দ্বিগুণ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া গেল। সে সমস্ত পৃথিবীটা অন্ধকারময় দেখিতে দেখিতে ভাবিতে লাগিল, সরসীর এ কি গুণ, সে সব কাজে বাধাও দেয়, তিরস্কারও করে, অথচ সময় বুঝিয়া এমন মন যোগাইয়া থাকিবার শক্তি তাহার আসে কোথা হইতে!

[১১]

সঙ্গে লোকজন ছিল না। ভরা খালে ছোট্ট একখানা পানসী নৌকা বাহিয়া ললিতমোহন ও নিখিলেশ কথায় কথায় পথ অতিক্রম করিয়া চলিয়াছিল। খালের দুই ধারে জলে ডোবা পাড়ের উপর স্বভাবজাত লতাগুল্মগুলি আবক্ষ নিমজ্জিত করিয়া কোনমতে বাঁচিয়া রহিয়াছে। কোন কোনটা বা জলের তলে ডুবিয়া গিয়াছে, আবার কতগুলি শিকড়শুদ্ধ পচিয়া গিয়া রৌদ্রের তাপে শুষ্ক পাতাগুলি জলের মধ্যে উপহার সমর্পণ করিয়া নীরস ডাঁটামাত্র সার হইয়া মস্তকহীন অবস্থায় কবন্ধের মত পূর্ব্ব সজীবতার সাক্ষ্য দিতেছিল। মাঝে মাঝে বাঁশগাছগুলি আকাশের সহিত মিশিয়া পড়িবার জন্য তাহাদের দীর্ঘ দেহটাকে সটান দাঁড় করিয়া রাখিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি যেন নিস্তেজ হইয়া অসমর্থ অবস্থায় আকাশ ও স্বজাতিগণের নিকট উপহাসাস্পদ হইয়াই নোয়াইয়া পড়িয়া আপনাদের লজ্জিত মুখ জলের কোলে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। স্থানে স্থানে

সিমূলগাছের দীর্ঘতায় অপমানাহত মাদারের কাটাপূর্ণ ডালগুলি ক্রোধভরে প্রসারিত হইয়া পড়িয়া পথিকের আয়াসের কারণ হইয়া রহিয়াছে। ললিত-মোহন নৌকার হাল ধরিয়া বসিয়া সন্ধ্যার অস্পষ্টালোকে একমনে এ দৃশ্য দেখিতেছিল, আর নিখিলেশকে পল্লীজননীর এই স্নিগ্ধ সুষমার কথা প্রাণ ভরিয়া খুলিয়া বলিয়া প্রাণের তৃপ্তি করিয়া লইতেছিল। হঠাৎ অন্যমনস্ক হইয়া পড়ায় নৌকাখানা একটা কাঁটার ঝোপের মধ্যে গিয়া পড়িতেই নিখিলেশ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল,—"এই বিদ্যে নিয়ে মাঝিগিরি ফলাতে এসেছ। আমি না তখন এত করে বল্লুম, একটা চাকর অন্ততঃ সঙ্গে নি।"

ললিতমোহনও ঈষৎ হাসিয়া বলিল,—"এতে এমন কি দোষ হ'ল রে, অনেক ভাল মাঝিদের নৌকও ত সময়ে এম্‌নি আট্‌কে যায়। আর চাকর নিয়ে আমি আস্‌তে চাইনি কেন জানিস, আমরা যাচ্ছি, স্ফূর্ত্তি কত্তে, তারা যাবে প্রভুর আজ্ঞা পালন কত্তে, তাতে যেন কেমন একটা অস্বস্তিই এসে পড়ে; আমি ভাই এরি জন্যে যে কাজ তাদের দিয়ে না করালেই নয়, তাই করিয়ে নি। নিজে পাল্লে ত আর কাউকে কিছু বলি না। ওদের ওপর কষ্টের কোন কাজ চাপাতেও আমার যেন কেমন একটা সঙ্কোচ বোধ হয়।"

নিখিলেশ মনে মনে ললিতমোহনকে প্রশংসা করিয়া প্রকাশ্যে বলিল,—"থাক্, আর বক্তৃতে কত্তে হবে না। এমন ঝোপ থেকে নৌকটা বের করে নে দেখি।"

ততক্ষণে নৌকাখানা বিপরীত স্রোতের টানে আপনি বাহির হইয়া পড়িয়াছিল, ললিতমোহন দেখিয়া হাসিয়া বলিল,—"দেখ্‌ত আমার মাঝি-গিরির কেমন গুণ, কইতে না কইতেই নৌকা বের করে ফেলেছি।"

"এমন লোকের জন্য ভগবান্ আপন থেকেই পথ করে দেন।" অস্ফুট-স্বরে এই কথা বলিয়া নিখিলেশ চাহিয়া দেখিল, নৌকাখানা একেবারে বিলের পথে আসিয়া পড়িয়াছে, আর ললিতমোহন সেই ভাদ্রের ভরা বর্ষার সান্ধ্য প্রকৃতির দিকে অনিমেষ দৃষ্টিতে ধ্যানমগ্নের মত চাহিয়া রহিয়াছে। নিখিলেশ ডাকিল,—"ললিত?"

প্রায় পনর মিনিট ললিতমোহন কথাটি বলিল না, তার পর হঠাৎ নিখিলেশকে ডাকিয়া বলিয়া উঠিল,—"একটিবার চেয়ে দেখ, ভগবান্ কি পূত সৌন্দর্য্য দিয়ে আমাদের এ দেশটিকে গড়ে রেখেছেন।"

মুহূর্ত্তমধ্যে নিখিলেশও প্রকৃতির সেই অনন্ত অফুরন্ত ললাম সৌন্দর্য্যের মধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছিল, ললিতমোহনের স্বর তাহার কাণেও গেল না। নৌকাখানা খাল ছাড়িয়া মাঠের মধ্যে আসিয়া পড়িল।

যে মাঠ গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় নব নব স্নিগ্ধ শস্যসম্ভার বুকে করিয়া শ্যাম-সৌন্দর্য্যে মানুষের মন তৃপ্ত করিত, আশার পুলকে প্রাণ উল্লাসপূর্ণ করিয়া তুলিত, সেই সমস্ত মাঠটা আজ বর্ষার এই অলস সন্ধ্যায় সবুজ বর্ণের সূক্ষ্ম বস্ত্রে সর্ব্বাঙ্গ ঘিরিয়া ফেলিয়া মুখরা যুবতী যেমন হতাশপ্রণয়ীর প্রতি অপাঙ্গে বিলোল অবজ্ঞাপূর্ণ কটাক্ষ করিয়া ঠোঁট ফুলাইয়া হাসিয়া ওঠে, ঠিক তেমনি হাসিতেছে। তাহার সেই স্ফীতাধরের মৃদুমন্দ হাসিরেখা ভীষণ প্লাবনে নিমজ্জিত শস্যসম্ভারের দুঃখসংবাদ ঘোষণা করিয়া পল্লীবাসীদের হৃদয়ে একটা হতাশার অভিনব উন্মাদনার সমাবেশ করিয়া দিতেছিল। পল্লীমেখলা স্বচ্ছ জলগুলি বায়ুভরে হেলিয়া দুলিয়া পরপুরুষসংস্পর্শে সতী রমণীর ন্যায় তরঙ্গায়িত হইয়া কদাচিৎ কখনও লজ্জাসংবৃত যুবতিজনের সমুন্নত বক্ষঃস্থলের শোভা ধারণ করিয়া ভাসমান তৃণখণ্ডকে একবার নিম্নগামী ও আরবার ঊর্দ্ধগামী করিয়া দিয়া মানুষের দশাবিপর্য্যয়ের কথা জানাইয়া দিতেছিল;

আবার থাকিয়া থাকিয়া তরঙ্গহীন অচঞ্চল জলের মধ্যে টানিয়া আনিয়া মস্তকহীন একটী ক্ষুদ্র সর্পের ন্যায় পরিস্ফুট করিয়া তুলিতেছিল। খালের মোহনার সবুজবর্ণ জলগুলি নদীসমুত্থিত সাদা জলের সঙ্গে মিশিয়া পড়িয়া ক্ষণেকের জন্য যেন সগর্ব্বে গঙ্গা ও সরযূর পূত শোভার অনুকরণ করিয়া লইতেছে। বহুদূরে বায়ুভরে স্পন্দমান শস্যসম্ভার মাথায় করিয়া আপন গর্ব্বে আপনি নত দু'একখানা সবুজ ধান্যক্ষেত্র দেখা যাইতেছিল। লুব্ধ ভ্রমরের মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোকাগুলি ধানের খাড়া সুণ্ডের উপর বসিতে গিয়া বেদনাবিদ্ধ হৃদয়ে প্রণয়িনী-তাড়িত লম্পটের মত এ-পাশে ও-পাশে ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার তাহারই উপরে পড়িবার চেষ্টা করিতেছে। মাঠের পারে পারে অর্দ্ধনিমজ্জিত বৃক্ষশ্রেণী হাঁটু গাড়িয়া পড়িয়া শাখাবাহু প্রসারণ করিয়া আগমনীর জন্য শান্তশিষ্ট মূক ছেলেটির মত মা, মা বলিয়া অব্যক্ত ভাষায় বিশ্বজননীকে হাত বাড়াইয়া আহ্বান করিতেছিল। দিগন্তের কোলে সীমাহীন একটা কালরেখা দেখা যাইতেছে; দৃষ্টিশক্তির সমস্তটা নিক্ষেপ করিলে দেখা যায়, পর্য্যায়ক্রমে উদ্ভূত বৃক্ষের নীচে নীচে পল্লীবাসীদের ক্ষুদ্র গৃহগুলি আনতমস্তকে নীরব ভাষায় দাঁড়াইয়া থাকিয়া আপন আপন সজীবতা ঘোষণা করিতেছে। কদাচিৎ কোথাও শাপ্‌লাফুলের ফুটন্ত কোরকগুলি জলের আঘাতে মাথা নাড়িয়া মানিনীর মত অন্যসংশক্ত বারিরাশিকে দূরে যাইতে ইঙ্গিত করিতেছে দেখিতে দেখিতে পূর্ণিমার পূর্ণজ্যোৎস্নার শ্বেতবাস পরিয়া নিশা সতী যেন উপর হইতে এই ক্ষণ পূর্ব্বেই স্বচ্ছতার জন্য অহমিকাপূর্ণ সলিলগুলিকে উপহাস করিয়া নাচিতে নাচিতে ক্ষুদ্র ঊর্ম্মিমালার গায়ে চূর্ণ রজতকণা ছড়াইতেছিল, পার্শ্বস্থিত বৃক্ষের পত্রপল্লব ভেদ করিয়া তাহাদের মস্তকে আপন স্নিগ্ধ কর ঢালিয়া দিয়া বৃক্ষের অগ্রভাগটা দীপ্ত করিয়া

তুলিতেছিল। প্রকৃতির নিজহাতে গড়া এই অভিনব দৃশ্যদর্শনে ললিতমোহন একেবারে আত্মহারা হইয়া পড়িল, ভাসাহীন ভাবরাশি তাহাকে প্রকৃতির পেলব অনন্ত সুষমার মধ্যে টানিয়া আনিয়া একটা উন্মত্ত ভাবনার মধ্যে লইয়া ফেলিল। উপরে অনন্ত নীলাকাশ তারার মালা পড়িয়া বিরাট স্তব্ধতায় আপন মনে আপনি বিভোর, নীচে স্বচ্ছবারিরাশিও অচঞ্চল স্থির, পরপারে পল্লী-জননী যেন তদপেক্ষাও স্থির, অচঞ্চল, সমস্ত মিলিয়া পৃথিবীটাকে ধ্যানমগ্ন সন্ন্যাসীর মত গম্ভীর, কামনারহিত করিয়া তুলিয়াছে।

সহসা একটা মাছ লাফাইয়া উঠিয়া সশব্দে জলগুলি আলোড়িত করিয়া আবার জলের মধ্যেই ডুবিয়া গেল। সে শব্দে সুপ্তোত্থিতের মত নিখিলেশ ললিতমোহনকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"হারে, এম্‌নি কদ্দিন কাট্‌বে বল ত ?"

সহজ শান্ত স্বরে ললিতমোহন বলিল,—"কিসের কথা বল্‌ছিলি ভাই ?"

"এই তোদের ব্যবহারের কথা, একটি দিন শান্তি নেই, যা-তা নিয়ে কেবলই মন কষাকষি। এ ভাবেত আর মানুষ বাচ্‌তে পারে না।"

দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করিয়া ললিতমোহন বলিল,—"তা আমিও জানি, জেনেও ত কিছু কত্তে পাচ্ছি না। আর এদ্দিনের অভিজ্ঞতায় আমি এখন বেশ বুঝেছি, দু'জনের একজন না সরে পড়্‌লে শান্তি হ'বার আর যো নেই। ভগবান্‌ ত তারও কোন উপায় কচ্ছেন না। আমায় যদি সরিয়ে দিতেন ত, দু'টা প্রাণই এ জ্বালা থেকে রক্ষা পেত।"

নিখিলেশ তিরস্কারের স্বরে বলিল,—"তোর ঐ এক কথা, যা কল্লে সব দিকে সুবিধে হবে, সুখশান্তিতে থাকৃতে পার্‌বি, সে দিক্ দিয়ে যাবি না, যাতে কেবলই মানুষের মনে আঘাত লাগ্‌বে, তাই কর্‌বি।"

ললিতমোহন ধীরে ধীরে ব্যথাভরা কণ্ঠে বলিল,—"বুঝ্‌তে না পেরে তোরা আমায় বৃথাই অনুযোগ করিস্, এ বড় দুঃখ।" বলিতে বলিতে দরবিগলিত হইয়া তাহার বাক্‌রোধ হইয়া আসিল। নিখিলেশ মনে মনে অনুতপ্ত ও দুঃখিত হইয়া ললিতমোহনের কাছে ঘেসিয়া আসিয়া গায়ের উপর ভর করিয়া বলিল,—"অন্যায় করেছি ভাই, মাপ কর, কিন্তু কি ক'রে যে তোদের এ দুঃখ যাবে, তা ত ভেবে পাচ্ছি না।"

"তোরা যে আমার সুখের জন্যই বলিস্ সে কি আর আমি বুঝ্‌তে পারি না। কিন্তু আমি যে প্রাণপণে যত্ন কচ্ছি, কিসে কি কল্লে এ যাতনা থেকে উদ্ধার পেতে পারি, তুইও এটা বুঝিস্ না, এ দুঃখ রাখ্‌বার ও আমার আর জায়গা নেই।"

নিখিলেশ কোন কথা বলিল না, নিজের হাঁটুর উপর ললিতমোহনের মাথাটি রাখিয়া স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ললিত-মোহন আবার বলিল,—"বুঝ্‌তে ত পাচ্ছিস্, এতে আমি কি যাতনাটা পাচ্ছি। এক একবার যখন বিদেশ থেকে নানা জ্বালা নিয়ে ফিরে আসি, পথে আস্‌তে আস্‌তে কত আশা হয়। ভাবি এবার গিয়ে প্রিয়ম্বদাকে আর এক রকম দেখ্‌ব। তাকে বুকে রেখে হৃদয়ের জ্বালা জুড়াব, কিন্তু ভাই, ঘরে এসে আমার সে আশা মরীচিকাভ্রান্ত পথিকের মত পিপাসাকেই বাড়িয়ে তোলে, কণ্ঠতালু পর্য্যন্ত শুকিয়ে দেয়। তবু দু'দিন একদিন মুখ বুজে কোন রকমে পড়ে থাকি, যে ভাবে হ'ক, অন্ততঃ তাকে ত কষ্ট দেব না। কিন্তু দু'দিনের জায়গায় তিন দিন হলেই আর মনকে ঠিক রাখ্‌তে পারি না। নানা কথায় সে বেকিয়ে বসে। জ্বালার উপর জ্বালা তাকে দগ্ধ কত্তে চায়। তাতে ঘরে বসে আমরা ত জ্বলিই, বাইরে থেকে তোরাও তার তাপে শুকিয়ে উঠিস্।" এক নিঃশ্বাসে কথাগুলি বলিয়া ললিতমোহন

আর একবার সেই দীপ্ত চন্দ্রালোকের দিকে দৃষ্টি করিয়া বলিল,—"চল বাড়ী যাই, রাত ত অনেক হয়ে গেল ; সরসী আবার অনুযোগ কর্‌বে।

[১২]

সুবোধ ঠিক সেই প্রকৃতির মানুষ ছিল, যে প্রকৃতির মানুষ সাতেও থাকে না, পাঁচেও থাকে না, পরের ভালমন্দ সুখসুবিধার খোঁজ করে না, কেহ বুঝাইয়া না দিলে সংসারের ঘোর প্যাচগুলি মোটেও বুঝিতে পারে না। আপনার সুখ-সুবিধার জন্য উন্মুখ থাকিয়া পরের সুখদুঃখ বা বিপদ্‌আপদে জড়াইতে গিয়া নিজেকে ব্যস্তবিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিতে মোটেই ইচ্ছা করে না। নিজের সুখটি তাহার সর্ব্বতোভাবে প্রয়োজনীয়। সামান্য কোন আঘাতেই একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে। অল্প অচিরস্থায়ী বুদ্ধি লইয়া লোক-চরিত্রে তাহার আদৌ জ্ঞান ছিল না, থাকিবার প্রয়োজন সে কল্পনাও করিত না। বিশেষের মধ্যে দোষই বল, আর গুণই বল, নিজের পক্ষ হইয়া সুখসুবিধার অতি তুচ্ছ কোন প্রস্তাবও যে কেহ করিত, তাহার আজ্ঞা বা উপদেশ সে একেবারেই শিরোধার্য্য করিয়া লইত।

বাল্য হইতে সুবোধের সহিত ললিতমোহনের ঘনিষ্ঠতা ছিল বেশ, তাহার কারণটা দাঁড়াইয়াছিল এইরূপ,—সুবোধের পিতা যখন ঋণদায়ে সর্ব্বস্ব হারাইয়া শ্রান্ত অবসন্ন দেহে মৃত্যুর অপেক্ষা করিতেছিলেন, তখন অনুকূল দৈব তাঁহাকে মৃত্যুপথের যাত্রী করিয়া দিয়া নির্ব্বিঘ্ন করিল বটে, চিরশত্রুর মত এই দুঃস্থ পরিবারের প্রতি একবার একটা কটাক্ষও করিল না। পিতার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়াইবে এমন একটি গাছতলাও সুবোধের জন্য উন্মুক্ত ছিল না। উত্তমর্ণগণ করাল কাল অপেক্ষাও কঠোর হইয়া ইহাদের বসতবাড়ীখানা পর্য্যন্ত ক্রোক করিয়া নিলাম করিয়া লইল।

সুবোধের স্বামি-শোক-বিমূঢ়া বিধবা মাতা পুত্রের হাত ধরিয়া যখন ভিখারিণীর মত পথে দাঁড়াইয়া চোখের জলে পৃথিবীটাকে অভিষিক্ত করিয়া তুলিতেছিলেন, তখন ঘটনাচক্র ললিতমোহনের সহিত ইহাদের মিলন করাইয়া দিল। পরদুঃখকাতর ললিতমোহন বাল্য হইতেই বন্ধুভাবে এই দুঃস্থ পরিবারের ভরণপোষণের ভার আপন হাতে লইল এবং যথাসাধ্য সুবোধের পাঠেরও বন্দোবস্ত করিয়া দিল। সুবোধের হৃদয় ললিতমোহনের এই উপকারে একেবারেই গলিয়া গেল, সে সর্ব্বান্তঃকরণে হৃদয়ের সমস্ত বৃত্তিগুলি উপহার দিয়া ললিতমোহনের অনুগামী হইয়া রহিল। ঘটনার সঙ্ঘর্ষের অভাবে অবিশ্লিষ্ট চরিত্র সুবোধের সম্বন্ধে বিশেষত্বটুকু ললিতমোহনের নিকট দুর্জ্জেয় শত্রুহৃদয়ের অভিসন্ধির ন্যায় চাপা পড়িয়া রহিল। ললিতমোহন সুবোধকে প্রাণ ভরিয়া বিশ্বাস করিত, বন্ধুভাবে স্নেহ করিত; কাজেই লীলাকে তাহার হাতে দিলে আর কোন প্রকারে না হউক, চরিত্রগুণে যে সুবোধ পত্নীর স্বভাব-প্রাপ্য ভালবাসা দিয়া তাঁহাকে পরিতৃপ্ত করিতে পারিবে, তাহাতে একান্ত বিশ্বস্ত হইয়া সুবোধকে ডাকিয়া তাহারই সহিত লীলার বিবাহ দিল। বিবাহের অনতিকাল পরেই লীলার দুর্ভাগ্যদেবতা আত্মপ্রকাশ করিতে গিয়া সুবোধের অভ্যন্তরস্থিত গূঢ়ভাবে আবৃত হৃদয়ের বৃত্তিগুলি বিকাশ করিয়া দিয়া লীলা ও ললিতমোহনকে কঠোর কষাঘাতে দীর্ণ জর্জ্জরিত করিয়া তুলিল।

ললিতার সহিত পূর্ব্ব হইতেই সুবোধের বিবাহের কথা চলিতেছিল, কিন্তু বিধির কূট চক্র যখন লীলাকে আনিয়া তাহার ঘরের লক্ষ্মী করিয়া দাঁড় করাইয়া দিল, তখন ললিতার মাতা বড় একটা আশায় হতাশ হইয়া তাহার আঘাতে ভাঙ্গিয়া পড়িতে গিয়া কল্পনা ও কূট-বুদ্ধির অপ্রতিহত

সূক্ষ্ম তত্ত্বালোচনার জোরে সহসা দাঁড়াইয়া পড়িলেন। ললিতার ধনগর্ব্বিতা বিধবা মাতা কন্যাদায়ে ব্যস্ত হইয়াও কৌলিন্যাভিমানের জোরে বিবাহের অনতিকাল পরেই জ্যেষ্ঠ পুত্রকে শিখাইয়া পড়াইয়া সুবোধের নিকট পাঠাইলেন। মাতার উপদেশ অনুসারে পুত্র আসিয়া ললিতমোহন ও লীলার নামে অযথা এমনই কতগুলি কথা শুনাইয়া দিল যে, দৃঢ়তাহীন আত্মসুখপরায়ণ সুবোধও মুহূর্ত্ত মূঢ়ের মত নিরুত্তর হইয়া রহিল। তার পরে নিজেকে একটু সাম্‌লাইয়া লইয়া ধীরে ধীরে বলিল,—"আমার কিন্তু একথা বিশ্বাস হচ্ছে না মশায় ?"

ললিতার ভ্রাতা অনিলকুমার একেবারে হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন,—"আরে এই দেখ, তোমরা ছেলেছোকরার দল, লোকচরিত্রের কতটা বুঝ্‌বে ?"

কথাটা সন্ধিস্থানে গিয়া আঘাত করিল। লোকচরিত্রে যে বিন্দুমাত্র অভিজ্ঞতা ছিল না, সে কথাটা সুবোধ এত বুঝিত যে, এ কথার পর তাহার বলিবার আর কিছুই রহিল না। তথাপি সে জোর করিয়াও আর একবার বলিল,—"যাই বলুন আপনি, ললিতবাবুকে ত কেউ কোন দিন এমন কথা বলে নি ?"

"ঐ ত তোমাদের বুঝ্‌বার ভুল, এটাই ধর না কেন, সত্যি যদি আমরা জান্তে না পেরে থাকি ত, তোমাকে সে কথা বল্‌তে আসি। আমি ত বল্‌ছি, হাতে হাতে ধরিয়ে দিয়ে তবে তোমায় স্বীকার করাব।"

সুবোধ তবু নীরবে চিন্তা করিতে লাগিল। মাতার কাছে শিক্ষিত অনিলকুমার ছাড়িবার পাত্র নহেন, তিনি এবার গম্ভীর হইয়া বলিলেন,—"তা হ'লে বিশ্বাস কচ্ছ না আমার কথাটা। আচ্ছা একবার ফলই ভোগ কর। কি বল ? তা হলে এবার আমি উঠি।"

সুবোধ ক্ষাণিকক্ষণ কি চিন্তা করিয়া বলিল,—"যাবেন তার আর অত ব্যস্ত কেন, বসুন না আর দু'মিনিট।"

যাওয়া সম্বন্ধে ব্যস্ততা অনিলকুমারের মোটেও ছিল না, দু'মিনিটের জায়গায় আর যে দু'ঘণ্টা তিনি বসিবেন, সেটা ঠিক করিয়া লইয়া পূর্ব্বে হইতেই বেশ জমকাইয়া বসিয়াছিলেন। এবার প্রায় ঘণ্টাখানি ধরিয়া একথায় সে কথায় তিনি সুবোধকে যখন একেবারেই মুঠার ভিতর আনিয়া ফেলিলেন, তখন মাছ টোপ গিলিয়াছে বুঝিয়া টান দিতে চেষ্টা করিয়া বলিলেন,—"তা হলে আমার কথাটায় রাজি আছ, কি বল ?"

সুবোধ আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল,—"ললিতবাবু না হ'লে যে আমাদের একটি দিনও চলে না।"

অনিলবাবু এবারও হাসিয়া বলিলেন,—"আরে সে কথা আমায় আবার নূতন করে কি বল্‌ছ। আমি ত সবই জানি, আর জেনেই তোমার কাছে এসেছি, আমার একটি মাত্র বোন্, যখন তোমার হাতে তাকে দিচ্ছি, তখন তোমাদের সুখসুবিধের জন্য আর তোমায় ভাব্‌তে হবে না, এটা ঠিকই জেনে রেখ।"

এবার আর সুবোধ আপত্তি করিবার মত কোন কারণই খুজিয়া পাইল না। এই অতিবড় অপ্রত্যাশিত বন্ধুটির মুখে সমস্ত ঘটনা শুনিয়া লীলা ও ললিতমোহনের কলুষিত চরিত্র সম্বন্ধে যেটুকু দ্বিধা তাহার ছিল, তাহা নিরাশ করিবার ভার ইঁহাদের হাতেই অর্পণ করিয়া সে ললিতাকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইল। বড়শিতে গাথা মাছটা তুলি তুলি করিয়া যদি কোন রকমে ছুটিয়া যায়, এই আশঙ্কায় অনিলকুমারও আর অবকাশের সময় না দিয়া সেদিনই সুবোধকে লইয়া রওনা হইয়া পড়িলেন। নূতন শ্বশুরবাড়ীতে সুবোধ ললিতাকে দেখিয়া লীলাকে

ত্যাগ করিতে গিয়া যতটুকু ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল, তাহা বিস্মৃত হইয়া মনে মনে দ্বিগুণ আনন্দের নূতন ছবি অঙ্কিত করিয়া লইল। লীলার তাপহীন তীক্ষ্ণতাবিরহিত শারদ রৌদ্রের ন্যায় শান্ত রূপের আলোকে পরাস্ত করিয়া ললিতার নিদাঘের দীপ্ত জ্বালাময় রূপের প্রদীপ্ত আভা সুবোধের চোখের উপর ঝলসিয়া উঠিয়া সেই পূত সৌন্দর্য্যকে ম্লান করিয়া দিল। সুবোধ সেই দীপ্ত তেজে আপনার হৃদয়কে আলোকিত দেখিয়া হাসিমুখে বিবাহের পর ললিতাকে সঙ্গে করিয়া একেবারে বাড়ী আসিয়া পা দিতেই তাহার মাতা বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া গেলেন। কাজটার পূর্ব্বাপর আলোচনা করিবার শক্তিও তাঁহার রহিল না, রূক্ষ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—"এ কি করে এলি রে।"

সুবোধ নতমস্তকে লজ্জিতভাবে বলিল—"দেখ্‌তেই পাচ্ছ মা।"

সুবোধের মাতা শিষ্টাচার ভুলিয়া গেলেন। নববিবাহিতা পুত্রবধূর অন্তরে আঘাত লাগিবে এ কথাটাও তাঁহার মনে হইল না। এবার তিনি পূর্ব্বাপেক্ষাও স্বর চড়াইয়া দিয়া বলিয়া উঠিলেন—"এমন লক্ষ্মী-বৌ ঘরে থাক্‌তে তোকে এ মতি দিলে কে শুনি ?"

সুবোধ মনে মনে ভাবিল, একবার মাতাকে লক্ষ্মী-বৌর গুণগুলি প্রকাশ করিয়া বলে, আবার যেন তাহার কেমন বাধ বাধ ঠেকিতে লাগিল। যাহা সে শ্যালক, তার পর শ্বাশুড়ী ও নবোঢ়া পত্নীর নিকট ক্রমশঃ সালঙ্কারে সর্ব্বাবয়বে শুনিয়া নিশ্চিতভাবে স্থির বিশ্বাস করিয়া লইয়াছিল, আজ মাতার কাছে সেই ললিতমোহন সম্বন্ধে এমনই একটা জঘন্য কথা উচ্চারণ করিতে তাহার জিহ্বা যেন কাঁপিয়া উঠিতেছিল। বলি বলি করিয়াও সে কথাটা বলিতে পারিল না, তাহার মাতা আবারও বলিলেন—"হারে এমন করে তুই আমার সর্ব্বনাশ কল্লি, ঘরের বৌ, তাকে

আর যে তোকে প্রাণ দিয়েছে, তোর মাকে ভিক্ষার হাত থেকে রক্ষা করেছে, তাকেও শাস্তি দিলি।"

এবার সুবোধ মাতার প্রতি একটু বিরক্ত হইল, কিন্তু সে বুঝিতে পারিতেছিল না, তাহার বাক্‌শক্তিটা তখনকার মত কে আকৃড়িয়া ধরিয়াছিল। এবারও তাহাকে নীরবে মাথা নীচু করিয়াই সাধের বিবাহটার ভালমন্দ বিচারে মগ্ন হইয়া থাকিতে হইল।

কোথায় বৌ-বরণ, পাল্কী হইতে ললিতাকে লইতে কেহ আসিল না। ললিতা হৃদয়ের মধ্যে ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল। তাহার অসংযত বাক্ এক একবার যেন মুখের আবরণ ভেদ করিয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিয়া আবার কি ভাবিয়া থামিয়া যাইতেছিল। অভিমানিনী গর্ব্বিতা ললিতা এক একবার ভাবিতেছিল, সে তাহার শক্তিটা দেখাইয়া দিয়া এ আচরণের উপযুক্ত শিক্ষা এখনই দিয়া দেয়, আবার মাতৃপ্রদত্ত মন্ত্র যেন তাহাকে রুদ্ধবীর্য্য সর্পের মত নীরব রাখিয়া বলিয়া দিতেছিল, সপত্নীকে জয় করিয়া আত্ম-অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, এখন কয়েকটা দিন তাহাকে সমস্তই ঘাড় পাতিয়া সহ্য করিয়া লইতে হইবে।

লীলা কিন্তু এ ঘটনার বিন্দুবিসর্গও জানিত না, ভাগ্যদেবতা যে তাহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া অজ্ঞাতে এমনই একটা দারুণ অশনি ছুড়িয়া ফেলিবেন, তাহা যে তাহার কল্পনারও অতীত। সে মনোযোগের সহিত কি একটা সূচের কাজ করিতেছিল, হঠাৎ মাতাপুত্রের এই বাদপ্রতিবাদ শুনিয়া বারাণ্ডায় দোরের আড়ালে দাঁড়াইয়া কাণ্ডটা কি দেখিয়া কিছুই বুঝিতে পারিল না। তাহার পর ইহাদের কথাবার্ত্তায় যতটা বুঝিতে পারিল, তাহাতে সমস্তটা বুঝিবার সামর্থ্য তাহার আর রহিল না, বিবাহের কথাটা শুনিয়াই বুকটা সশব্দে কাপিয়া উঠিল। লগুড়ের দারুণ অতর্কিত

আঘাতে মানুষ যেমন যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করে, অনাকাঙ্ক্ষিত বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া যায়; জ্বালার সহিত সেইরূপ একটা বিস্ময়বিমিশ্রভাব তাহাকে আকুল করিয়া তুলিল। সে ক্ষণেকের তরে জ্বালাটাকে হৃদয়ের মধ্যে চাপিয়া রাখিয়া কি মনে করিয়া একেবারে বাহির হইয়া পাল্কীর দোরে বসিয়া পড়িয়া দুই হাতে বড় ভগিনীর মত ললিতাকে জড়াইয়া ধরিয়া টানিয়া নামাইতে গিয়া মৃদু মধুর স্বরে বলিল—"নেবে এস দিদি, চল ঘরে যাই।"

[১৩]

ঠিক ছোট ভগিনীটির মত ললিতার হাত ধরিয়া লীলা যে তাহাকে আনিয়া গৃহে প্রবেশ করাইল, সে গৃহপ্রবেশই যে লীলার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পাপের প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ এমন দারুণভাবে তাহাকে একেবারে বাহিরে আনিয়া অসহায়ভাবে দাঁড় করাইয়া দিবে, তাহা কিন্তু সৎ ও সরল বুদ্ধি লইয়া সে একটিবার কল্পনাও করিতে পারে নাই। অপ্রত্যাশিত গুরু কঠোর শোকসংবাদের মত স্বামীর দ্বিতীয় দারপরিগ্রহের সংবাদে সহসা তাহার মনটা যেন দমিয়া গেল। শরীরের সমস্ত রক্তটা ব্রহ্মরন্ধ্রে গিয়া উঠিয়া তাহার মাথাটাকে কেমন সংজ্ঞাশূন্য করিয়া তুলিয়াছিল। তাহার পর কি চিন্তা করিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে লীলা আপনাকে প্রকৃতিস্থ করিয়া একেবারেই ঠিক করিয়া লইল যে, নারীর দেবতা স্বামীই ত স্ত্রীর সুখদুঃখ ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের কর্ত্তা, তাঁহার যাহাতে সুখ, যাহাতে শান্তি, তাহাতেই ত স্ত্রীকে সুখী হইতে হইবে, পৃথক্‌ভাবে স্ত্রীর ত কোন সত্তা বা স্বাধীনতা নাই, স্বামী যাহাকে আপন সুখসুবিধার জন্য ধর্ম্মসঙ্গিনীরূপে বিবাহ করিয়া আনিয়াছেন, সেত তাহার মার পেটের বোন অপেক্ষাও স্নেহের

আদরের ভালবাসার ও পূজার পাত্রী। এই একেবারেই নিশ্চিত ধারণাটার জোরে লীলা প্রথম দর্শন হইতেই ললিতাকে নিজের অপেক্ষাও স্নেহে যত্নে পরিচর্য্যায় আপনার করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেছিল। কাজে কিন্তু কিছুই হইল না, তেল যেমন শত চেষ্টা করিয়াও জলের সহিত মিশিতে পারে না, লীলাও প্রাণের পরিপূর্ণ আগ্রহ ও প্রযত্ন-পরম্পরাদ্বারা ললিতাকে আপনার করিয়া লওয়া পরের কথা, একটি দিন তাহার হাসিমুখও দেখিতে পাইল না, বরং বিষম বিষলতার নিকটে থাকিয়া তাহার দূষিত তীব্র তাপে লতা যেমন আপনা হইতে দগ্ধ হইয়া শুকাইয়া যায়, তেমনই নীরবে নিরুপায়ে শুকাইয়া যাইতে লাগিল।

পিঞ্জরাবদ্ধ আমিষলোলুপ দুরন্ত শার্দ্দূল যেমন অনতিদূরে প্রিয়তম সুস্বাদু নরমাংস বা স্বচ্ছন্দ বিচরণশীল মৃগযূথ দেখিয়া ভিতরে ভিতরে ফুলিয়া চক্ষু ঘুরাইয়া বহিঃস্থিত প্রাণিমাত্রের মহাভীতি উৎপাদন করে, একবার ছাড়া পাইলে বিশ্বপ্রকৃতিটাকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে,—প্রতিশোধ লইয়া ছাড়িবে বলিয়াই মনে হয়, মাতার কূট মন্ত্রণাবদ্ধ বিশেষ করিয়া নিজ ভবিষ্যৎ সুকর করিয়া লইবার প্রবল আশার নিগড়ে নিয়ন্ত্রিত ললিতারও প্রথম স্বামিগৃহে ঢুকিয়া ঠিক সেই অবস্থাটিই ঘটিয়াছিল। সেও মনে মনে ফুলিয়া রক্তনেত্রে বিষ উদ্গীরণ করিয়া কবে স্বামীকে নিজ আয়ত্তের মধ্যে আনিয়া লীলার সর্ব্বনাশ সাধন করিতে পারিবে, কবে নিজ হৃদয়ের হলাহল পূর্ণমাত্রায় লীলার রক্তে রক্তে শিরায় শিরায় ধমনীতে ধমনীতে প্রবাহিত দেখিয়া আপন ক্ষুধিত পিপাসিত হৃদয়ের গুরু তৃষা জুড়াইবে, তাহারই জন্য ব্যগ্র উৎকণ্ঠায় প্রতীক্ষা করিয়া ক্রুদ্ধ অবরুদ্ধ গর্জ্জনে আপনার মধ্যে আপনি আচ্ছন্ন হইয়া মাতার পরামর্শমত বিদ্যুদ্দীপ্ত রূপচ্ছটা ও ভরা যৌবনের সমুন্নত অবয়বের পূর্ণ আবেগ লইয়া প্রতিদিন

প্রতিকার্য্যে নূতন নূতন উপায়ে স্বামীর নয়নমনোরঞ্জন করিয়া যখন তাহাকে একেবারেই আপন মুঠার ভিতর আনিয়া ফেলিল, তখন অনিচ্ছাসত্ত্বেও জোর করিয়া যেমন রোগীকে বিষতিক্ত ঔষধ খাওয়ায়, তেমনই লীলা ও ললিতমোহন সম্বন্ধে স্বকপোলকল্পিত কুৎসাগুলি তিন সন্ধ্যাই সুবোধের মনের মধ্যে বিষদিগ্ধ শলাকার মত প্রবেশ করাইয়া দিতে লাগিল। তাহার ফলে লীলার আর দুর্দ্দশা ও যন্ত্রণার অবধি রহিল না, সপত্নীদ্বেষের প্রতিমূর্ত্তি ললিতার ঘোর চক্রে আবদ্ধ সুবোধ লীলাকে দুর্ব্বিসহ ভৎর্সনায়, অপমানে, অবজ্ঞায়, লাঞ্ছনায়, বিহ্বল করিয়া ফেলিল, লীলার দিনগুলি অনাহারে অনিদ্রায় চোখের জলের সহিত কোন প্রকারে কাটিতে লাগিল।

এতটা করিয়াও কিন্তু ললিতা সন্তুষ্ট হইল না, লীলার আধপেটা আহার, ছিন্ন বসন, স্বামীর হতাদর ও অবজ্ঞা প্রত্যক্ষ করিয়া সে মনে মনে উৎসাহিত—পুলকিত হইল বটে, কিন্তু তাহাকে একেবারে পথে দাঁড় করাইতে না পারিলে যে তাহার মনোরথ সফল বলিয়া সে কোন প্রকারেই ভাবিতে পারে না, তাই সে পুনর্ব্বারও মাতার সহিত পরামর্শ করিয়া একেবারেই সর্ব্বনাশকর লীলার নামীয় ক'খানা চিঠি জাল করিয়া ইহাদের গুপ্ত প্রণয়ের কথা প্রকাশ করিয়া লীলা যে ব্যভিচারিণী তাহা প্রকৃষ্টরূপে বুঝাইয়া দিয়া গর্ব্বভরে অথচ কারুণ্য-বিজড়িত স্বরে বলিল—"এবারে কিন্তু তুমি ওকে আর ঘরে যায়গা দিতে পারবে না। ওকে তুমি তাড়িয়ে দাও, অমন দুষ্টার সঙ্গে এক বাড়ীতে থাকতে আমার কিন্তু কেবলই কেমন ভয় হচ্ছে।"

ললিতাকে কাছে টানিয়া আনিয়া আদর করিয়া সুবোধ বলিল—"আছে থাকুকই না, তাতে আমাদের ত আর কোন অসুবিধা হচ্ছে না,

বরং যা যখন দরকার, তাই আমরা ওকে দিয়ে করিয়ে নি। ওত একট ঝিচাকরাণীর মত মাটিতেই পড়ে থাকে।"

ললিতা শান্ত শিষ্ট মেয়েটির মত মিনতি করিয়া বলিল—"নাগো না, সে আমি চাইনি, ওকে দিয়ে তুমি যখন আমার পা টিপিয়ে নাও, তখন সত্যি আমার বড্ড ভয় হয়, মার কাছে শুনেছি, বেশ্যামাগীদের স্পর্শ কল্লেও স্বামীর অমঙ্গল ঘটে।"

সুবোধ ভাবিয়া পাইতেছিল না, কি করিয়া সে লীলাকে বলিবে 'ঘর থেকে বেরিয়ে যাও।' তাই নম্রভাবে বলিল—"তোমরা কিন্তু বলেছিলে একদিন হাতে হাতে ধরিয়ে দেবে। কৈ তা ত আজও পার নি, তা যদি পারতে ত আমি আবার ওকে ঘরে যায়গা দি ?"

স্মিতমুখে ললিতা এবার সুবোধের অধরোষ্ঠে নিজের পল্লবরক্ত তাম্বূলরাগরঞ্জিত অধরোষ্ঠ মিলাইয়া ডানহাতে গ্রীবা বেষ্টন করিয়া অপাঙ্গে বিলোল কটাক্ষ ত্যাগ করিয়া অভিমানের স্বরে বলিয়া উঠিল—"এই দেখ, আজই বলছ কিনা তা ত পারনি, দু'টা দিন কি আর সবুর কত্তে নেই, আগে একটিবার আসতেই দাও তাকে, কথাটা এখন প্রকাশ হয়ে পড়েছে, দু'দিন সবাই গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে, দু'দিন বাদে সবই ধরা পড়ে যাবে।"

"তা যদি হত ত, কথাটি ছিল না, জান ত তোমার দাদার সঙ্গে কথা হয়ে রয়েছে, তোমায় নিয়ে কলকাতা গেলেই তিনি আমায় একটা ভাল চাকরি করে দেবেন, আর যে কটা দিন কোন কাজকর্ম্ম থাকবে না, সে দিন কটা তোমার মাই খরচ চালাবেন। আমি কেবল অপেক্ষা কচ্ছি কেন জান, মা ও'র দিকে, প্রকাশ্যভাবে একটা দোষ দেখিয়ে দিতে না পাল্লে ত মাকে ললিত সম্বন্ধে কোন কথাই শোনাতে পারব না। জানত ললিত আমাদের কি উপকার করেছে। একটিবার মাকে বোঝাতে পাল্লে ওকে

দূর করে দিয়ে তোমায় নিয়ে পর দিনই কল্‌কাতায় যাব, এ ত আমি ঠিক করেই রেখেছি।"

ললিতা সুবোধকে একেবারে জড়াইয়া ধরিয়া আদরে সোহাগে গলিয়া গিয়া কপোলে কবোষ্ণ চুম্বন করিয়া বলিল—"তা যেতে হয় যাবে, না গেলেও ত আমার কোন আপত্তি নেই, তোমায় নিয়ে যেখানে থাকি, তাতেই আমার স্বর্গসুখ, ভগবান্ যেন তাই করেন, তোমায় নিয়ে বনে থাক্‌তেও যেন আমার কোন কষ্ট না হয়।"

গাছের আগায় বসিয়া কোকিল কাকলী তুলিয়া কলতানে গান গাহিতেছিল, পাপিয়া থাকিয়া থাকিয়া সুমধুর কোমলকণ্ঠে ডাকিতেছিল, পূর্ণ সুধারক তাহার স্নিগ্ধ কর বিকিরণ করিয়া আকাশ পাতাল ভাসাইয়া একটা মাদকতায় সমস্ত পৃথিবীটাকে হাসির মধ্যে ডুবাইয়া দিয়া জানালা গলাইয়া ঘরে ঢুকিয়া এই যুবতীর দীপ্ত মুখখানা আরও দীপ্ত করিয়া দিতেছিল, বসন্তের বায়ু নব আম্রমুকুলের গন্ধ লইয়া তাহার তীব্রতায় নিজেকে উন্মত্ত মনে করিয়া পুকুরের জলে ডুব দিয়া গন্ধটাকে হ্রাস করিয়া আসিয়া ঘরের মধ্যে আছাড় খাইয়া পড়িতেছিল, আর তাহার মৃদু কম্পনে ললিতার বেগুনি রঙ্গের কাপড়খানা হেলিতেছিল, দুলিতেছিল, এক একবার সুবোধের গায়ে আঘাত করিতেছিল, আবার ললিতার কবরীচ্যুত মসীকৃষ্ণ কুন্তল লইয়া ক্রীড়া করিতেছিল। মুহূর্ত্তে ললিতার গণ্ডে, কপোলে পুনঃপুনঃ চুম্বন করিয়া তাহাকে আরক্ত ব্যস্ত করিয়া দিয়া উদ্বেলিত আবেগে সুবোধ বলিল—"তোমার কথাই ঠিক ললিতা, আমি আজই ওকে বের করে দেব ঘর থেকে।"

তাহার পর সেই দীপ্ত চন্দ্রালোকে নির্ম্মল আকাশের তলে সদ্যঃগৃহবহিষ্কৃতা অপমানাহতা মর্ম্মপীড়ায় পীড়িতা, স্বামিপরিত্যক্তা লীলার হাত-

খানা হাতের মধ্যে লইয়া ললিতমোহন যখন জননীর ন্যায়, কন্যার ন্যায়, ভগিনীর ন্যায় তাহার গাঢ় বেদনার অংশ লইতেছিল, তখন সুযোগ পাইয়া বিড়ম্বিত দৈব একেবারে প্রত্যক্ষে দাঁড়াইয়া তাহার সর্ব্বনাশের পথ সুগম করিয়া দিল, যেন তাঁহারই নিদেশে ললিতা আসিয়া পেছন হইতে দেখিতে পাইয়া সুবোধকে চক্ষুব সম্মুখে ধরাইয়া দিল। আর সুবোধের বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না, সে কোন প্রকারের বিচার বা বিবেচনা না করিয়া পর দিনই ললিতাকে লইয়া কলিকাতায় চলিয়া গেল।

[১৪]

মানুষ যাহা ভাবে, তাহার চিন্তাশক্তি কেন্দ্র হইয়া তাহাকে যে ভাবে ঘুরাইয়া আনিতে চেষ্টা করে, বিধাতার কল সকল সময়ে ঠিক তার অনুকূল হইয়া চলিতে বাধ্য হয় না, সুবোধ বড় আশা করিয়া অবাধে ললিতার রূপ-যৌবন ও প্রাণের ভালবাসা উপভোগ করিবার জন্য পত্নীর স্নেহ, যত্ন ও পরিচর্য্যা লাভের প্রত্যাশায় আশান্বিত হইয়াছিল, কলিকাতায় আসিয়া কয়েকমাস অতীত হইতে না হইতেই তাহার সেই প্রবল আশাটা নেশার ঘোরের মত চন্দ্রপক্ষের ক্ষীয়মাণ কলার ন্যায় আস্তে আস্তে ক্ষীণ হইয়া আসিয়া তাহাকে সচেতন করিয়া তুলিল; যে সময় হইতে ললিতা বুঝিতে পারিল, স্বামী তাহার মুঠাব মধ্যে এমন ভাবে আসিয়া পড়িয়াছে যে, এ মুঠা ছাড়াইয়া তাহাকে আর বাহিরে বাহির হইতে হইবে না, তখনই সে নিজমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সুবোধের সর্ব্বময় প্রভু হইয়া উঠিল।

যে ভাবে যেমন করিয়া হউক, কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সুখে দুঃখে সম্ভোগের মধ্য দিয়া ইহাদের দীর্ঘ দুইটি বছর কাটিয়া গেল। ললিতার চরিত্রের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সুবোধ ক্রমে ধৈর্য্যহীন হইয়া

পড়িতে গিয়াও মদের উগ্র উন্মাদকর নেশার মতই তাহার ভরা যৌবনের প্রবল স্রোতের আকর্ষণে ভাসিয়া চলিল। রূপের নেশা তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া এমনই মোহাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল যে, সে ললিতার কথার উপরে কথাটি বলিতে পারিত না, কোন সময়ে লীলার চিন্তা মনে আসিলেই ললিতার সেই তড়িৎপ্রভা মূর্ত্তি সম্মুখে দেখিয়া সমস্ত বিস্মৃত হইয়া যাইত, ইহার উপর আবার সে নিজেও জানে না, ভাবিয়াও বুঝিতে পারে না, ললিতার প্রতিকূলে কোন কথা বলিতে বা কোন কাজ করিতে কেমন একটা ভয় কেমন একটা আশঙ্কা আসিয়া তাহার হৃদয়কে ব্যস্ত বিপর্য্যস্ত করিয়া তোলে।

এমনই অবস্থার মধ্যেও আজ সুবোধ মুহুর্ম্মুহুঃ কেমন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িতেছিল, ১০টা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত গাধার খাটুনি খাটিয়া বাড়ীতে ঢুকিতেই ললিতা অকারণ আজ তাহাকে এমন অনেকগুলি কথা শুনাইয়া দিয়াছিল যে, সে তাহার কোন উত্তর করিতে না পারিয়া চৌকির একপাশে একটা বালিশের উপর মাথা রাখিয়া কেবলই কি যেন ভাবিতেছিল, হায় মানুষের মন! কোন্ আঘাতে যে খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া কখন কি ভাবে তাহার গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে, তাহা কেহই বলিতে পারে না। এই দীর্ঘ দুই বৎসরে সুবোধ ললিতার নিকট কত লাঞ্ছনা কত গঞ্জনা যে ভোগ করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই, তবু কিন্তু সে ললিতাকেই আপনার সঙ্গিন সহধর্ম্মিণী, সুখ-দুঃখের একেবারেই পরম পদার্থ জ্ঞান করিয়াছে, আর আজ, আজ যেন সামান্য আঘাতেই তাহার মন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল, চিন্তাস্রোত অন্য দিকে গা ঢালিয়া দিয়াছিল। ললিতা শয্যায় শুইয়া এপাশ ওপাশ করিতেছিল, আর মধ্যে মধ্যে মাথার যন্ত্রণায় 'উঃ আঃ' করিয়া উঠিয়া তাহার নিত্যনৈমিত্তিক এই রোগের প্রবলতাটায় সুবোধকে আরও

বিরক্ত করিয়া তুলিতেছিল। অন্য দিন হইলে সুবোধ এমন অবস্থায় ললিতাকে দেখিয়া পাগল হইয়া তাহার মাথা টিপিয়া দিত, বাতাস করিত, এমনই আর কত রকমে কিসে ললিতা সুস্থ হইবে, তাহারই জন্য ব্যগ্র উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িত, আজ আর সে সেদিকে দৃষ্টিও করিতেছে না, দেখিয়া ললিতার মনেও কেমন একটা সন্দেহ সাড়া দিয়া জাগিয়া উঠিল, সে আর একবার পাশ ফিরিয়া শুইয়া কাতরস্বরে বলিল—"ওগো, বসে কি ভাব্‌ছ? আমি যে মাথার যন্ত্রণায় মলেম, একটিবার মাথাটা টিপে দাও না।"

সুবোধের চমক ভাঙ্গিল, তবু যেন সে ললিতার কথার অর্থ সম্যক্ প্রণিধান করিতে না পারিয়া অন্যমনস্কভাবে সহসা জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিল—"বল্‌তে পার ললিতা, লীলার কি হচ্ছে?"

ললিতা এবার সোজা উঠিয়া বসিয়া বলিল—"ওঃ, এই কথা ভাব্‌ছিলে? তাই বল, আমি ভাব্‌ছিলুম, কিই যেন একটা মস্ত চিন্তা কচ্ছ? আচ্ছা তোমার লজ্জা হয় না সে বেশ্যাটার কথা ভাব্‌তে—"

এমন কথা সুবোধ অনেকবারই কথাচ্ছলে ললিতার মুখ হইতে শুনিয়াছে, শুনিয়া সে যেন প্রীতই হইত, আজ কিন্তু অন্য দিনের মত সে প্রীতিটা তাহার হইল না। বরং একটা খোচা খাইয়া কেমন হইয়া পড়িয়া নূতনভাবে কেবলই সে ভাবিতে লাগিল, যে সুবোধ জীবনে ভাবনা কাহাকে বলে, তাহা জানিত না, আজ যেন জোর করিয়া কে সেই সুবোধকে একেবারে চিন্তারাজ্যে নিয়া ফেলিয়া দিল। লীলা ত তাহার পরিণীতা স্ত্রী, লীলা সম্বন্ধে এমন একটা কথা বিশ্বাস করিবার আগে একটু ভাবা, তাহাকে একবার জিজ্ঞাসা করাও তাহার উচিত ছিল নাকি? ভাবিয়া কোন কূলকিনারাই আজ যেন সে পাইতেছিল না, অথচ ললিতার কথার উত্তরে এসম্বন্ধে আর কোন কথা বলিতেও তাহার সাহসে কুলাইল

না। ললিতা এবার উত্তেজিত হইয়া শ্লেষ করিয়া বলিল—"ওগো আর মাথা গুজে ভাব্‌তে হবে না, সে বেশ ভাল আছে, অমন মানুষের আবার মন্দ হবে, তা হলে যে পৃথিবীর হাড় জুড়াত।"

সন্ধ্যার ছায়া লইয়া আস্তে আস্তে কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীণ চাঁদ ভয়ে ভয়ে যেন মুখ লুকাইয়া মেঘের কোণ হইতে উকি মারিতেছিল, উপরে আকাশের গায়ে দিনান্তের সংবাদ ঘোষণা করিয়া একটা পাখী ডাকিয়া গেল, সে শব্দে চমকিত সুবোধ বাহিরে দৃষ্টি করিয়া আনমনে ললিতার কথার উত্তরে বলিল—"তাই হ'ক্, বেচে থাক্, আমিত তাকে ত্যাগ করেছি, কিন্তু কোন অপরাধ যদি তার না থাকেত, ভগবান্ তাকে রক্ষা কর্‌বেন।" তার পর কিছু কাল নীরব থাকিয়া আবার সুবোধ প্রশ্ন করিয়া বসিল—"আচ্ছা ললিতা, কাজটা কি আমার ভাল হচ্ছে?"

ললিতা এবার অতিসন্তর্পণে শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিল, কয়েকবার 'উঃ আঃ' করিয়া রুষ্টস্বরে বলিল—"না বড্ড মন্দই হচ্ছে, কিন্তু কে তোমায় বল্‌ছে মন্দ কত্তে, এবার থেকে ভাল যা তাই কর, তাকে এনে মাথায় করে রাখ।"

"তোমার মত মাথায় থাক্‌বার ত সে ছিল না, সে যে পায়ের তলাই বড় ভাল বাস্‌ত।" অস্ফুটস্বরে কথা কয়টি বলিয়া সুবোধ ললিতাকে বলিল—"তা নয় ললিতা, ধর এই মাকে পর্য্যন্ত তিন তিনটা বছর একটি পয়সা দিচ্ছি না, তাঁরা খাচ্ছেন কি?"

ললিতা পূর্ব্বাপেক্ষাও রুষ্ট কঠোর স্বরে বলিল—"তাঁরা খাচ্ছেন কি, সে ভাব্‌না ভেবেত তোমার ঘুম হচ্ছে না, কিন্তু এ ক'টা বছর আমাদের চল্‌ছে কি করে, তা ত একটি দিনও ভাব্‌ছ না, আর একজন যে তোমার জন্য সর্ব্বস্বান্ত হচ্ছেন।"

সুবোধ ভীত হইয়া পড়িল, অথচ সে ভাবিয়া পাইল না, কে তাহার জন্য সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে। সে সারাদিন খাটিয়া নিজে যাহা উপার্জ্জন করিত, তাহাতেই তাহাদের দু'টা লোকের বেশ চলিয়া যাইবার কথা, অথচ ললিতার নিকট প্রতিদিন প্রতিকথাতেই তাহাকে শুনিতে হইতেছে যে, জামাতার জন্য তাহার মাতা একেবারেই রিক্তহস্ত হইয়া পড়িতেছেন, আশ্চর্য্য ও দুঃখের বিষয় এই যে, সে এ পর্য্যন্ত এমন কোন সংবাদ রাখে না যে, তাহার শ্বাশুড়ী তাহাদের আনুকূল্যের জন্য কপর্দ্দকও সাহায্য করিয়াছেন। তথাপি কিন্তু সে ভীতভাবে অন্য কথা পাড়িয়া বলিল—"সে হলেও আমার ত উচিত মাকে ও লীলাকে খেতে দেওয়া—"

অসমাপ্ত কথাটার মাঝখানে বাধা দিয়া ললিতা চীৎকার করিয়া বলিল —"উচিত হয় করই না, আমিত আর আট্‌কে রাখ্‌ছি না, এতই ভার হয়ে থাকিত, না হয় কালই এখান থেকে চলে যাচ্ছি।" বলিয়াই ললিতা শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া হন্‌ হন্‌ করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

[১৫]

পাশের বাড়ীর ঘড়ীতে নটা বাজিবার শব্দ রাত্রির পরিমাণটা জানাইয়া দিতেছিল। ললিতার শরীর আজ মোটেই ভাল না, সন্ধ্যাবেলায় লীলার নামটা হইতেই সে যে শয্যা গ্রহণ করিয়াছিল, তাহার পর হইতে ক্রমবর্দ্ধমান মাথার বেদনাটা তাহাকে একেবারেই অস্থির করিয়া তুলিল। সুবোধেরও আজ সে দিকে যেন মন ছিল না, তাহার চিন্তার ধারটাও যেন কেমন একরকমের খাপছাড়া গোছের হইয়া পড়িয়াছিল।

বাড়ীর দক্ষিণে জমিদারের গৃহসংলগ্ন বিস্তৃত উদ্যান। নৈশ হিমকণবাহী শীতল বায়ু উদ্যানের পুষ্পগন্ধ বহন করিয়া জানালার ছিদ্র দিয়া

চোরের মত ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল। চারাগাছগুলির তাম্ররক্ত নবপল্লব দূর হইতে ললিতার তাম্বূলরক্তরাগরঞ্জিত অধরোষ্ঠ দেখিয়া লজ্জিত হইয়া বাতাসের ভরে যেন নুইয়া পড়িতেছিল, আর এই অসহায় অপমানাহত পল্লবগুলির দুঃখে দুঃখিত হইয়া তাহাদের রাগ বৃদ্ধি করিয়া দিয়া গর্ব্বোন্নত করিবার জন্য চন্দ্রের পূর্ণকর উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া রজতকণা ছড়াইয়া দিতেছিল। বৃক্ষের শাখায় শাখায় পক্ষিকুল কলকণ্ঠে তান তুলিয়া গাহিয়া গাহিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িতেছে। সুবোধের সে দিকে লক্ষ্যও ছিল না। আজ যেন কেবলি মাতার করুণ অন্নাহারে জীর্ণ মূর্ত্তি তাহার চোখের উপর থাকিয়া থাকিয়া প্রত্যক্ষ হইয়া ভাসিয়া উঠিতেছিল। বালোচিত আত্মসুখপরায়ণতা ও বিবেকহীনতা তাহাকে অন্ধ করিয়া একেবারেই অনুভূতিহীন করিয়া রাখিয়াছিল। ক্রমবিকাশমান ললিতার দুর্ব্বোধ দুরন্ত চরিত্র যেন চিত্রাকারে পরিণত হইয়া একটা মৃদু অভিব্যক্তির অস্পষ্টচ্ছায়ায় তাহাকে কম্পিত শিহরিত করিয়া দিতেছিল। ললিতার যে প্রদীপ্ত অনলশিখার ন্যায় দীপ্ত তেজের ও সৌন্দর্য্যের নিকট পরাভূত আত্মবিক্রীত সুবোধ তাহার ক্ষণেক বিচ্ছেদে পৃথিবী অন্ধকার দেখিত, উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিত, যাহার বিচ্ছেদের আকুল আশঙ্কায় রামগিরির বিরহী যক্ষের মত প্রাণপ্রিয়া ললিতার অনন্ত সুষমামণ্ডিত প্রতিকৃতিজড়িত স্মৃতি নীল আকাশে, শ্যামলপত্র বৃক্ষে, স্পষ্ট চন্দ্রালোকে মেঘের কোলে বিদ্যুদ্দীপ্তিতে দেখিয়া দেখিয়া হাত বাড়াইয়া স্পর্শের স্পষ্ট অনভিব্যক্তিতে শিহরিয়া রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিত, কোকিলের তানে, বীণার মৃদুমন্দ ধ্বনিতে, কামিনীকুলের অলঙ্কারের নিঃস্বনে প্রাণপ্রিয়া ললিতার স্বরসংযোগ অনুভব করিয়া তাহার অসান্নিধ্যে হতাশ হইয়া দরদরধারে অশ্রু বিসর্জ্জন করিত, আজ বাল্যের মাতৃস্নেহের অগাধ অতলস্পর্শ

ভালবাসার তীব্র বেগটা শৈলাবরুদ্ধ ক্ষীণ নির্ঝরিণী যেমন বর্ষার জলে পুষ্ট হইয়া অবাধ গতিতে সম্মুখে যাহা পায়, তাহাই ভাসাইয়া দেয়, তেমনই সুবোধের হৃদয় হইতে ললিতার ভাবনাগুলিকে ভাসাইয়া লইয়া চলিল। মাতৃস্নেহের গভীর পূত স্মৃতি উচ্ছ্বসিত হইয়া প্রবল স্রোত ভাসমান কাষ্ঠখণ্ডকে যেমন টানিয়া সাগর ছাড়াইয়া বহুদূরে নিয়া দাঁড় করাইয়া দেয়, সুবোধকেও আজ যেন তেমনিই টানিয়া লইয়া ললিতার নিকট হইতে দূরে বহুদূরে দাঁড় করাইয়া দিল। সে ভাবিয়া পাইল না, তাহার কি হইয়াছিল, কোন্ অজ্ঞাত শক্তির অপ্রকাশ্য আক্রমণে ললিতার এত নিষ্ঠুরতা, এত প্রভুতা সে মোহাচ্ছন্নের মত তিন তিনটা বৎসর ধরিয়া নিরবচ্ছিন্ন ঘাড় পাতিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে। তিনটা বৎসর বিনা ওজরে নিরবচ্ছিন্ন সে ললিতার সেবাই করিয়া আসিয়াছে। আজ সহসা কোন্ দৈবশক্তির দ্রুত কষাঘাত অভিশপ্তের মত তাহার জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত করিয়া দিল। বাল্যের সেই চিরমধুর মাতৃস্তন্যের কথা মনে হইতেই সুবোধের শুষ্ক জিহ্বা আর্দ্র হইয়া উঠিল। যে অযাচিত অনাকাঙ্ক্ষিত অপ্রত্যাশিত স্নেহ লৌহ-বর্ম্মের মত বাল্য হইতে তাহাকে নিরাপদ নির্ব্বিবাদ করিয়া রাখিয়াছিল, আজ যেন সেই স্নেহই মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাহার অকৃতজ্ঞতার বীভৎস ব্যাপারটা অঙ্গুলীসঙ্কেতে দেখাইয়া দিল। মাতৃস্নেহের স্মৃতিগুলির সঙ্গে জড়িত ললিতমোহনের কার্য্যাবলীও যেন বিমুখ হইয়া তাহার নিদ্রিত মূঢ় হৃদয়ের উপর অজ্ঞাতে একটা দাগ বসাইয়া দিয়া অজ্ঞাতেই মিলাইয়া গেল।

এতটা নীরবতা ললিতার সহ্য হইতেছিল না। সে পাশ ফিরিয়া শুইয়া জড়িত স্বরে বলিল,—"ব'সে ব'সে কি যে ভাব্ছ, তা ত আমি বুঝ্তে পাচ্ছি না, খাওনা দু'টি রেঁধে নাও, আমার মাথাটা বড় জ্বালা কচ্ছে, আমি ত আজ আর রাঁধ্তে পার্ব না।"

সাংসারিক নানা কাজেই ইতিপূর্ব্বে সুবোধকে যথেষ্ট খাটিতে হইয়াছে, ললিতার আজ এ রোগ, কাল সে রোগ, তাহার উপর আবার এই নিত্য-নৈমিত্তিক মাথাধরাটা কাজের সময় যেন তাহার মধ্যে লাগিয়াই থাকিত, ললিতার কথামত কাজ করিতে সুবোধেরও এতদিনের মধ্যে এক দিনের জন্যও আলস্য বা ঔদাস্য, আপত্তি বা অসন্তুষ্টি দেখা যায় নাই। আজ এই সময়টুকুর জন্য যেন তাহার সে ভাবটা ছিল না, তাই সে কথাও বলিল না। ললিতার ক্রমে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল, এবার সে রূক্ষস্বরে বলিল,—"বসে কি দেবতার মূর্ত্তি ধ্যান কচ্ছ, না আর কিছু, বসে থাক্‌লে আজ খাওয়া হবে না, সে আমি ঠিকই বলে রাখ্‌ছি।"

সুবোধ তথাপি উত্তর করিল না। সহসা ললিতার হৃদয়ে আশঙ্কার একটা চাপা মেঘ যেন উঁকি দিয়া তাহার স্বাধীন আশঙ্কাহীন মনের উপর একটা আবিলতা চাপাইয়া দিল। স্বামীর এই অবজ্ঞার নীরব আঘাত যেন তাহাকে স্পষ্ট বলিয়া দিল, তাহাদের সমস্ত দুর্ভেদ্য ষড়যন্ত্র প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। ললিতা এবার ধীরে ধীরে উঠিয়া শয্যা ছাড়িয়া দাঁড়াইতেই সুবোধ তাহার হাত ধরিয়া বলিল,—"যাচ্ছ কোথা, শরীর ভাল নেই, শুয়েই থাক না।"

ললিতা স্বর নামাইয়া মৃদুমন্দভাবে বলিল,—"না, যাই, দুটি রেঁধে নি, সারাটা রাত না খেয়ে থাক্‌বে, সে হয় কি করে?"

সুবোধ একেবারে বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। ললিতার মুখে এমন কথা ত সে এই তিন বৎসরের মধ্যে একটি দিনও শোনে নাই, এক রাত্রি কেন তিন দিন তিন রাত্রি না খাইয়া থাকিলেও ত ললিতা যখন শয্যা লইয়াছে, তখন তাহাকে উঠিতে দেখা যায় নাই। সে অন্যমনস্কের মতই বলিল,—"না আমার মোটেই খেতে ইচ্ছা নাই, রাঁধ্‌তে হবে না তোমার।"

ললিতার মন এবার আরও নরম হইয়া পড়িল। অভিমান ও দর্পের গোড়ায় প্রকাণ্ড আঘাত পাইয়াও সে নিজের ভবিষ্যৎ আশঙ্কায় তটস্থ হইয়া উঠিল, কি জানি ইহার পর লীলা আসিয়া তাহার সাজান বাগানের মালিক হইয়া বসিয়া প্রতিকূল বাতাসে তাহাকে একেবারে ভাঙ্গিয়া ফেলে,—ললিতাকে দূর করিয়া তাড়াইয়া দেয়। তাই সে ম্লানমুখে সুবোধের হাত ধরিয়া কাতর বচনে বলিল—"বল না আমায়, আজ তোমার হয়েছে কি ?"

সেই ম্লান মুখের প্রতি দৃষ্টি করিয়া সুবোধ যেন আবার কেমন হইয়া গেল, ললিতার এই বিন্দুমাত্র ক্লেশ সুবোধের হৃদয়কে বায়ুর মৃদু আঘাতে উদ্বেল সমুদ্রের মত একেবারে উদ্বেগে অস্থির কবিয়া তাহার মনের গতি ফিরাইয়া তুলিল, সে ললিতার চিরদীপ্ত কাতর চক্ষুর কাল তারা দু'টির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া মূকের মত চাহিয়া রহিল।

ঠিক এই সময়ে ঘর ঘর করিয়া একখানা গাড়ী শ্লথ গতিতে দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, সে শব্দে দৃষ্টি ফিরাইয়া সুবোধ ও ললিতা উভয়েই বিস্মিত বিবর্ণ হইয়া পড়িল। প্রথমে ললিতমোহন, পেছনে বৃদ্ধা শ্বাশুড়ীর হাত ধরিয়া কষ্টে রোগা শরীর বহিয়া লীলা ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল।

বিষধর উদ্যতশীর্ষ সর্প দেখিয়া মানুষ যেমন একেবারেই হতাশ হয়, এই ব্যাপারে ললিতা তদপেক্ষাও হতাশ হইয়া জীবনের মত সমস্ত হারাইতে বসিয়াছে, মনে করিয়া লাল হইয়া ঘামাইয়া উঠিল। সুবোধ মুহূর্ত্ত বজ্রাহতের মত স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া সাশ্রুনেত্রে মাতার পাদস্পর্শ করিয়া পা মাথায় করিতেই মাতার অবরুদ্ধ অশ্রু দেবীঘটের শান্তির জলের মত সুবোধের শরীরে ফোটার আকারে বর্ষিত হইতে লাগিল।

ললিতমোহন কি বলিবে, এতক্ষণ যেন তাহা ভাবিয়াই পাইতেছিল না,

সহসা প্রায়মৃত্তিকাসংলগ্ন লীলার দিকে চোখ পড়িতেই সে ডাকিল,—"সুবোধ ?"

সুবোধ এতক্ষণে মায়ের হাত ধরিয়া গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, এ আহ্বানে আবার বাহিরে আসিয়া মন্ত্রমুগ্ধের মত মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। দয়া ও ক্ষমার প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ ললিতমোহন তাহার হাত ধরিয়া উচ্ছ্বসিত অশ্রু চাপিয়া রাখিয়া স্নেহপ্রবণস্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—"কেমন আছিস্ রে ?"

সুবোধ কোন কথা বলিল না, কথা বলিবার শক্তিও তাহার তখন ছিল না। সুবোধকে নীরব দেখিয়া ললিতমোহন এবার সহজ শান্তস্বরে বলিল—"লীলার এবার মরণাপন্ন ব্যামো হয়েছিল, বাঁচ্‌বে এমন আশা কারও ছিল না, অনেক চেষ্টায় এখন তবু কতক সেরেছে, কিন্তু রোগের আক্রমণ ত যাচ্ছে না, তাই তোর এখানে নিয়ে এলাম, ভাল চিকিৎসক দেখিয়ে যদি সারাতে পারিস।"

সুবোধ যেন সহসা কথা বলিবার মত মস্ত সুযোগ পাইল, সে শ্লেষ করিয়া বলিল—"কৈ অসুখের সংবাদও ত আমায় দেয় নি, তবে আজ আবার আমার এখানে কেন ?"

ললিতমোহন কোন প্রকারের দ্বিধা না করিয়া স্পষ্ট পরিষ্কারস্বরে বলিল—"বলিস কি, তোকে যে আমি নিজহাতে তিন তিনটা আর্জ্জেণ্ট টেলিগ্রাম্ করেছি।"

সুবোধের মনটা আর একবার আলোড়িত হইয়া উঠিল। সে অস্ফুটস্বরে বলিল—"তিন তিনটা টেলিগ্রাম, সে ত আমি ঘুণাক্ষরে জানিনি।" তার-পর একটু চিন্তা করিয়া মুখ তুলিতেই ললিতার প্রদীপ্ত অনলোল্লাস দৃষ্টির সহিত তাহার দৃষ্টি মিলাইয়া গেল। সুবোধ এতটুকু হইয়া পড়িয়া বলিল

—"সে যাক্, কিন্তু তোমারই ত বাসা রয়েছে, চিকিৎসা যদি কত্তেই হয় ত সেখানেও কত্তে পার, এখানে ত সুবিধে হবে না।"

লীলা এবার দেওয়াল ধরিয়া আস্তে আস্তে মাটির মধ্যে বসিয়া পড়িতেছিল, তাহার দিকে করুণ দৃষ্টিপাত করিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া ললিতমোহন বলিল—"আমার ওখানে রেখে চিকিৎসা কত্তে ত আমার কোন আপত্তি ছিল না, আর আমি বলেও ছিলাম তাই, কিন্তু লীলা ত রাজি হচ্ছে না।"

দূর হইতে চীৎকার করিয়া ললিতা বলিল—"ওসব ন্যাকামি এখানে খাটবে না, আমি কিন্তু বলে রাখ্ছি, এসব লোক যে বাড়ীতে থাকবে, আমি তার ত্রিসীমায়ও থাক্তে পার্ব না।"

"চুপ কর ললিতা" বলিয়া সুবোধ থামিতেই ললিতমোহন তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—"লীলা বল্ছিল, মর্তে হয় স্বামীর কাছেই মর্ব, ঘর থেকে যদি তাড়িয়েও দেন, তবু সেই মাটি আক্ড়ে পড়ে থাক্ব। এতে আমার অদৃষ্টে যা থাকে, তাই হবে।"

ললিতা গন গন করিয়া কি বলিতে যাইতেছিল; সহসা সুবোধের মাতা আসিয়া মাঝখানে দাঁড়াইয়া বলিলেন—"এসব কি কথা বাছা, ছি, অমন সোণার বৌ, মিছে দোষ দিয়ে ওকে ত তুই আর তাড়াতে পার্বি না। ওতে যে তোর পাপ হবে।"

ললিতা ঘাড় বাঁকাইয়া চীৎকার করিয়া বলিল—"মিছে দোষ, তাই না, আচ্ছা দিকই যায়গা, তখন দেখা যাবে।"

সুবোধ একেবারে বসিয়া পড়িল, একদিকে স্নেহের প্রতিমূর্ত্তি মাতার নিষেধ, অন্যদিকে প্রাণপ্রিয়া ললিতার বিধি, সে কোন্ পথ অবলম্বন করিবে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। ললিতা আবারও চীৎকার করিয়া বলিল

"রেখেই দেখ, আমি কালই চলে যাচ্ছি এবাড়ী থেকে। দাদাকে সব বল্‌ব, এই যে চাকরী হচ্ছে, দেখি কদ্দিন থাকে, সবাই যদি না খেয়ে মর ত তখন আমায় দোষ দিও না।"

দুর্ব্বলচিত্ত সুবোধ ভীত হইয়া পড়িল। ললিতার আদেশ মাথায় পাতিয়া লইয়া বলিল—"আমি ত ওকে ত্যাগ করেছি, আর যার জন্য ত্যাগ করেছি, তাও তোমার অবিদিত নেই, তবে আর আমার এখানে কেন?"

ললিতমোহন লীলার দিকে চাহিয়া অনায়াসে এই আঘাতটাও সহ্য করিয়া লইল। মনে মনে বলিল—"আমার ত কোন লক্ষ্যই নেই, তবে আর কেন, মানুষের কথায় আমার কি যায় আসে! লীলার সুখের জন্য প্রাণ দিতেও ত আমি কুণ্ঠিত নই, আমার জীবনের যদি কোন উদ্দেশ্য থাকে ত, সে লীলার সুখ, দেখি মরেও যদি তা ঘটাতে পারি!" তারপর প্রকাশ্যে বলিল—"এ কথার উত্তর ত ভাই আমি দিতে পারি না, লীলার অমতে তাকে আমার বাড়ী নেবার অধিকারও আমার নেই। ও এখানে আস্‌তে চেয়েছিল, আমি পৌঁছে দিতে এসেছি মাত্র।"

সুবোধ ঘাড় নাড়িয়া বলিল—"না না, সে কথা এখন আর আমি শুন্‌তে পারি না।"

সুবোধের বৃদ্ধা মাতা হাত ধরিয়া সুবোধকে বলিলেন—"থাম বল্‌ছি সুবোধ, মার কথা অবজ্ঞা করিস্‌ না।"

সুবোধ কোন জবাব দিবার পূর্ব্বেই ললিতমোহন দৃঢ়স্বরে বলিল—"আমি আর কোন কথা বল্‌তে চাইনি, কোন কথা শুন্‌বারও আমার দরকার নেই। এই লীলা তোর স্ত্রী, ওকে রাখা না রাখা তোরই হাত, এটা সবাই জানে যে, স্ত্রীতে সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা সবারই রয়েছে।"

বলিয়া ললিতমোহন আর কোন দিকে না চাহিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া একেবারে গাড়ীতে উঠিয়া পড়িয়া রুদ্ধকণ্ঠে ভাঙ্গা গলায় চীৎকার করিয়া বলিল—"জল্‌দি হাঁকাও।"

[১৬]

সেদিন স্বামী সহ গাড়ী হইতে নামিয়া পিতৃভবনে প্রবেশের পথে ললিতমোহনকে দেখিয়া সরসীর হাসিভরা মুখখানা হর্ষভরে দ্বিগুণ হাসিয়া উঠিতে না উঠিতেই সম্মুখের দরজার উপরে একটা আদালতের পিয়াদা দেখিয়া একেবারে ছাই-সাদা হইয়া গেল। ললিতমোহনের কর্ত্তব্যনিষ্ঠার গোড়ায় উৎসাহরূপ জলসেচনে সরসী নিজেই যে বীজ অঙ্কুরিত করিয়া তুলিয়াছিল, আজ সেই অঙ্কুর মহামহীরুহে পরিণত হইয়া বিষবৃক্ষের মত তাহার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে যেন একটা তীব্র বিষের হল্কা ঢালিয়া দিল। এক মুহূর্ত্ত স্তব্ধের মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া পরক্ষণেই দ্রুতপদে সাম্‌নের ঘরটার মধ্যে প্রবেশ করিয়া হস্তেঙ্গিতে ললিতমোহনকে ডাকিয়া তাড়াতাড়ি একটা নোটের তাড়া হাতে দিতে গিয়া ভীতকম্পিতস্বরে বলিল—"নিন্, এ দিয়ে বিধবার ঋণটা শোধ করে দেবেন।"

ললিতমোহন এক পা সরিয়া দাঁড়াইল, স্পর্শমাত্রে দগ্ধ হইবার ভয়েই যেন হাতখানা টানিয়া লইয়া সঙ্কুচিত চাহনিতে চাহিতেই সরসী সহজস্বরে বলিল—"এতে আপনি কুণ্ঠিত হবেন না, আপনার কাজ আপনি কচ্ছেন, বাপমার জন্যে আমাদেরও ত একটা কর্ত্তব্য রয়েছে।"

"আগে থেকেই এ তোমার বোঝা উচিত ছিল সরসী।" বলিয়া ললিতমোহন মুখ নত করিতেই সরসী দুঃখিতভাবে বলিল—"আপনি কিন্তু বৃথাই দুঃখ কচ্ছেন ললিতবাবু!"

"আর এ তিরস্কারই বুঝি তোমার উপযুক্ত হচ্ছে ?"

সরসী আরও সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল, স্বর খাট করিয়া এবার সে কহিল —"ললিতবাবু, আপনি ভুল বুঝ্ছেন, তিরস্কারের কথা ত এর মধ্যে কিছু নেই ; পিতার ঋণ, মেয়েই কি শোধ কত্তে পারে না !"

"সে ত আগেও পাত্তে, এত ঝঞ্ঝাটেই কি দরকার ছিল ; আর আমিও যে এ টাকাটা দিয়ে দিতে পারি না, এমন ত নয় ?"

"তবে তাই, আপনিই দিয়ে দেবেন, আমরা মেয়েমানুষ,—দুর্ব্বল, মুখে যাই বলি, চোখের উপর বাপমার এত নিগ্রহ ত সহ্য হয় না।" বলিয়া নোটের তাড়াটা যথাস্থানে রাখিতে যাইতেই নিখিলেশ ঝড়ের মত প্রবেশ করিয়া ক্রোধকম্পিতকণ্ঠে বলিল—"না ললিত, সে ত হবে না, ভালবাসার ওসব হেয়ালী আর খাট্‌ছে না, নিয়ে নাও টাকা। তোমার বড় আপনার বিধবা সে, সরসীর টাকা দিয়েই তার ঋণ শোধ কত্তে হবে।"

ললিতমোহনের চোখের দুইকোণ ভিজিয়া জল বাহির হইতেছিল, অতিকষ্টে তাহা রোধ করিয়া সে নিখিলেশের হাতখানা টানিয়া আনিয়া বলিল—"অন্যায়ই যদি হয়ে থাকে ত ক্ষমা করিস ভাই ?"

নিখিলেশ কথা বলিল না, তাহার অপমানাহত বিবর্ণ মুখ ক্রমেই যেন পাংশু হইয়া পড়িতেছিল। সে আস্তে আস্তে হাতখানা টানিয়া লইতেই দুই বিন্দু তপ্ত অশ্রু ললিতমোহনের চোখ বাহিয়া ঝরিয়া গড়াইয়া পড়িল। স্নেহপ্রবণস্বরে সরসী বলিল—"আমি বল্‌ছি, ললিতবাবু, টাকাটা আপনিই দিয়ে দেবেন।"

ঝঙ্কার দিয়া নিখিলেশ দৃপ্ত কণ্ঠে বলিল—"সাবধান সরসী, সব কথায় কথা কৈতে এস না। যা নয় তাই বল্‌ছ।"

"অন্যায় করে থাকি আমায় গালমন্দ কত্তে পারিস্, সরসীকে কেন ?"

বলিয়া ললিতমোহন আবারও নিখিলেশের হাত ধরিতে যাইতেই নিখিলেশ হাত সরাইয়া লইল। ললিতমোহন কোঁচার কাপড়ে চোখ মুছিয়া বলিল—"তবে যাই সরসী ?"

নিখিলেশ উত্তেজিতস্বরে বলিল—"না সেত হবে না, নে যাও টাকা।"

সরসী স্বামীর কাছ ঘেঁসিয়া বিনীতভাবে বলিল—"এত জেদই বা কেন ? এতে ললিতবাবু কি কষ্টটা পাচ্ছেন—"

নিখিলেশ এবার দ্বিগুণ চটিয়া উঠিয়া গায়ের জামাটা খুলিতে খুলিতে বলিল—"আবারও নেকামি কচ্ছ, লাই পেয়ে একেবারে মাথায় উঠেছ দেখ্‌ছি।"

কালমুখে সরসী সাম্‌নের চৌকীটার উপর অবশের মত বসিয়া পড়িল। ললিতমোহনেরও অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল, শ্বশুরবাড়ীর প্রতি নিখিলেশের এই অতিরিক্ত অনুরক্তিটা চিরদিনই সে ঘৃণার চক্ষে দেখিত। তবু মনের ভাব গোপন করিয়া বলিল—"হ্যারে, ওবেলা যাচ্ছিস্‌ ত আমার ওখানে। দোষ হয়েই থাকেত, তার জন্যে যা তোর বল্‌বার থাকে বল্‌বি, অমন মুখ কাল করে থাকিস্‌নি কিন্তু ?"

"না এবার আর তোমার ওখানে যাবার সময় হবে না।" বলিয়া নিখিলেশ হন্‌ হন্‌ করিয়া উপরে চলিয়া গেল।

সরসী উঠিয়া দাঁড়াইয়া কাতরকণ্ঠে বলিল—"এবার আপনি বাসায় যান, জানেন ত কাজ কত্তে হলে এমন আঘাত ঘাড় পেতে নিতেই হয়।" বলিয়া সেও উপরে উঠিতেই কে একজন ব্যঙ্গ করিয়া বলিল—"ধড় না, আপনার লোক ওঁদের ললিতবাবু, তাই বুঝি এ ভাবে ভালবাসার পরিচয় দিচ্ছে।"

[১৭]

নিখিলেশের আচরণটা ললিতমোহনকে একেবারে পথহারা করিয়া ফেলিল; জীবনে সে অনেক সহ্য করিয়াছে, এই নিখিলেশের আচরণে অত্যাচারে একবার টলিয়াছে ত আবার মনকে দৃঢ় করিয়া বাঁধিয়া লইয়াছে। আজ আর যেন সে পারে না, সেও ত মানুষ, ভাবনাভরা মনের রাশ ছাড়িয়া দিয়া বাসায় আসিয়া মুখ গুজিয়া পড়িয়া সে কেবলই ভাবিতেছিল, তবে আর কেন? সবাই যদি একবার মানুষ বলিয়া একটা অনুকূল কটাক্ষ করিতেও কৃপণতা করিল, তবে আমিই বা ভিখারীর মত পরের দোরে ঘুরিয়া বেড়াই কেন? পৃথিবীর লোক ত দিতে জানে না, শুধু নিতেই জানে, যত দাও আশা পূর্ণ হইবে না, ভাণ্ডার বোঝাই করিয়া রিক্ত হস্তে আবারও হাত পাতিবে, ইহাতে অপবর্গ আছে কি না, তাহা ললিতমোহন জানিত না; যশ, মান, খ্যাতি বা ভালবাসার যে লেশও নাই, আগাগোড়া ঘটনার উপর নিখিলেশের সে দিনের ব্যবহারটাই তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ লইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এতটা ভাবিয়াও দিন দুই যাইতে না যাইতেই কিন্তু দারুণ অশান্তিতে সে আবার কেমন হইয়া পড়িল, দুইদিন পরেই ললিতমোহন আবার নিখিলেশের কথা সরসীর কথা ভাবিয়া আকুল হইয়া উঠিল। এত অভিমান এত অশান্তির মধ্যেও নিখিলেশ তাহার উপর রাগ করিয়া থাকিতে পারিবে না, এই ভরসা আরও দুই তিনটা দিন তাঁহাকে কোনমতে ধরিয়া বাঁধিয়া রাখিল। হায় আশা, নিখিলেশ ত আসিল না, তাহার অসান্নিধ্যে ত ললিতমোহনও আর বাচে না। জল ছাড়িয়া মাছ যেমন বাঁচিতে পারে না, হাড়ি ফেলিয়া দিলে ভাত যেমন পচিয়া যায়, ললিতমোহনও তেমনই হইয়া উঠিল। অভিমানের উপর ঘা দিয়া কে যেন

তাহাকে ক্রমেই কাতর করিয়া তুলিল, পূর্ব্বস্মৃতিগুলির জ্বালায় অস্থির হইয়াও মান অভিমান সমস্ত ভুলিয়া ললিতমোহন প্রাণের দায়ে আবারও নিখিলেশের শ্বশুরবাড়ী গিয়া হাজির হইল। নীচ হইতে নাম ধরিয়া ডাকিতেই কে একজন কর্কশকণ্ঠে উত্তর করিল—"জামাইবাবু ঘুমিয়েছেন, তার সঙ্গে এখন দেখা হবে না, অম্নি চেচিয়ে তার ঘুম ভাঙ্গাবেন না যেন।"

হায় ললিত, কণ্টকাকীর্ণ কূপ দেখিয়া শীতল জলের আশায় যাওত, জলত মিলিবেই না, বরং রক্তের প্রবাহ বহিবে। ললিতমোহনের হৃদয়ের উপর অঙ্কুরিত অভিমান বেদনাভরে অবজ্ঞার ডালি উপহার লইয়া প্রবল আঘাত করিল। এই অভাবনীয় উত্তর আকাশপাতাল ব্যাপী একটা বিরাট বিদ্রোহের সূচনা করিয়া দিল, ললিতমোহনের হৃদয় নিখিলেশের বিরুদ্ধে একেবারে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। ইহার মধ্যে নিখিলেশের ইঙ্গিত রহিয়াছে, ইহা নিশ্চয় মনে করিয়া অগ্নিদগ্ধ মানুষের মত সে ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে আবারও বাসায় আসিয়াই পড়িয়া রহিল, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল প্রাণ যায়, সেও স্বীকার, তবু সে আর নিখিলেশের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখিবে না, প্রতিজ্ঞা কার্য্যে পরিণত করিতে কিন্তু সত্যই প্রাণান্ত হইয়া উঠিতেছিল, অবশেষে যখন আর পারেই না, তখন সরসীকে একখানা চিঠি লিখিয়া দশ পনর দিন হা করিয়া জবাবের জন্য পথপানে চাহিয়া থাকিয়াও যখন কিছুই মিলিল না, না জল না ফেন, না এক বিন্দু মেঘের সঞ্চার, না অমৃত, না বিষ, কেবল একটা খালি পাত্র, যাহা তাহার ছিল, তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে ইচ্ছা না করিয়া সে তল্পীতল্পা বাঁধিয়া রাত্রির ট্রেনে বাড়ীতে রওনা হইয়া পড়িল। নিখিলেশের অবজ্ঞাটা কিন্তু প্রস্তরখণ্ডের ন্যায় ভারি বোঝা হইয়া তাহার সঙ্গেই চলিল, তবু তাহাকে সে ভুলিবে, তাহাতে সংসার ত্যাগ করিতে হয়, সেও স্বীকার; প্রাণের

দাহ আশ্রয়ের সহিত দগ্ধ করে সেও আচ্ছা। জল না পাইয়া মনে মনে সে ঘোলের সন্ধানে প্রিয়ম্বদার নিকট শুষ্ক কণ্ঠ লইয়া ফিরিয়া আসিল।

বেলা ৩টা বাজিতে গৃহে প্রবেশ করিয়া ললিতমোহন দেখিল, প্রিয়ম্বদা উপাধানহীন মস্তকে শয্যার এক পাশে অসাড়ের মত পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার ভ্রমরকৃষ্ণ রুক্ষ চুলের রাশ আশে পাশে ছড়াইয়া পড়িয়া দুরদৃষ্টের পরিচয় দিতেছিল, শরীর কেমন নিষ্প্রভ, ম্লান, বেদনাভার মুখের উপর জানালা গলাইয়া দিনের আলোটা যেন উপহাস করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, অনুতাপদগ্ধ ললিতমোহনের হৃদয় আজ এই অসহায়া চির-অবজ্ঞাতা প্রিয়ম্বদাকে দেখিয়া ক্রন্দনের রুদ্ধ উচ্ছ্বাসে আলোড়িত হইয়া উঠিল। ঘর ছাড়িয়া পরের দোরে দোরে ঘুরিয়া অমৃতের জন্য হাত বাড়াইয়া সে যে শুধু বিষই লাভ করিয়াছে, এক মুহূর্ত্ত নীরবে দাঁড়াইয়া প্রিয়ম্বদাকে ধরিয়া তুলিতে গিয়া মাথার গোড়ায় হাত দিতেই ললিতমোহন শিহরিয়া উঠিল। প্রিয়ম্বদার চক্ষুজলে শিক্ত শয্যা মনের উপর একটা ভার—কলঙ্কের কাল দাগ দিয়া দিল, অতি ধীরে অতি সন্তর্পণে প্রিয়ম্বদার বিরহক্ষীণ দেহযষ্টি ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া কপোলে কবোষ্ণ চুম্বন করিতেই প্রিয়স্পর্শে সুপ্তোত্থিতা প্রিয়ম্বদা হৃদয়ের উপর একটা নব-বসন্তের পরিপূর্ণ সম্ভারের শিহরণ অনুভব করিল। চোখ মেলিয়া চাহিয়া দুঃখজড়িতস্বরে বলিল—"তবু ভাল, এদ্দিন পরে মনে পড়েছে। কেন আর কি কোন কাজও ছিল না!"

সময়ে একের একটা সাধারণ আঘাতেও মানুষের মনের উপর এমনই একটা ভাব, এমনই একটা ভাবনা, অব্যক্ত বেদনার পসরা লইয়া চাপিয়া বসে, যাহার জোরে মানুষ আকাশ পাতাল হাতড়াইয়া কাছের গোড়ায়

কিছুই পায় না, না শূন্য, না ধূলিকণা, না তৃণখণ্ড, কেহই তাহাকে আশ্রয় দিতে চাহে না, শূন্যে অনন্ত শূন্য, মর্ত্ত্যে অগণ্য অভাব—অপরিমিত হাহাকার যেন তাহাকে জড়াইয়া ধরে। অভাবের মধ্যে হাহাকারের মধ্যে পড়িয়া সে যখন দিগ্‌ভ্রান্ত পথিকের মত অবজ্ঞা বা অপমানদিগ্ধ অন্ধ চক্ষু লইয়া দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়ায়, তখন তাহার কাছে যেই আসুক, যাহাই উপস্থিত হউক, তাহাকেই সে সজোরে জড়াইয়া ধরে, যেন কেহ ছিনাইয়া কাড়িয়া না লয়, তাহারই মধ্যে প্রাণের বেদনা ঢালিয়া দিয়া একবিন্দু সুখেরও প্রত্যাশা করে। তাই জীবনের বন্ধন, প্রাণের আধার, পৃথিবীর সার নিখিলেশ ও সরসীর নিকট হইতে এত বড় আঘাতটা পাইয়া ললিত-মোহন চিরশুষ্ক কণ্ঠ লইয়া প্রিয়ম্বদাকেই মহামূল্য রত্ন মনে করিয়া পূর্ণ উচ্ছ্বাসে প্রেমের ডালি, ভালবাসার পসরা লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইয়া-ছিল, গাঢ় আলিঙ্গনে মনের ব্যথা ঢালিয়া দিতে গিয়া ললিতমোহন অব্যক্ত কণ্ঠে বলিল—"না, আর ত আমি কাজ কাজ করে ঘুরে বেড়াব না প্রিয়ম্বদা, ও যে কল্লে আর ফুরোতে চায় না।"

"সে আমার বরাত" বলিয়া বিষাদখিন্ন চাহনিতে একবার চাহিয়া উঠিতে যাইতেই ললিতমোহন আবারও তাহাকে দৃঢ়রূপে জড়াইয়া ধরিয়া মূকের মত সেই কাল মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মুহূর্ত্তের জন্য স্পর্শসুখ অনুভব করিয়া প্রিয়ম্বদা জিজ্ঞাসা করিল—"নিখিলবাবু কেমন আছেন ?"

প্রদীপ্ত অগ্নিতে ঘৃত ঢালিয়া দিল, হু হু করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। ললিত-মোহনের হৃদয় দাউ দাউ করিতেছিল, সে মুহূর্ত্তের জন্য প্রিয়ম্বদাকে ভুলিল, জগৎ ভুলিল, সংসার তাহার নিকট হইতে দূরে সরিয়া গেল, কেবল নৃত্য করিতে লাগিল, নিখিলেশের অবজ্ঞাভরা মুখখানা। প্রিয়ম্বদা আবার

জিজ্ঞাসা করিল—"কি অত ভাব্‌ছ, তাঁরা ভাল আছেন ত? সরসীর খবর কি?"

"সে কথা আর কেন প্রিয়ম্বদা, আমি ত তাদের ভুল্‌তে বসেছি?" বলিয়া ললিতমোহন বুকে হাত দিয়া জোরে চাপিয়া ধরিল।

প্রিয়ম্বদা বিস্মিত হইয়া গেল, বলিল—"তার মানে?"

"মানে আবার কি, তারা যদি আমার বাড়ী মাড়াতেও অপমান মনে কল্লে, আমিই বা এমন কি দায়ে পড়েছি, যে হাত কচ্‌লাতে যাব।"

প্রিয়ম্বদা দেখিল, ললিতমোহন কাঁদিয়া ফেলিতেছে, বুঝিল ইহা অভিমান নহে, অন্তর্দাহ, সে ঠাণ্ডা করিবার জন্য গোছাইয়া লইয়া বলিল—"দোষ ত তোমারও কম নয়, একেবারে ক্রোক নিয়ে হাজির।"

ললিতমোহন আগুন হইয়া উঠিল, বলিল,—"দোষ আমার, কেন, সরসী ত তখন জোর করে বলেছিল, যে ক'রে হয় টাকাটা আদায় কত্তেই হবে।" বলিয়া একবার থামিয়া আবার দ্বিগুণ উত্তেজনার সহিত বলিল —"ও সব ন্যাকামি, আমি আর জানি না, ও শ্বশুরবাড়ীর গোলাম, তাদের পান থেকে চুণ সরে গেছে কি একেবারে অজ্ঞান হয়ে পড়্‌বে। আমি বলেই না এতকাল সহ্য করে নিয়েছি।" বলিয়া ললিতমোহন একটা গভীর দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করিয়া আবারও বলিল—"এদ্দিনে জেনেছি, পর কখনও আপন হয় না, নৈলে ওবারে একদিনের জ্বরে নিখিল কিনা আমার বাসা ছেড়ে চলে গেল।"

প্রিয়ম্বদা দেখিল, আগুন ধরিয়াছে, ইহার মুখে যাহা দিতে যাইবে, তাহাই দগ্ধ হইবে; সে এতগুলি কথার উত্তরে সাহস করিয়া একটা কথাও বলিতে পারিল না, ললিতমোহন উঠিয়া দাঁড়াইয়া আবার বলিল—"নয় ত করেছিই একটা দোষ, তা বলে আমার ছায়া মাড়ালেও কি প্রায়শ্চিত্ত

কত্তে হত? একবার এল'ও না, শেষটা থাকৃতে না পেরে, মানঅভিমান সব ভাসিয়ে দিয়ে নিজে গেলুম, দেখাটা কল্লে না, সরসীকে চিঠি লিখ্‌লুম, জবাবও দিলে না।”

প্রিয়ম্বদা অন্ত প্রসঙ্গ উঠাইতে গিয়া বলিল—“লীলা কেমন আছে?”

লীলা তখন দরিয়ায় ভাসিতেছিল, ললিতমোহন অসম্বদ্ধ ভাবে বলিতে লাগিল—“আচ্ছা ধরই না, ওবার জ্বরের সময় ও যখন চলে যায়, তখন কি আমায় একবার জিজ্ঞেস কল্লে, না, তাতে ওর কোন দোষ হল না, আমার'ও কোন কষ্ট হয় নি! কেমন? আর যারা নিয়ে গেল, তাদের আক্কেলটা একবার দেখ, আমায় একবার বল্লেও না, যেন তারাই সব, আমি কেউ নৈ। আরে কোথায় ছিলি তোরা, তোরা কি জানিস্, আমি এদের জন্যে কি করেছি!”

“করেছ বেশ হয়েছে, করে নাকি আবার নিজের মুখে মানুষ তা বলে।” বলিয়া প্রিয়ম্বদা থামিতেই ললিতমোহন হতাশ হইয়া বলিল—“আমিই বা এমন কি বলেছি, আর যা করেছি ওদের, তা কি কেউ বল্‌তেই পারে, আমি না থাক্‌লে কোথায় থাকৃত ওর এত সুখ, সরসীর অসুখ দেখে ওর বাপমাত ওকে বে দেবে বলেছিল, আমি ছাড়া কেউ পেরেছিল, তা রোধ কত্তে, তার পর সেবার ওর ভাই মারা গেল, রোগের নাম শুনে কেউ কাছ ঘেস্‌লে? ওর শালা ঐ বিভূতিবাবু, যে এখন বড় আত্মীয় হয়েছে, সে ত কাজের নাম করে কল্‌কাতা ছেড়ে সটান দৌড়।”

প্রিয়ম্বদা এবার ললিতমোহনের হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিয়া বলিল—“নাও, আর ও-কথায় কাজ নেই, সারাটা দিন গেছে মুখে জলটুকু দাও নি, চল চান্ করবে।”

ললিতমোহন উঠিয়া দাঁড়াইয়া চোখের জল ছাড়িয়া দিয়া বলিল—"তুমিও ত জান না প্রিয়ম্বদা, নিখিল আমার কে, সে আমার কতখানি।" বলিয়া অবশের মত প্রিয়ম্বদার হাত ধরিয়া বাহির হইয়া গেল।

[১৮]

লীলা যখন রহিয়াই গেল, তখন ললিতা ঈর্ষ্যার আগুনে জ্বলিয়া পুড়িয়া দিনরাত্রি কথার ঝড়ের মধ্যে নিজের কূটবুদ্ধির প্ররোচনায় এমন অগ্নিকাণ্ড ঘটাইয়া উঠাইল যে, তাহার দাপটে সুবোধ ও লীলা তটস্থ হইয়া পড়িল, এক দিকে ললিতা, অন্যদিকে মা, মধ্যস্থানে লীলা ও সুবোধ যেন জাতায় পেষিত হইতেছিল। লীলা সে পেষণ কোন রকমে সহ্য করিল, সুবোধ যেন পারিতেই ছিল না, তত ধৈর্য্য তাহার ছিল না, বিশেষ ঘরে থাকিতে হইলে ললিতাকে ছাড়িয়া কেন যেন সে তিষ্ঠিতেই পারিত না। অথচ ললিতার ব্যবহার যে ক্রূর সর্পের অপেক্ষাও খল। সে ভাবিয়া পাইল না, এই আকর্ষণের বাহিরে গিয়া কি করিয়া সে ললিতার ব্যবহারের হাত এড়াইবে।

লীলার উপস্থিতির দিন পনর পরে সে দিন সন্ধ্যাবেলায় সুবোধ সারা দিন খাটিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল, ঝগড়া বিবাদ সেত অনবরতই হইতেছিল, তাহার মুহূর্ত্ত বিশ্রাম ছিল না, সে আশাও সে করিত না। কিন্তু এতদিনের মধ্যে, এত কাণ্ডের মধ্যেও কৈ ললিতাকে ত সে বিমুখ দেখে নাই, শত অনুনয় বিনয় করিয়াও এক মুহূর্ত্তের জন্য তাহাকে নিরস্ত করিতে পারে নাই। তবে আজ এ কান্না কেন? সুবোধ ললিতাকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিত; শত সহস্র অপরাধের মধ্যেও তাহার দুঃখ দেখিলে সে উন্মাদ হইয়া উঠিত। প্রাণপ্রিয়া ললিতার চোখে জল

দেখিয়া সে পৃথিবী অন্ধকার দেখিল, তাড়াতাড়ি ললিতাকে ধরিয়া তুলিয়া দীন বচনে একটু ব্যঙ্গস্বরেই জিজ্ঞাসা করিল—"একি ললিতে? তুমি যে বড় কাঁদছ?"

ললিতা ফোস করিয়া উঠিয়া বলিল—"দেখ, আজ যদি এর ব্যবস্থা না করত আমি বিষ খেয়ে মর্‌ব, তা তোমায় বলে রাখ্‌ছি।"

সুবোধ অবাক্ হইয়া গেল, মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া আবার বলিল—"কিসের ব্যবস্থা ললিতে, তোমরা ত সমান লড়্‌ছ, কেউত আর আমার কথা শুন্‌বে না, তবে আবার আমায় কেন?"

ললিতা গর্জ্জিয়া বলিল—"কিছু যদি নাই কর ত আজই আমি মাথা খুড়ে মর্‌ব। ও মাগী যে আমায় যা তা বল্‌বে, ঐ বেশ্যা মাগীর পাতের এঁটো পর্য্যন্ত খেতে দেবে, তা'ত আমি সইতে পার্‌ব না।"

সুবোধ উদ্বিগ্ন হইয়া বলিল—"ছিঃ ললিতা, তিনি যে আমার মা, তোমার গুরুজন, তাঁকে কি এভাবে কোন কথা বল্‌তে আছে।"

"না আমি ত আর কোন কথা বল্‌তেও চাইনি, আমায় বিষ এনে দাও, খেয়ে মরি।" বলিয়া আবারও কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

সুবোধ গলিয়া গেল, সে ললিতার ব্যবহার যতই দেখিতেছিল, ততই তাহার ধৈর্য্যচ্যুতি হইলে'ও সে জানে না, কেন সে একমুহূর্ত্ত ললিতার কথা ভুলিতে পারে না, তাহার চোখে জল দেখিলে প্রাণ হাহাকার করিয়া ওঠে, পৃথিবী অন্ধকার বলিয়া মনে হয়। ললিতা সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া একটা পাথরের খণ্ড কুড়াইয়া লইয়া বলিল—"বল এই সন্ধ্যে বেলা, তোমায় জিজ্ঞেস কচ্ছি, এদের তুমি তাড়াবে কি না? নৈলে এখনই নিজের মাথায় নিজে পাথর বসিয়ে দেব।"

তাড়াতাড়ি ললিতার হাত ধরিয়া বিনয় করিয়া সুবোধ বলিল—

"ললিতে, আজকের মত মাপ কর, আমি মাকে বুঝিয়ে বলে দেখি, তিনি যদি নাই শোনেন ত তখন যা হয় করব।"

পরদিন রবিবার দুপুরে খাইতে বসিয়া সুবোধ জিজ্ঞাসা করিল— "ললিতা, মা কোথায় রে।"

ললিতা জবাব দিল না, লীলা কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল—"মাকে যে দিদি তাড়িয়ে দিলে, তিনি ত এই খানিক আগে বাড়ী থেকে কোথায় চলে গেছেন।"

সুবোধের মুখের ভাত মুখেই রহিল, সে তীব্র ভাবে বলিয়া উঠিল— "ললিতা, তুমি আমায় বাড়ী ছাড়া না করে আর ছাড়্‌ছ না দেখ্‌ছি! এত ত আমি আর সহ্য কত্তে পাচ্ছি না।"

ললিতা ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিল—"না, আর কাউকে ত বাড়ী ছাড়্‌তে হবে না, আমিই বিদেয় হচ্ছি।"

সুবোধের মুখ শুকাইয়া গেল। সে লীলার দিকে চাহিয়া উন্মত্তের মত বলিল—"তোর মুখ দেখাতে লজ্জা হয় না, কোন্ মুখে আবার আমার কাছে আসিস্।"

ললিতা মনে মনে হাসিয়া বলিল—"দেখ, আমার কথা ত বিশ্বাস করবে না, এ রাক্ষসীই ত তোমার নামে নানা কথা বলে মাকে তাড়িয়েছে।"

লীলা মাথা নীচু করিয়া আস্তে আস্তে বাহির হইয়া গেল। দুপুরের সে তীব্র তাপটা তাহাকে কিন্তু একেবারে জলন্ত বহ্নির মত গ্রাস করিয়া ধরিয়াছিল। সহসা সুবোধের মাতা গৃহে প্রবেশ করিয়া একেবারে পুত্রের ভাতের থালার উপর ঝুকিয়া পড়িয়া কাঁদিয়া বলিলেন—"আমাদের তুমি পাঠিয়ে দাও বাপু, আমি ত আর দিন দিন এ ঝাটা সইতে পাচ্ছি না।"

সুবোধ ভাত ফেলিয়া উঠিল। মাতার মনে দারুণ আঘাত করিয়া বলিল—"কাউকে পাঠাতে হবে না মা, আমিই সরে পড়্ছি।"

মাতা নিদারুণ বিস্ময়ে ও দুঃখে জড়িত হইয়া হা করিয়া তাহার পুত্রের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

[১৯]

নিখিলেশের তীব্র আঘাতটা অভিমানের রূপ ধরিয়া শল্যের মত প্রতি দিন প্রতি সন্ধ্যায়ই যে ললিতমোহনের হৃদয়ের উপর সবল আক্রমণ করিতেছিল, তাহার হাত এড়াইতে গিয়া ঝড়ের পূর্ব্বের স্তব্ধ প্রকৃতির মত সে আর বেশী দিন মুখ বুজিয়া হাতপা বাধিয়া বসিয়া থাকিতে পারিতেছিল না, একটা কিছু কাজ ত তাহার চাই, যাহার ব্যস্ততায় অন্ততঃ দু'টা দিনও সে ভুলিয়া থাকিতে পারে। তাই সেদিন ভোর বেলায় রৌদ্রের মৃদু স্নিগ্ধ স্পর্শে প্রকৃতি যখন হাসিতেছিল, মন্দ বায়ু যখন জানালাপথে প্রবেশ করিয়া শরীর মন পবিত্র ও শীতল করিয়া দিতেছিল, তখন প্রিয়ম্বদাকে আপন অঙ্কে টানিয়া আনিয়া সে বলিল—"আমি আজকে কৃষ্ণগঞ্জে যাচ্ছি প্রিয়ম্বদা, জান ত সেখানে একটা পুকুর কাটিয়ে দেব বলে প্রতিশ্রুত হয়ে ছিলুম।"

এ কয়দিনের ব্যবহারে প্রিয়ম্বদাও বেশ ভাল করিয়াই বুঝিয়া লইয়াছিল যে, নিখিলেশ ও সরসীকে ভুলিয়া তাহার স্বামীকে যদি বাচিতেই হয় ত, এমন একটা অবলম্বনই দরকার, যাহা তাহাকে পৃথিবীর সমস্ত কোলাহল হইতে দূরে রাখিতে পারে। নিখিলেশের চিন্তায় ললিতমোহন যে দিন দিনই একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, হাহাকার দীর্ঘশ্বাসেই তাহার দিনরাত্রি অতিবাহিত হইতেছে, এ কত দিন ধরিয়া প্রিয়ম্বদার সুখশান্তির জন্য

ললিতমোহন ব্যগ্র আগ্রহ প্রকাশ করিলেও প্রিয়ম্বদা নিঃসংশয়ে তাহা বুঝিয়াছিল। প্রিয়ম্বদাকে দিয়া ললিতমোহনের বিন্দুমাত্র শান্তি বা শোয়াস্তি নাই, তাহার হৃদয়ের আগুন নিবাইতে সাহায্য করিবে এমন একবিন্দু জলও যেন সে প্রিয়ম্বদার নিকট হইতে লাভ করিতে পারে না। এতটা বুঝিয়াও প্রিয়ম্বদা মনের ভাব গোপন করিয়া বলিল—"সে নয় দশ দিন পরেই হবে, আর কটা দিন বাড়ীতেই থাক না, এমন ভাগ্য ত আমার আর হয় নি ?"

চাপা দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করিয়া ললিতমোহন বলিল—"বাড়ীতে ত এখন কোন কাজও নেই প্রিয়ম্বদা, এ অবসরে ঐ কাজটাই সেরে আসি।"

মাথা নীচু করিয়া স্মিত হাস্যে প্রিয়ম্বদা বলিল—"মোটের মাথায় একটা কিছু চাই, ঘরে ত আর মন টেকে না।"

"এতে ত না বল্‌বার যো নেই, সত্যকে যদি ঢাকৃতেই হয়ত সেখানে যে একটার যায়গায় সহস্র মিথ্যাকে দাঁড় করিয়ে নিতে হবে। নিখিলকে ত কোন রকমেই ভুল্‌তে পাচ্ছি না।"

প্রিয়ম্বদা মৌন হইয়া রহিল, তাহার দুরদৃষ্ট যেন উপহাস করিয়া বলিল—"অধিকারের দাবীতে ত কিছুই জোটে না, দাবীকে প্রমাণ কৰ্ত্তে পাল্লে তবেই জানি মহাজন।" ললিতমোহন কি ভাবিয়া ধীরে ধীরে প্রিয়ম্বদাকে কাছে টানিয়া আনিয়া আদর করিয়া বলিল—"সেখানে আমি ত আর বেশী দেরি কচ্ছি না, দু'চার দিনেই কাজ সেরে চলে আস্‌ছি।"

প্রিয়ম্বদা ম্লান মুখে যেন ছিট্‌কাইয়া উঠিয়া উত্তর করিল—"আশাকে যেন কেউ আর বিশ্বাস করে না, সে যে বিশ্বস্তের গলায়ই ছুরি বসিয়ে দেয়।" বলিয়া স্বামীর পা মাথায় ও বুকে ঠেকাইয়া শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল।

পাঁচসাত দিন পরে দুপুরে বিছানায় পড়িয়া পড়িয়া প্রিয়ম্বদা ললিত-মোহনের কথাই ভাবিতেছিল, কয়েকদিনের জন্যে যে আশাকে বিন্দুমাত্রও সে বিশ্বাস করিয়াছিল, তাহা যে একেবারেই অন্তর্হিত হইতে বসিয়াছে, সে কি করিবে, কি করিলে ললিতমোহনকে সুখী করিতে পারিবে, তাহা ত তাহাকে কেহই বলিয়া দিতে পারে না। সে যে বড় অভাগিনী, রমণী হইয়া স্বামীকেই যদি সে সুখী করিতে পারিল না, তবে ত তাহার জন্মজীবন সকলই বৃথা। সহসা একটা শব্দ শুনিয়া বাহিরে আসিতেই একখানা পাল্কী বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিতেছে দেখিয়া তাহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, পেছনে বিশ্বস্ত ভৃত্য রমানাথ যেন অতিকষ্টে পথ বহিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, প্রিয়ম্বদা আর সহ্য করিতে পারিল না, চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কিরে রমানাথ, পাল্কীতে কে এল, বাবু ভাল আছেন ত ?"

রমানাথ বসিয়া একেবারে মাথায় হাত দিয়া বলিল—"মা সর্ব্বনাশ হয়েছে, বাবু বুঝি আর বাঁচে না ?"

প্রিয়ম্বদা আর শুনিতে পারিল না, তাহার সমস্ত শরীর ঝাকানি দিয়া কাঁপিয়া উঠিল। পাগলের মত ছুটিয়া গিয়া পাল্‌কীর দোর খুলিয়া একবারমাত্র দৃষ্টি করিয়াই সে মূর্চ্ছিতার মত পড়িয়া গেল। বৃদ্ধ বিশ্বস্ত ভৃত্য রমানাথ প্রিয়ম্বদাকে ধরিয়া মাথায় জলের ঝাপ্‌টা দিতেই প্রিয়ম্বদা চোখ মেলিয়া চাহিয়া কাঁদিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আমার এ সর্ব্বনাশ কে কল্লেরে রমানাথ, এমন করেও নাকি মানুষ মানুষকে কুপিয়ে কাট্‌তে পারে।"

"সে অনেক কথা, চল এবার বাবুকে ধরে ঘরে নে যাই।"

অনেকক্ষণ সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, অসহ্য গরম, ঘরের ভিতর মানুষগুলিকে দম বন্ধ করিয়া ফেলিতেছিল, অত রাত্রিতেও দিনের তপ্ত

বায়ু যেন ঘরের মধ্যে গুমট পাকাইয়া রহিয়াছে। স্তিমিতপ্রায় একটা আলো জ্বালিয়া নিখিলেশ আর প্রিয়ম্বদা ললিতমোহনের চেতনার প্রতীক্ষা করিতেছিল। সহসা গভীর নিস্তব্ধতা মথিত করিয়া প্রিয়ম্বদা বলিল—"আচ্ছা, এমন শত্রুতাও মানুষে করে, বিভূতিবাবু ত এমনটা না করে মামলা-মোকদ্দমাও কত্তে পাত্তেন।"

নিখিলেশ বিভূতির দিক্ টানিয়া উত্তর করিল—"দোষ ত কারুর কম নয়, জান ত তুমি, ললিত যা ধর্‌বে, তাতে আর না কর্‌বার যোটি নেই; জোকের মত গায়ের রক্ত টেনে বার কর্‌বে, তবে ছাড়্‌বে।"

"তা বলে এমন করে মুখ বেঁধে দা দিয়ে কোপাতে ত আমি আর কাউকে দেখিনি নিখিলবাবু!"

"সেই যে করেছে, তারওত কোন প্রমাণ নেই।" বলিয়া নিখিলেশ উঠিয়া দাঁড়াইতেই প্রিয়ম্বদা বাধা দিয়া বলিল—"আপনি কোথাও যাবেন না, হয় ত এখুনি আবার জ্ঞান হলে আপনার কথাই বল্‌বে।"

"এই ত আস্‌ছি, আর তুমি ত এখানেই রয়েছ।"

বুকের উপর একটা কিসের বেদনা অনুভব করিয়া প্রিয়ম্বদা হাত দিয়া বুকটা চাপিয়া ধরিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল—"আপনার কাজ ত আমাকে দিয়ে হবে না নিখিলবাবু, দুপুরে যখন জ্ঞান হয়েছিল, তখন প্রথমেই কেঁদে উঠে বল্লে, 'হায় আমি যে নিখিলকে হারালুম' আপনার স্মৃতি যেন এর পরে পরে গাথা রয়েছে।"

নিখিলেশ গম্ভীরকণ্ঠে উত্তর করিল—"হারাবার ভয়ই যদি ওর থাকৃত, তবে আর এ সব কাজে যেত না, ওটা তোমার একটা মস্ত ভুল।"

"ভুল, আমার ভুল নিখিলবাবু, তারপর শুনুন, আবার বল্লে 'প্রিয়ম্বদা যদিও আমি ঠিক জানি না, তবু এতে ভুল নেই যে, বিভূতি তার লোক

লাগিয়েই আমার এ অবস্থা করেছে। আমি ত আর বাচ্‌ব না, তাতে কোন দুঃখও আমার ছিল না, কিন্তু বড় দুঃখ রৈল, নিখিল বৃথাই আমার ও'পর রাগ কর্‌বে, আর মর্‌বার আগে একটিবার আমি তাদের দেখ্‌তেও পেলাম না।"

নিখিলেশ শুনিয়া যাইতেছিল, প্রিয়ম্বদা হাত দিয়া চোখটা রগ্‌ড়াইয়া লইয়া আবার বলিল—"আমি শান্ত কত্তে যেতে আরও উত্তেজিত হয়ে উঠ্‌লে, ঘার মুখ দিয়ে রক্ত ছুটে বেরুল, আবার বল্লে—'তুমি ত জান না নিখিলকে, সে জেনে শুনেও আমায়ই অপরাধী কর্‌বে, এও ঠিক যে, এতেই আমি জীবনের মত তাদের হারিয়েছি, আর এক বারের জন্যে যদি দেখাও পেতাম, তবুও বলে যেতাম, বিশ্বাস করিস আর নাই করিস, এতে ত আমার কোন অপরাধ নেই রে।" বলিতে বলিতে প্রিয়ম্বদা হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

[২০]

সংসারের অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যেও সুবোধ দুইতিন মাস কোনরকমে চোখ মুখ বুজিয়া পড়িয়া থাকিয়া যখন একেবারে সহ্যের বহির হইল, তখন সে আর নিজের এই সুখপরায়ণ মনের লাগাম সংযত করিয়া রাখিতে পারিল না। ক্রমে যখন মানমর্য্যাদা লোপ পাইল, মুখ দেখান ভার হইয়া উঠিল, তখন সে আর ভাবিল না, দুর্ব্বল আত্মসুখপরায়ণ মন লইয়া একেবারেই মানুষের বাহির হইয়া পড়িল, আত্মচরিত্র বা মর্য্যাদা কোন দিকে বিন্দুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া নিজের সুখসুবিধার কথা ভাবিয়া সে উচ্ছন্নের পথই বরণ করিয়া লইল। শক্তি হারা হইয়া যেন ধাতুদ্রবের মত ছড়াইয়া পড়িয়া একেবারেই কাজের বাহির হইয়া গেল।

মাসখানেক সুবোধ মুখ বুজিয়াই ছিল, কিন্তু দিন দিন অত্যাহিতটা এমনই বাড়িয়া উঠিতেছিল যে, আর সহ্য করিতে না পারিয়া সে দিন সে গরম হইয়া মাতাকে বলিয়া বসিল—"মা তোমরা এর কোন পথ কর্‌বে কি না বল, আমি আজ তোমার কাছে খাঁটি জবাব চাচ্ছি।"

মাতা ভীতা হইয়া বলিলেন—"আমিত বাপু জেনে শুনে এমন ঘরের লক্ষ্মী বৌকে তাড়াতে পার্‌ব না। তুমি যে একেবারে উচ্ছন্নে গেছ। কেউটেসাপের বাচ্চা ঘরে যায়গা দিয়েইত এমন সর্ব্বনাশ বাধিয়েছ।"

ললিতা সরোষে ঘর হইতে বাহির হইয়া বলিল—"দেখ্ মাগী, যা মুখে আস্‌বে তাই বলিস্‌নি কিন্তু, জুতিয়ে হাড় গুড়িয়ে দেব।"

সুবোধ থমকিয়া গেল, আস্তে আস্তে মাতার হাত ধরিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়া বলিল—"না, আমি না মলে ত এর আর বিলিব্যবস্থা হচ্ছে না!"

আফিসে মাহিয়ানা বাড়ার অছিলা করিয়া বাবুরা সুবোধকে জড়াইয়া ধরিল,—"একদিন খাওয়াতে হবে।"

সুবোধ প্রমাদ গণিল, আজকাল করিয়া বিশপঁচিশ দিন কাটাইয়া দিয়া শেষে যখন আর বলিবার কিছু রহিল না, তখন ললিতাকে অনেক করিয়া বলিয়া বুঝাইয়া তবে সে বাবুদের নিমন্ত্রণ করিয়া আসিল। তাহার বড়ই আশা ছিল, একদিনের জন্য অন্ততঃ বিবাদটা বন্ধ থাকিবে। কিন্তু রাত্রিতে নিমন্ত্রিতদের লইয়া বাড়ীতে ঢুকিতেই তাহার মুখ চুণ হইয়া গেল। ললিতা রণরঙ্গিণীবেশে একটা ঝাঁটা লইয়া শ্বশ্রূকে মারিতে যাইতেছিল। সুবোধ আর দেখিতে পারিল না, আত্মসংযম রক্ষারও তাহার উপায় ছিল না। সহসা দৌড়িয়া হাতের ঝাঁটাটা কড়িয়া লইয়া সপাং সপাং করিয়া ললিতার পিঠে ঘা কত বসাইয়া দিতেই বড়বাবু হাত ধরিয়া

বলিলেন—"আহা কি কচ্ছ সুবোধ বাবু, ছিঃ, মেয়ে মানুষের গায়ে নাকি হাত তুল্‌তে আছে ?"

সুবোধ আর দাঁড়াইল না, নিমন্ত্রিতেরা যে দাঁড়াইয়া ছিল, তাহা যেন তাহার মনেও ছিল না। এক দৌড়ে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আজ সটান গঙ্গার পথ ধরিল। কিন্তু গঙ্গায় ত সে যাইতে পারিল না, আত্ম-হত্যার উদ্দেশ্যও তাহার সিদ্ধ হইল না। সে যে আপনাকে বড় ভালবাসিত, মরিলে ছিল ভাল, কিন্তু সে সাহস তাহার নাই, সুবোধ পথের পার্শ্বে একটা গাছতলায় বসিয়া আকাশপাতাল ভাবিতে লাগিল। সে যাইবে কোথায়, ললিতাকে ছাড়িয়া কেমন করিয়া থাকিবে, এত কষ্টের মধ্যেও ললিতার জন্যই যে সে আজ পর্য্যন্ত ঘরে রহিয়াছে, ললিতাকে ত সে কোন রকমেই ভুলিতে পারে না। সহসা সেই জ্যোৎস্নাময়ী রজনীর গাঢ়তা কাটিয়া দিয়া গবাক্ষপথে বামাকণ্ঠনিঃসৃত ললিত-গীতধ্বনি বাহির হইল, অমৃতের মত সুবোধের প্রাণের উপর অনেকদিন পরে আজ একটা তৃপ্তি আনিয়া দিল, হঠাৎ যেন ললিতাকে ভুলিবার একটা প্রশস্ত পথ তাহার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। সুবোধ আর ভাবিল না, ভাবিবার শক্তিও যেন তাহার ছিল না, ধীর গতিতে সেই দোতলা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া সুধাভ্রমে গরলের আশ্রয় লইল। ক্রমে সুবোধ বাড়ী আসা বন্ধ করিল। ললিতার জন্য মন যখন পাগল হইত, তখন সে মদ খাইত। তাহারই জোরে বিস্মৃত থাকিতে চেষ্টা করিত, যেদিন নিতান্ত পারিয়া উঠিত না, সেদিন সে মুহূর্ত্তের জন্য একবার ললিতাকে দেখিতে আসিত, কিন্তু হায়, যেখানে সে শীতল সুপেয় জলের আশায় আসিত, সেখানে আসিয়া কেবল অগ্নিবৃষ্টির মধ্যে সে তিষ্ঠিতে পারিত না, আবার ছুটিয়া বাহির হইয়া যাইত।

সে দিন সন্ধ্যা বেলায় বাড়ীতে প্রবেশ করিতেই সুবোধের মাতা তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন—"দিন্ দিন্ তুই একি হচ্ছিস্ বল দিকি ?"

"কেন মা ?"

মাতা করুণ নয়নে চাহিয়া বলিলেন—"এই তিনটা মাস তোর খাওয়া নেই, পড়া নেই, যেন মুষ্ড়ে যাচ্ছিস্, গলার হাড় উঠে প'ড়েছে, চোখ বসে গেছে। একটিবার বাড়ী মাড়াস না, এ কেমন ধারা বাপু !"

সুবোধ মনে মনে বলিল—"আমি যে কি হয়ে গেছি, সেত আমিই জানি, আর এর জন্যে ত কাউকে অনুযোগও কত্তে পার্‌ব না। নিজের পায়ে নিজে কুড়োল মেরেছি, তার ওষুধ আর কে যোগাবে, বিষ যখন খেয়েছি, তখন বিষে বিষেই আমায় শেষ হ'তে হবে।"

সুবোধকে নিরুত্তর দেখিয়া বৃদ্ধা মাতা এবার কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিলেন —"গৃহস্থ ঘরে এমন ঝগড়াবিবাদ সে ত হয়েই থাকে, তারি জন্যে একেবারে বাড়ী ছেড়েছিস্, লোকে যা তা বল্‌ছে, শুনে আমার রাতে ঘুম হয় না, প্রাণ চম্‌কে ওঠে, আমার বংশের এক ছেলে তুই, তোর কেন এমন মতি হল বাপ্ !"

সুবোধও ভাবিতেছিল, ঘরে ঘরে বিবাদবিসম্বাদ সেত হয়, সেও ত এমন অনেক দেখিয়াছে, কিন্তু সেখানে ত সপত্নীদ্বেষের পূর্ণতা নাই, বিষ উদ্গীরণ করে এমনও কেহ নাই, সুবোধ হয়ত সে ঝগড়াবিবাদ অনায়াসে সহ্য করিতে পারিত, এ যে সহ্যের বাহিরে। ললিতা ঝঙ্কার দিয়া সম্মুখে আসিয়া কহিল—"ওগো রাজরাণী, মায়ে পোয়ে দাঁড়িয়ে গল্প কল্লে ত ভাত জুটবে না, রেঁধে খেতে পার ত যাও, আমি কারুর রাঁধুনী গিরি কত্তে পার্‌ব না, বড় গিন্নী ত অসুখের নাম করে নাক ডেকে ঘুমুচ্ছেন।"

বৃদ্ধা মাতা পুত্রবধূর প্রতি কটাক্ষ করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন—"না বৌমা, তোমার রাঁধ্‌তে হবে না, আমিই রাঁধ্‌ব'খন।"

সুবোধ আবারও মনে মনে বলিল—"সাধ করে কি আমি আর গোল্লায় গেছি, মানুষ হয়ে আর কেউ পার্‌ত, আমার মত সহ্য করে বেঁচে থাকৃতে? মদ ধরেছি, বেশ করেছি, সে ত তবু অনেকটা ভুলিয়ে রাখ্‌তে পারে। বেশ্যা সেও ত আমায় এদের চেয়ে আদর করে, মান্য করে। তবে আর কি, কোন মতে ক'টা দিন কেটে গেলেই হল।" তার পর মাতার দিকে চাহিয়া বলিল—"যাও মা, যদ্দিন বেঁচে আছ, ঝি-চাকৃরাণীর কাজ করে নাও, আমার জন্যে ভেব না; আমি বেশ আছি, মনে ক'র তোমার ছেলে সুবোধ মরে গেছে।" বলিয়াই সে আর উত্তরের অপেক্ষামাত্র না করিয়া বাড়ী হইতে চলিয়া গেল।

পাঁচ সাত দিন সুবোধের আর কোন খোজখবরই ছিল না, লীলা রোগক্ষীণ দেহে শয্যায় পড়িয়া পড়িয়া ভাবিতেছিল, তাইত কেন আমি এখানে আসিলাম। আমার উপস্থিতিতেই ত স্বামী এত কষ্ট পাইতেছেন, কষ্টে কষ্টে নিজের চরিত্র পর্য্যন্ত কলুষিত করিয়া একেবারে মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিয়া সমাজের অগ্রাহ্য হইয়া পড়িয়াছেন। হায় আমি মরি না কেন? মরিলে ত সব গোল, সমস্ত ঝঞ্জাট চুকিয়া যাইত; ইহারা যেমন সুখে স্বচ্ছন্দে ছিল, তেমনই থাকিতে পারিত; সহসা তাহার চিন্তায় বাধা দিয়া বৃদ্ধা শাশুড়ী ডাকিয়া বলিলেন—"বৌমা, একবার উঠে বস, সন্ধ্যে হয়েছে।"

অতিকষ্টে শয্যায় উঠিয়া বসিয়া চোখের জল মুছিয়া লীলা বলিল—"মা একেবারেই যে কোন খবর নেই, কাউকে দিয়ে একটা খবর যদি করাতে পাত্তে। আমি যে পড়ে পড়ে কেবল দুঃস্বপ্ন দেখ্‌ছি!"

সুবোধের মাতা কাঁদিয়া ফেলিলেন, বলিলেন—"আমি কি সে চেষ্টাই কম কচ্ছি, কৈ কোন খোজ ত পাচ্ছি না।"

সহসা পায়ের শব্দ শুনিয়া তাঁহারা ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, সুবোধ ললিতার গৃহে প্রবেশ করিল।

ললিতা শুইয়া ছিল, উঠিয়া বসিল, অনেক দিন পরে সুবোধকে দেখিয়া সে গায়ের ঝাল তুলিয়া লইবার জন্য তীব্র স্বরে বলিল—"মা যেতে লিখেছেন, আমায় রেখে এস, এখানে ত আমি আর তিষ্ঠাতে পাচ্ছি না।"

জামা ছাড়িতে ছাড়িতে রূক্ষ স্বরে সুবোধ উত্তর করিল—"কে তোমায় এখানে থাক্‌তে অনুরোধ কচ্ছে ললিতা, যাও না, তা বলে আমি কিন্তু রেখে আস্‌তে পার্‌ব না।"

ললিতা কান্নাব সুরে সুবোধের মনের উপর তীব্র আঘাত করিয়া বলিল—"সে আমি জানি, আমিই তোমাদের যত আপদ।"

ধীর স্বরে সুবোধ বলিল—"সুখ আমার বরাতে নেই ললিতা, যদি থাক্‌তই তবে বুঝি আমি তোমায় ভালবাস্‌তাম না, আর এমন গোল্লায়ও যেতে হত না, তোমার ভালবাসা যে আমায় দগ্ধ না করে ছাড়ে না। দেখ আমায় ত বাড়ী ছাড়া করেছ, তবে আর কেন, থাকই না, কখনও এ মুখ হইত তোমাদের দেখেও আমার মনে হবে, আমিও একদিন মানুষ ছিলাম।"

সুযোগ পাইয়া ললিতা এবার একেবারে ফোপাইয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল—"আমিই তোমায় বাড়ী ছাড়া করেছি, না? কাজকি আমার এখানে থেকে, যারা ভালমানুষ, তাদের নিয়েই তুমি সুখে থাক।"

"কেন জানি তা হয় না, সত্যি বল্‌তে কি ললিতা, তুমি যেন কি গুণ

জান, দোষ সে ত লীলার কোন দিন আমি দেখ্‌তে পাইনি, তোমার মুখেই যা শুনেছি, তবু কেমন আমি তোমায় ছেড়ে থাক্‌তে পারি না, তুমি তাপও দাও, আকর্ষণও কর, এই টানাহেঁচ্‌ড়ার মধ্যে পড়েই ত আমায় গোল্লায় যেতে হয়েছে। জানত লীলা আসা থেকে তুমি কি ব্যাভারটা করেছিলে, অতটা বাড়াবাড়ি যদি না কত্তে, তবে বুঝি আমার এমন অধঃপাতেও যেতে হত না।"

ললিতা আস্তে আস্তে সুবোধের হাত ধরিয়া বলিল—"আমি স্বীকার কচ্ছি, সব দোষই আমার, আচ্ছা একবার চেয়েই দেখ, ভাল মানুষটির কাজ, এই দুধের ছেলে, ওকে মেরে ত হাড় গুঁড় করেছে, তার-পর একটা ইট ছুড়ে বুকটা একেবারে বসিয়ে দিয়েছে।" বলিয়া দিন তিনেক আগের আছাড়ের ঘাটা দেখাইয়া দিল।

সুবোধ আর সহ্য করিতে পারিল না, দুষ্টা লীলা যে তাহার সাক্ষাতে ভালমানুষটি সাজিয়া অবসর পাইলেই এসব নানা অন্যায় কাজ করে, ললিতার নিকট নানাভাবে পুনঃ পুনঃ শুনিয়াও সে মায়ের প্রতিকূলতায় আজ পর্য্যন্ত কোন কথা বলিতে পারে নাই, এবার সে একেবারে ক্ষিপ্তের মত দৌড়িয়া বাহির হইয়া মধ্যপথে বাধা পাইয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। মাতা স্নেহপ্রবণস্বরে বলিলেন—"সুবোধ, আজ কিন্তু তোকে বাড়ী থাক্‌তে হবে।"

উত্তেজিত কণ্ঠে সুবোধ উত্তর করিল—"না, তোমরা কি আমায় বাড়ী থাক্‌তে দেবে, না সে ইচ্ছা তোমাদের আছে, এই দুধের ছেলেটাকে খুন কল্লে, এতে কি তুমিই কিছু বলেছ, না আমায় কিছু বল্‌তে দেবে।"

বিস্ময়ে আকাশ হইতে পড়িয়া মাতা বলিলেন—"সে কি বাছা, খোকাকে আবার কে মাল্লে রে।"

"কে মেরেছে, তুমি যেন কিছুই জান না, ইট মেরে যে বুকে ঘা করে দিয়েছে, তার দাগটা ত এখনও যায় নি।"

"ওঃ হরি" বলিয়া মাতা একবার থামিয়া আবার বলিলেন—"কেউ ত মারে নি রে, খোকা নিজেই যে আছাড় পড়ে ঘা করেছে।"

"রাক্ষসীর কথাটা একবার শোন" বলিয়া ললিতা ঘর হইতে বাহির হইয়া আবার বলিল—"এমন ডাইনীই এসে হাজির হয়েছে, বাছাকে না খেয়ে আর বেরুবে না।"

সুবোধ তটস্থ হইয়া উঠিল। আর যেন সে শুনিতে পারিল না, কেবলই ভাবিতে লাগিল, সে ললিতাকে কোনপ্রকারেই ভুলিতে পারে না কেন, মদের নেশার উপরও যে তাহার প্রতিকৃতি সুবোধের হৃদয়ে ফুটিয়া উঠিয়া তাহাকে ব্যাকুল করিয়া তোলে। ললিতা যতই অত্যাচার করুক, কেহ ত তাহাকে ভুলাইতে পারিতেছে না। হায় দুর্ব্বল মন, তোমার অকার্য্য ত জগতে নাই। ভাবিয়া কূলকিনারা না পাইয়া সুবোধ নিজের মনে নিজের গন্তব্যপথেই বাহির হইয়া পড়িল।

সে দিন শরীরটা ভাল ছিল না, হঠাৎ ললিতার কথা মনে পড়ায় সুবোধ যেন কেমন হইয়া উঠিল, বেশী করিয়া মদ খাইয়াও আজ যেন কেমন ললিতাকে সে ভুলিতে পারিল না, একবার ললিতাকে দেখিবার জন্তে বাড়ীর দিকেই চলিল। এতক্ষণে মদে সে বেশ জমাট হইয়া পড়িয়াছিল, তবু যেন বাড়ীর চেহারা দেখিয়া মনে মনে ভীত হইল, প্রলয়ের পূর্ব্বেকার প্রকৃতি যেন নিথর নিশ্চল হইয়া তাহাকে আক্রমণ করিতে আসিল। সুবোধ ধীরে ধীরে ললিতার ঘরের দরজায় ঘা দিতেই ভিতর হইতে ললিতা চীৎকার করিয়া উঠিল—"ওগো আমি কোথায় যাব গো, আমার বাছাকে যে খুন কত্তে আস্‌ছে।"

সুবোধ ভীত হইয়া কম্পিত কণ্ঠে ডাকিয়া বলিল—"কি বল্‌ছ ললিতা, আমি সুবোধ ?"

ঝনাৎ করিয়া দোরটা খুলিয়া গেল, ললিতা যেন ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল—"কে তুমি, দেখ তোমার পায়ে পড়ি, আমার বাছাকে বাচাও।"

"সে কি ললিতা, খোকার কি হয়েছে, মা কোথায় ?"

"তোমার মা গঙ্গায় চান্ কত্তে গেছেন। ওগো ঐ ডাইনী যে প্রতিজ্ঞা করেছে, আজ আমার ছেলেকে কাট্‌বে, তবে ছাড়্‌বে, থেকে থেকে কেবলি দা নিয়ে ধেয়ে আস্‌ছে, দোর বন্ধ করে কোন মতে আমি ওকে ঠেকিয়ে রেখেছি।"

সুবোধ নেশার ঘোরে ললিতার কান্নামিশ্রিত প্রতি কথাটি ইষ্টমন্ত্রের মত গ্রহণ করিয়া লইল। সে যেন আর সহ্য করিতে পারিল না। দৌড়িয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া একেবারে লীলার ঘরে গিয়া তাহার চুলের মুঠা ধরিয়া টানিয়া তুলিয়া বলিল—"তবে রে হারামজাদি, এত নষ্টামি তোর, বেরহ তুই আমার বাড়ী থেকে।"

আকাশের কোণের ক্ষুদ্র মেঘখানা এতক্ষণে বৃহদাকার হইয়া ঠাণ্ডা বাতাস দিতেছিল, লীলার শরীর ভাল ছিল না, সে একটা লেপ মুড়ি দিয়া পড়িয়াছিল, এতকাণ্ড সে কিছুই জানিত না, শ্বাশুড়ী তাহাকে এইমাত্র বলিয়া গেলেন—"বৌমা, অনেক দিন গঙ্গায় ডুব দেইনি, বাছার আমার কি যে হল, সে জ্বালাতেই ত দিনরাত জ্বল্‌ছি। কোন্ পাপে কি হয়, তাত জানিনি, আজ একটা ডুব দিয়েই আমি আস্‌ছি।" এখানে আসিয়া অবধি চোখের জলের সহিত দিন কাটানই লীলার অঙ্গের ভূষা হইয়া পড়িয়াছিল। তবু শ্বাশুড়ীর অনুকূলতায় এতদিন এমনটা

ঘটিয়া উঠিতে পারে নাই। সহসা আক্রান্ত হইয়া আজ কিন্তু তাহার বুকটা থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল, সুবোধ তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়া আরও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল, চুল ধরিয়া একেবারে দাঁড় করিয়া লইয়া টানিতে টানিতে বাটীর বাহিরে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিয়া দোর বন্ধ করিয়া দিল। লীলার মুখ দিয়া একটা কথাও বাহির হইল না, তাহার দুর্ব্বল শরীর এই আঘাতে একেবারে চেতনা হারাইয়া মাটির উপর পড়িয়া গেল।

[২১]

রেলিঙ্গের পাশে পাশে টবের মধ্যে যুইফুলের চারাগাছগুলি ফুল ও পাতার ভরে হেলিয়া রহিয়াছে। রজনীর শ্বেত চন্দ্রকর অতি সাবধানে আপন কুসুম-কোমল বাহুটি সহোদরের মত ফুলের মাথায় মাখাইয়া দিতে-ছিল, ফুলের গায়ে যেন ফুল হাসিয়া গড়াইয়া পড়িতেছে। মৃদু বায়ু সদ্যঃ-সিক্ত টবের মধ্যে আছাড় খাইয়া সারা গায়ে কাদা মাখিয়া মুছিয়া ফেলিবার জন্য সরসীর ধব্ধবে সাদা কাপড়ের অাঁচল লইয়া খেলা করিতেছিল। সরসী রেলিঙ্গে ভর করিয়া আকাশের পানে হা করিয়া চাহিয়া যেন নবোদিত নক্ষত্রগুলি গণনা করিতেছিল, সহসা পায়ের শব্দ পাইয়া পেছনে ফিরিয়া চাহিতেই তাহার মুখ হইতে চিন্তার রেখাটা অন্তর্হিত হইয়া গেল, হাসি মুখে নিখিলেশের হাত ধরিয়া আনিয়া সম্মুখের খোলা ছাদে পাতা মাদুরটার উপর বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তা হ'লে ললিতবাবু একেবারে সেরে উঠেছেন।"

"না একেবারে ত এখনও সে সার্তে পারেনি, সার্তে তার আরও দু'তিন মাস সময় লাগ্বে।"

সরসীর হাসিটা সহসা যেন সেই হাসিভরা আকাশের কোলে লুকাইয়া গেল। সে আস্তে আস্তে বলিল—"তা হলে তাকে ফেলে তুমি যে বড় চলে এলে।"

নিখিলেশ একটু বিরক্ত হইয়া উত্তর করিল—"সেখানে ত আর বছর ভরে আমি বসে থাক্‌তে পারি না। সে ত এবার একটু একটু করে ভালই হচ্ছে।"

সরসী ঔৎসুক্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা কে এমনটা কল্লে তার কি কোন খোজ হল।"

"কেন? এবার আবার ললিতকে একটা মোকদ্দমা পাকাতে বল্‌ছ না কি?"

সরসী একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল—"সে হলেও ত বড় দোষ দেখ্‌ছি না।"

"ভাল, কিন্তু তোমাদের ললিতবাবু ত বল্‌ছেন, তোমার দাদা বিভূতি-বাবুই এ ঘটনা ঘটিয়েছেন।"

সমস্ত শরীরটা যেন কাঁটা দিয়া রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, সরসী বলিল—"সত্যি কি বড়দা এর ভেতর রয়েছেন!"

"থাক্‌লেও থাক্‌তে পারেন, তা বলে অমন কালি হয়ে উঠ্‌লে ত আর চল্‌ছে না।"

সরসী এবার আরও সঙ্কুচিত হইয়া বলিল,—"দেখ, কদ্দিন থেকেই দেখে আস্‌ছি ললিতবাবুর পক্ষ হয়ে কোন কথা কৈলে তুমি কেমন চটে ওঠ, এর মানেটা কিন্তু আমি আজও ঠাওর কত্তে পাচ্ছি না। আমার ত ভয় হয়, তিনি তোমাদের জন্যে যা করেছেন, তাতে ত তাঁর প্রতি এ আচরণ ভাল নয়।"

নিখিলেশ অতিষ্ঠ হইয়া বলিল—"তুমি দেখ্‌ছি আমাদেরও ছাড়িয়ে তাকে আপন করে তুলেছ।"

"কাউকে ছাড়িয়ে কি না তা'ত জানি না, এইমাত্র জানি যে, আপন আমি তাঁকে সাধ করে করিনি, তোমায় তিনি যে ভাবে দেখেন, আর যা তোমার জন্যে করেছেন, এতে তাঁকে আপন না ভেবে পার পাবার ত যো নেই।"

নিখিলেশ সরসীর সেই পবিত্র নির্ম্মল মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। সরসীও নিখিলেশের কপোলে কপোল রাখিয়া সুখস্বপ্নের মত ধীরে ধীরে বলিল—"তোমায় অত ভালবাসেন বলেই যে, তিনি দাবী করে আমার কাছ থেকে ভালবাসা আদায় করে নিচ্ছেন প্রিয়তম! আমি ত তাঁকে প্রাণ দিয়ে ভাল না বেসে পারি না।"

নিখিলেশ কথাটি বলিল না, সরসীর কথা ও সেই শুভ্র জ্যোৎস্না মিলিয়া তাহাকে যেন মাতোয়ারা করিয়া তুলিল। সে সরসীর লজ্জারক্ত কপোলে ক্ষুদ্র চুম্বন করিতেই সরসী আবার বলিল—"আহা ললিতবাবুর দুঃখ দেখ্‌লে যে আমার বুকটা কেমন করে ওঠে, সংসারে এসে ত একটি দিন তিনি সুখী হতে পারেন নি, আমাদের মুখ চেয়েই প্রাণ ধরে আছেন, আর তোমার জন্যে ত প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত হন না, ওবার নিজের সম্পত্তি খুইয়ে তোমার সম্পত্তি রক্ষা কল্লেন, বল্‌তে গেলে তাতেই তিনি পথে বসেছেন, তবু যেন কোন ক্ষেদ নেই, তুমি যে সুখে আছ, এতেই কত সুখী। সেবার তোমার বসন্ত উঠ্‌লে কি করেছিলেন? যা মা-বাপ পারে না, আমিও যতটা পারিনি, তাই করেছেন। তারপর ওবার আমার অসুখ হলে সবাই যখন হৈচৈ করে উঠ্‌ল, তখন দিন নেই, রাত্রি নেই, ছায়ার মত তোমার পেছনে পেছনে ঘুরে আমার এই সুখ-সৌভাগ্য

বজায় রেখেছেন, আমিত সাধ করে তাঁর পক্ষপাত করি না।” বলিতে বলিতে সরসীর কৃতজ্ঞ হৃদয় একেবারে নত হইয়া পড়িল, দুই বিন্দু অশ্রু যেন ললিতমোহনের উদ্দেশে সেই নৈশ নিস্তব্ধতার মধ্যে আপন মনে ঝরিয়া পড়িল। সরসী আকাশের পানে চাহিয়া নিখিলেশের মাথা ক্রোড় হইতে উঠাইয়া লইয়া বলিল—“চল, নীচে যাই।”

[২২]

ক্ষুদ্র মেঘখানা শূন্যবাতাসে জমাট পাকাইয়া বৃষ্টি লইয়া নামিয়া আসিল জলের ফোঁটা গায়ে পড়িতে অভাগিনী লীলা চক্ষু মেলিয়া দেখিল, সে পথের পাশে পড়িয়া রহিয়াছে, দেখিল সম্মুখে তাহার স্বামীর বাড়ী। মনে পড়িল, সে বাড়ীতে আর প্রবেশের পথ নাই, দ্বার যে অর্গলবদ্ধ, স্বপত্নীর কথায় বিনা দোষে বিনা অপরাধে কিছু পূর্ব্বেই যে স্বামী তাহাকে বাড়ীর বাহির করিয়া দিয়া স্বহস্তে অর্গল বদ্ধ করিয়াছেন, সহসা লীলার মনে হইল, কেবল ত এ দ্বার নহে, তাহার মত অভাগিনীর জন্যে ভগবান্ যেন পৃথিবীর সমস্ত গৃহের দ্বারই বদ্ধ করিয়াছেন, তবে লীলা দাঁড়াইবে কোথায়? সে যে আজও যুবতী, রূপ যে তাহার এই রুগ্ন দেহকেও ছাড়িতে চাহে না, লীলার কি উপায় হইবে, কোথায় যাইবে, কাহাকে আশ্রয়ের জন্য গ্রহণ করিবে, ধমনীপ্রবাহিত রক্তগুলি যেন লীলার মাথায় গিয়া উঠিল; চক্ষু গাঢ় লাল হইয়া পড়িল, সহসা সে একটা পুরুষ সম্মুখে দেখিয়া অতিকষ্টে উঠিয়া দাঁড়াইল; কাপড়ে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া মনে করিল, স্বামী যাহাই করুন, তাঁহার নিকট ভিন্ন ত স্ত্রীলোকের আর আশ্রয় নাই। লীলা ধীরে ধীরে গিয়া দোরের কড়া নাড়া দিল, কেহ সাড়া দিল না, একটু শব্দমাত্র হইল না, সে আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিল, পূর্ণ মেঘ, জল পড়িতেছিল, কৈ

তাহাতে ত লীলাকে ভাসাইয়া লইতে পারিতেছে না, হতভাগিনীর জন্য কি এই মেঘের কোলে বজ্রও নাই, ঐ বিদ্যুৎ চম্‌কাইতেছে, এইবার পড়িবে। লীলা হতাশ হইল, একটা মড়মড় শব্দে আবার তাহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল, সে ললিতার গৃহের জানালা ধরিয়া সজোরে ধাক্কা দিতেই ললিতা রুখিয়া উঠিয়া বলিল—"পোড়ারমুখী, ও পোড়া মুখ নিয়ে এখানে আবার কেন, যা তোর যেসব ভালবাসার লোক রয়েছে তাদের কাছে।"

লীলা থমকিয়া দাঁড়াইল, সুবোধ কি ভাবিয়া উঠিতে যাইতেই ললিতা তাহাকে একেবারে বুকের উপর আনিয়া বলিল—"আবার কোথায় যাচ্ছ, ও-মাগী ওখানেই পড়ে থাক্ না, ওদের আবার ভয় কি ?"

সুবোধ উঠিয়া যাইতে চেষ্টা করিয়া বলিল—"না ললিতা, সে ত ভাল হয় না, হাজার হ'ক আমার ত স্ত্রী।"

ললিতা সুবোধকে জোর করিয়া ধরিল, উঠিতে দিল না, উচ্চ গলায় বলিল—"যা বল্‌ছি এখান থেকে, আর যেন স্বামীকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মার্‌তে আসিস্ না।"

লীলা ফিরিয়া দাঁড়াইল। স্বামীকে কষ্ট দিতে তাহারও আর প্রবৃত্তি হইল না, ধীরে ধীরে এক পা এক পা করিয়া হাটিয়া মধ্যপথে আসিয়া লীলা আবার থম্‌কিয়া গেল, কোথায় সে দাঁড়াইবে, জাতি গেলে ত রক্ষা করিবার কেহ নাই। আবার ফিরিল, আবার কি ভাবিয়া মুখ ফিরাইতেই দেখিল, একখানা ঘোড়ার গাড়ী, দেখিয়া চীৎকার করিয়া বলিল—"গাড়োয়ান তুমি যে হও, আজ আমায় রক্ষা কর বাপ! আমি তোমায় ভাড়া দেব, আমায় পৌছিয়ে দাও।"

সে কাতরস্বরে গাড়োয়ানের প্রাণেও যেন করুণার উদয় হইল, সে নামিয়া গাড়ীর দোর খুলিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কোথা যাবে মা ?"

লীলা ললিতমোহনের ঠিকানা বলিয়া দিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। নেশার ঘোর কাটিয়া গেলে সুবোধ যখন ব্যাপারটার আদ্যন্ত আলোচনা করিয়া দেখিল, তখন সে বাহির হইয়া লীলাকে খুজিয়া পাইল না, ললিতা পেছন হইতে বলিল—"ওর আবার থাক্‌বার যায়গার অভাব, এখনই কত বড়লোক ওকে টেনে বুকে রাখ্‌বে।"

নির্দ্দিষ্ট ঠিকানায় গাড়ী আসিতেই লীলা নামিয়া পড়িল। বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিতেই একটা খোট্টা দারোয়ান তাহাকে গালি দিয়া উঠিয়া বলিল—"দুপুর রাতে কে তুই, কোন খারাপ মতলব নিয়ে ত আসিস্ নি, যা বলছি এখান থেকে।"

তখন মেঘ কাটিয়া আকাশ পরিষ্কার হইয়াছিল। আকাশের গায়ে থরে থরে সজ্জিত তারাগুলি যেন লীলার দিকে মুখ বাঁকাইয়া হাসিয়া উঠিল। আশেপাশের গ্যাসের আলোগুলি যেন তীব্র হইয়া লীলাকে দূর দূর করিতে লাগিল। লীলা কাতরকণ্ঠে বলিল—"ললিতবাবুকে ডেকে দাওত।"

দারোয়ান ধমক দিয়া বলিল—"ললিতবাবু এ বাড়ীতে কেউ নেই রে মাগি, এখানে তোর ওসব নষ্টামি খাট্‌ছে না, এ যে ভদ্রলোকের বাড়ী।"

লীলা একেবারে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। রাত্রির জোৎস্না যেন তাহাকে আরও সঙ্কুচিত করিয়া দিতেছিল। গাড়োয়ান ডাকিয়া বলিল—"ভাড়া দেবে মা ?"

লীলা সাড়া দিল না ; পথের উপর আসিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল ; সেত জানে না, ললিত যে বাড়ী চলিয়া গিয়াছে, এ বাড়ী যে আর কেহ ভাড়া লইয়াছে। গাড়োয়ান যেন একমুহূর্ত্তে সমস্ত বুঝিয়া লইয়া ধীরে ধীরে বলিল—"আমি ভাড়া চাই না মা, তুমি আর কোথাও যাবে ত এস, পৌছে দিচ্ছি।"

লীলা জবাব করিল না, সে কোথায় যাইবে, আর যে তাহার যাইবার স্থান ছিল না। মনে মনে ভাবিল,—'হেটে যাব না বলে ত কোন দিন গঙ্গায় যেতে পারিনি, আজ তাঁর কোলেই আমার স্থান হবে।'

সহসা পাশের বাড়ীর একটা দরজা খুলিয়া গেল। একটি সুন্দরী যুবতী আসিয়া লীলার হাত ধরিয়া বলিল—"আমি যেন বুঝ্‌ছি, তুমি ঘোর বিপদে পড়েছ, চল আজ রাতের মত আমার কাছে থাকবে, তারপর তোমার ইচ্ছামত ব্যবস্থা করে দেব।" জড় পুতুলের মত লীলা যুবতীর হাত ধরিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

[২৩]

"নিখিল কৈ রে" নীচে হইতে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেই নিখিলেশ নামিয়া আসিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কে ললিত, তুই এর মধ্যে এখানে এসে হাজির ?"

দুর্ব্বল ললিতমোহন দাঁড়াইতে পারিতেছিল না, সিঁড়ির গোড়াটায় বসিয়া পড়িয়া বলিল—"বড় বিপদে পড়েছি, লীলা বাড়ী ছেড়ে চলে গেছে, তাকে ত খুজে পাওয়া যাচ্ছে না।"

নিখিলেশও বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গেল, গাঢ়স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"সে কি, বাড়ীর সবাই কি বল্‌ছে ?"

"লীলার শ্বাশুড়ী কিছু জানেন না, তিনি গঙ্গায় চান্ কত্তে যেতেই এ ঘটনা ঘটেছে, ললিতা ত কোন কথাই বলে না, সুবোধটা একেবারে গোল্লায় গেছে, তিন দিন খুজে তবে কাল তাকে ধরেছিলুম, সেত কথা কইতেই চায় না, অনেক করে জিজ্ঞেস কত্তে মুখ বাঁকা করে বল্লে, 'সে বেরিয়ে গেছে'

কিন্তু এত আমি কিছুতেই বিশ্বাস কত্তে পারি না, তাকে যে আমি তিন বছর বয়েস থেকে দেখে আস্‌ছি।" বলিয়া ললিতমোহন থামিতেই নিখিলেশ চিন্তিতের মত বলিল—"এখন উপায়!"

"চল বেরিয়ে পড়ি, আমার কেবলই আশঙ্কা হচ্ছে, গঙ্গায় ডুবে না মরে। সে যে সহ্য কত্তে না পেরেই বাড়ীর বার হয়েছে, তাতে ত কোন সন্দেহ্ নেই।" বলিয়া ললিতমোহন বাহিরে যাইতেছিল, নিখিলেশও পাশের ঘর হইতে একটা জামা গায়ে ফেলিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গেই বাহিরে আসিল। দোরের গোড়ায় আসিয়া ললিতমোহন একবার থামিল, একবার উপরের দিকে দৃষ্টি করিয়া একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িল, এ সময়েও তাহার মনে সরসীকে দেখিবার জন্য যেন একটা প্রবল ইচ্ছা মাথা উঁচু করিয়া উঠিতেছিল, কিন্তু মুখ খুলিয়া সে আর সে কথা বলিতে পারিল না, পিপাসিতের মত একবার নিখিলেশের দিকে দৃষ্টি করিয়া দেখিল, নিখিলেশ অগ্রবর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছে, ললিতমোহন আর কোন কথা না বলিয়া একটা গাড়ী ডাকিয়া উঠিয়া পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল—"সরসী কেমন আছে রে, শুন্‌লুম্ তোর ছেলে হয়েছে, খোকা ভাল আছে ত?"

নিখিলেশ মাথা গুজিয়া বলিল—"না, সবারই এক আধটু অসুখ রয়েছে, ছেলেটা হয়ে অবধি কেবলই ভুগ্‌ছে।"

সারাদিন এপথ ওপথ এগলি সেগলি ঘুরিয়া বন্ধুবান্ধব যে যেখানে ছিল, সকলের বাড়ীতে খোজ করিয়া লীলার কোন সন্ধানই না পাইয়া উদ্যম ও আশাহীন ললিতমোহন রাত্রি আটটা বাজিতে নিখিলেশের শ্বশুরবাড়ীর দরজায় গাড়ী হইতে নামিয়া বলিল—"সারাদিন কিছু খেতেও পাইনি, আর ত শরীর বৈছে না।"

নিখিলেশ ব্যস্ত হইয়া বলিল—"এখন আর কোথাও গিয়ে কাজ নেই,

বরাবর বাসায় যা, খেয়ে দেয়ে একটু বিশ্রাম করগে, কাল না হয় আবার খোজ করে দেখা যাবে।”

ললিতমোহন মনে মনে বলিল—“এমন সময়ে নিখিল আমায় একাটি বাড়ী পাঠিয়ে দিতে ব্যস্ত হয়েছে।” মনের ভাব গোপন করিতে না পারিয়া শেষটা প্রকাশ্যে বলিল—“খোকাকে একবার দেখে যাব না রে—সরসী ?”

বাধা দিয়া নিখিলেশ গম্ভীর কণ্ঠে বলিল—“রাত অনেক হয়েছে, এখন তারা শোবার ঘরে গিয়ে শুয়েছে, আজ আর ত খোকাকে দেখ্‌বার সুবিধে হবে না।”

ললিতমোহন আর কথাটি বলিল না, একেবারে গাড়ীতে উঠিয়া কাত হইয়া পড়িয়া ভাবিতে লাগিল, সরসীর সঙ্গে হয়ত তাহার আর দেখা করিবার অধিকারও নাই। গাড়ীখানা তখন কলিকাতার পথ বাহিয়া দ্রুতবেগে চলিয়াছিল, ললিতমোহন চিন্তার হাত এড়াইবার আশায় সেই অগণ্য পণ্যসম্ভার-সজ্জিত বিপণীশ্রেণী, পথিপার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধভাবে জ্বালা উজ্জ্বল গ্যাসের আলোগুলি, আর লোকবহুল পথের প্রতি একবার দৃষ্টি করিয়া নিজের মনে নিজেই জড়সড় হইয়া পড়িল, সমস্ত পৃথিবী হাসিতে-ছিল, অথচ তাহার মুখে হাসি নাই, কে তাহা কাড়িয়া লইল, তাহারও ত কোন অভাব ছিল না, ভাবিবার বিষয় দিয়া ত ভগবান্ তাহাকে পৃথিবীতে পাঠান নাই, নিজের হাতেই যে সে মৃত্যুযন্ত্র গড়িয়া লইয়াছে। কে যেন তাহাকে তপ্ত বালির উপর দিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছিল। পৃথিবীতে একটা সহানুভূতি বা একবিন্দু দয়ামায়াও সে খুজিয়া পাইতেছে না; তাহার জন্য যেন সকলই শুষ্ক নীরস হইয়া যাইতেছে। সহসা গাড়োয়ান চীৎকার করিয়া বলিল—“বাবু, নামুন গাড়ী থেকে।”

চমক ভাঙ্গিতে গাড়ী হইতে নামিয়া ললিতমোহন আরও উদ্বিগ্ন হইয়া

উঠিল ; ক্ষুধায় তাহার প্রাণ বাহির হইয়া যাইতেছিল, তিনদিন সে এখানে আসিয়াছে, ইহার মধ্যে ত কোন বন্দোবস্তই সে করিতে পারে নাই, এখন যে আবার না রাঁধিলে তাহার ভাত জুটিবে না।

কেন কি ভাবিয়া পর দিন হইতে ললিতমোহন আর নিখিলেশের নিকট যায় নাই, নিজেই যতটা পারিয়াছে, লীলার অনুসন্ধান করিয়াছে। কোন কিছুই করিতে না পারিয়া আজ দুপুরে সে কর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় একটা বালিসে ভর করিয়া পড়িয়াছিল। সময়গুলি যেন আর কাটিতে চাহে না, কোন চিন্তাই যেন আরামপ্রদ হয় না, এক একবার নিখিলেশের কথা মনে হইলেই বুকটা কাঁপিয়া ওঠে, মনটা বসিয়া যায়, চোখ জ্বালা করিয়া ভিজিয়া উঠে, সহসা নিখিলেশের ছেলের কথা মনে হইতে সে কল্পনারাজ্যের ছায়া দেখিয়া বালকের সেই সহাস্যমুখ হৃদয়ে আঁকিয়া লইল, আর তিষ্ঠিতে না পারিয়া ললিতমোহন বরাবর বাহির হইয়া গিয়া নিখিলেশের শ্বশুরবাড়ী প্রবেশ করিয়া ডাকিল—"নিখিল!"

নিখিলেশ উপর হইতে মাথা বাড়াইয়া বলিল—"বৈঠকখানা-ঘরে বোস, যাচ্ছি।"

ললিতমোহন টলিতে টলিতে কোন মতে গিয়া বৈঠকখানার মধ্যে বসিয়া পড়িল, প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা কাটিয়া গেল, নিখিল আসিয়া হাসিয়া বলিল —"কৈ তোর ত আর কোন খোজই নেই, লীলার কোন সন্ধান পেলি?"

ললিতমোহন মনে মনে বলিল—'আমার রোগা শরীর, আমি খোজ কত্তে পারি নি, তোরা কিন্তু আমার অনেক খোজ করেছিস্।' প্রকাশ্যে বলিল—"না রে তার ত কোন সন্ধানই পাই নি।"

"তবে আর এখানে বসে থেকে কি করবি, শরীরও ভাল নেই, বাড়ীতেই চলে যা।"

একটা খোঁচা দিতে চেষ্টা করিয়া ললিতমোহন বলিল—"খোকাকে একবার নিয়ে আয় না রে, একটিবার দেখে যাই।"

নিখিলেশ কোন কথাই ভাবিল না, সে হাসিমুখে উপরে উঠিয়া গিয়া খোকাকে কোলে করিয়া আনিয়া ললিতমোহনের কোলে দিতেই তাহাকে চুম্বন করিয়া ললিতমোহন বলিল,—"হ্যারে সরসী!"

নিখিলেশ ক্ষণকাল মাথা নীচু করিয়া অন্য কথা উঠাইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"তা হলে কবে যাচ্ছিস্?" ললিতমোহন ফ্যাল ফ্যাল করিয়া নিখিলেশের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

[২৪]

দিন যেন আর কাটিতে চাহে না, সরসী লীলা, নিখিলেশকে ছাড়িয়া ললিতমোহন যে পৃথিবীই শূন্য দেখিতেছিল। নানাচিন্তার মধ্যে সরসীর সেই হাসি মুখের পূর্ণ সহানুভূতির কথা মনে করিয়া ললিতমোহন কেবলই ভাবে, সেই সরসী এমন একটা দারুণ ঘটনার পর একটিবার তাহার খোজ না করিয়া পারিল কি করিয়া, আবার নিজের মনেই সিদ্ধান্ত করিয়া লয়, 'পর কখনও আপন হয় না', তখন প্রিয়ম্বদার কথা তাহার মনের কোণে উকি মারিয়া ওঠে, ভাল হক, মন্দ হক, সেই ত তাহার, লীলা আসিয়া মাঝখানে বাধা দেয়, সেত অকৃতজ্ঞ নহে, তবে সে ললিতমোহনের স্নেহ হারা হইবে কেন, সরসী যেন উকি দিয়া বলে 'আমিই কি করেছি, মেয়ে মানুষ আমরা, পরাধীন, যা বল্‌বে তাই ত কত্তে হবে।' তবে নিখিলেশইত যত কাণ্ডের গোড়া, কিন্তু সে যে ললিতমোহনের সর্ব্বাপেক্ষা আদরের। সরসী ত একবার একটা খোজও নেয় না। ভিতরে ভিতরে একটা যেন কি কাণ্ড ঘটিয়াছে। ললিতমোহন পথে বাহির হইয়া একমনে

চিন্তা করিতেছিল, আর এক পা এক পা করিয়া অগ্রসর হইতেছিল, সহসা নিখিলেশের শ্বশুরবাড়ীর সোজা পথটা তাহার সম্মুখে পড়িল, সে চিন্তা ত্যাগ করিয়া দ্রুতপদে আজ একেবারে উঠিয়া যে ঘরে সরসী থাকিত, সেই চিরপরিচিত ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ডাকিল—"নিখিল!"

খোকা একপাশে শুইয়াছিল, সরসী বসিয়া স্বামীর মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছিল, সহসা ললিতমোহনকে দেখিয়া সে লম্বা ঘোমটা টানিয়া ঘর হইতে দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল। ললিতমোহন যেন অতর্কিত আক্রমণে মুহ্য-মান হইয়া পড়িয়া আগুনে আগুন ঢাকিয়া নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইতে গিয়া সেই দুই মাসের শিশুটিকে ক্রোড়ের মধ্যে সজোরে জড়াইয়া ধরিল। খোকা কাঁদিয়া উঠিতেই নিখিলেশ বলিল—"দে ওকে, রেখে আসি।"

ললিতমোহন স্থিরপ্রতিজ্ঞ, সে সোজাসুজি একটা বুঝিয়া যাইতে চাহে, যে উদ্বেগ তাহাকে বিদলিত করিতেছিল, সে যদি একেবারে দ্বিখণ্ড করিয়া দেয় ত মন্দ কি? মোহবিরহিত বিকল শরীর সে যে আর বহন করিতে পারে না। কর্কশ কণ্ঠে ললিতমোহন জিজ্ঞাসা করিল—"তুই দিয়ে আস্‌বি, কেন, সরসী কি ওকে এখান থেকে নিয়ে যেতে পারে না?"

নিখিলেশের আর জবাব করিতে হইল না, ঝী আসিয়া বলিল—"দিন খোকাকে, দিদিমণি নে যেতে বল্লেন।"

ললিতমোহন আর কি আশা করে, তাহার ত যথেষ্ট হইয়াছে, তবু যেন সে সম্মুখে তপ্ত রক্ত নদী দেখিয়া সাতরিয়া পার হইতে ইচ্ছা করিয়া বলিল—"বলগে তোমার দিদিমণিকে, সেই নেবে'খন।"

"নারে না, ঝীই নিয়ে যাক।" বলিয়া নিখিলেশ খোকাকে ললিত-মোহনের ক্রোড় হইতে লইয়া ঝীর কোলে তুলিয়া দিল। ললিতমোহন আর

কোন দিকে না চাহিয়া নিখিলেশের হাত ধরিয়া জোর করিয়া টানিতে টানিতে নীচে নামিয়া আসিল।

গঙ্গার জেটির উপর নিখিলেশের কোলে মাথা রাখিয়া অনেক দিন পরে ললিতমোহন আজ প্রাণ ভরিয়া কাঁদিতেছিল, কাঁদিতে কাঁদিতে যখন প্রাণের ভারটা অনেক লাঘব হইয়া পড়িল, তখন সে পরপারের নিষ্প্রভ আলোগুলির দিকে চাহিয়া ক্ষুণ্ণ স্বরে বলিল—"হ্যাঁরে, এমনই কি অপরাধ হয়েছে যে, তোরা আমায় একেবারে প্রাণে মার্‌তে বসেছিস্।"

নিখিলেশ ধীরে ধীরে বলিল—"দেখ ললিত, যা রয়সয় তাই ভাল, এ বাড়ী থেকে ত এদের অমতে আমি কোন কাজ কত্তে পারি না।"

"এদের অমতে, কেন এরা কি আগেকার সব কথাই ভুলে গিয়েছেন।"

"সে আমি জানি না, যা এরা ভালর জন্যে কর্‌বেন, সেত আমাদের শুন্‌তেই হবে; তুই সেবারে নাকি সরসীব অসুখের সময় তার সঙ্গে দেখা কত্তে গিয়েছিলি, তাতে সরসীর বাপ তাকে বড্ড গালমন্দ করেছেন, আর বিভূতিবাবুত এ সব পছন্দই করেন না।"

বিভুতির নামে ললিতমোহন একবার কাঁপিয়া উঠিল, বলিল—"তোরা আছিস্, তাই ত এ বাড়ী মাড়াতে হয়, গালমন্দ করেছে, তাব মানে।"

"মানে আবার কি, সামাজিক ভাবে মানুষ যেটা ভাল মনে করে না, তাই ত তাঁকে বল্‌তে হবে।"

ললিতমোহন মুহূর্ত্ত ভাবিল, ভাবিয়া একটু বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিল—"তুইও বুঝি তার কোন জবাব কত্তে পারিস নি, কেমন ?"

"জবাব আবার কি কর্‌ব, তাঁরা ত আমাদের ভাল ছাড়া মন্দের জন্যে কিছু বলেন নি।"

"সে কথা তোর সত্যি, এইটেই আমি জিজ্ঞেস কচ্ছি নিখিল ; বড় যে সমাজের নাম করে গালমন্দ করেছেন, সমাজের দিকে একবার চেয়ে দেখ্‌বার অবকাশও তাদের আছে ত ?"

নিখিলেশ লাল হইয়া উঠিল, বলিল—"সবটাতেই বাড়াবাড়ি করিস না যেন, তাঁরা গুরুজন, তোর মুখে তাঁদের নামে যা তা শুন্‌তে ত আমি আসি নি।"

ললিতমোহনও মনে মনে লজ্জিত হইল, রাগের মাথায় গুরুলঘু ভুলিয়া কথাটা বলিয়া সেও যেন আপনাকে অপরাধী মনে করিল, তথাপি কিন্তু সে বিস্মিতের মতই ভাবিতে লাগিল, যারা নিজের ছাড়া পৃথিবীর জন্য কোন কথা মুহূর্ত্তের জন্যেও ভাবে না, আফিস আর বাড়ীই যাহাদের চলাচলের সীমা, তুমি, আমি, ও, সে আছ কি নাই এ সংবাদের জন্যে যাহারা নিজের সুখনিদ্রার ব্যাঘাত করিতে মোটেই রাজি নহে, আজ নিখিলেশের নিকট তাহারাই সামাজিক—সমাজের হিতাকাঙ্ক্ষী !

বিস্ময়ের বিষয় এই যে, দিন দিন এ সমাজটা এমনই ন্যায্যের বিরোধী হইয়া পড়িতেছে যে, তাহার জোরে কতকগুলি দোষ, কতকগুলি উপদ্রব ধীরে ধীরে মাথা উঁচু করিয়াই দাঁড়াইতেছে, আবার তাহার আক্রমণের হাত এড়াইতে না পারিয়া কতগুলি মানুষ বাহিরে ফিট্‌ফাট থাকিয়া ভিতরে যাহা ইচ্ছা করিলেও কোনই দোষ বা বলিবার কথা দেখিতে পায় না। তোমার বাড়ীর মেয়েরা ছাদে উঠিয়া অবাধে চুল শুকাইবে, উঁকি মারিয়া পথিকের প্রাণ মাতোয়ারা করিয়া তুলিতে পারিবে, গঙ্গাস্নানের নাম করিয়া পৃথিবী ভ্রমণ করিতে পারিবে, ভদ্রলোকের মেয়েদের বাজার করা পর্য্যন্ত অন্যায় বা অপরাধের হইবে না, সামাজিক ভাব তখন ঠিকই থাকিবে। প্রতিমাদর্শনের নাম করিয়া রাত্রির অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া এ বাড়ী

হইতে সে বাড়ী, এ পাড়া হইতে সে পাড়া, এমন ভাবে যাত্রা, বাইনাচ শুনিয়া বা দেখিয়া আত্মা পবিত্র করিতে পারিবে, তাহাতে দোষ হইবে না, অথচ তুমি তাহাকে শত ভালবাস, তাহার জন্য সহস্র হিতের চেষ্টা কর, প্রাণ দাও, তবু তোমার সহিত কথা বলিলে তাহার জাতি যাইবে, পিতামাতা তাহা পছন্দ করিবেন না, কি জানি সমাজের যদি অঙ্গভঙ্গ হয়। কি ভয়ানক কথা, ললিতমোহন দুর্ব্বল মস্তিষ্ক লইয়া আর ভাবিতে পারিল না। বলিল—"দেখ নিখিল, লেখাপড়া যা করেছিলাম, তাতেও অনেকটা বুঝ্‌তে পেরেছি বলে মনে হচ্ছে যে, আমিত সমাজের অনিষ্ট হয় এমন কোন কাজ কখনও করি নি, কেননা সে দিকে দৃষ্টিটা আমার আগাগোড়াই একটু কড়া রকমের ছিল, সমাজবন্ধনকে আমি চিরকালই বড় ভালবাসি, কেউ কখনও কোন অন্যায় কল্লে, তাকে যাতে সমাজ ক্ষমা না করে, তারির জন্যে বরাবরই ত প্রাণপণ করেছি। আজ তোদের মুখ থেকে এ কথা শুনে, হাসিও আস্‌ছে, কান্নাও পাচ্ছে।"

[২৫]

দিন নাই, ক্ষণ নাই, ললিতমোহন নিখিলেশকে একেবারে উপদ্রুত করিয়া তুলিতেছিল, ললিতের ইচ্ছা, এভাবে সেভাবে সে নিখিলেশকে লইয়া অবসরের সময়টা কোনমতে কাটাইয়া দেয়। নিখিলেশ কিন্তু তাহা পারে না, তাহার যে অবকাশ নাই, শ্বশুর-শাশুড়ী স্ত্রীপুত্র ইহাদের লইয়া সুখে শান্তিতে থাকিতেই যে সে ভালবাসে। ললিতমোহন আশা করিত, ইহাদেরই জন্যে যে কষ্টটা সে পাইতেছে, তাহা প্রত্যক্ষে দেখিয়া নিখিলেশ সরসীকে বলিবে, সরসী তাহার স্ত্রীহৃদয় লইয়া ললিতমোহনের এ যাতনার কথা শুনিয়া কখনও নীরব থাকিতে পারিবে না, অবশ্যই ললিতের প্রাণের বেদনা

লাঘব করিবার উপায় করিবে। আর কিছু না হ'ক, স্বামীকে তাহার পক্ষ হইয়া দু'টা কথাও অন্তত বলিবে। সে রোজই আশা করিত, হয়ত আজ নিখিলেশের কাছ হইতে কিছু নূতন কথা শুনিবে, কিন্তু আশা হতাশ্বাসকেই বহন করিয়া আনিত; সে দিন নিখিলেশের নিকট ললিতমোহন কি একটা কাজের প্রস্তাব করিতেছিল, নিখিলেশ তাহা অগ্রাহ্য করিয়া সহসা বলিল,—"তুই বোস, আমি আস্‌ছি।" বলিয়াই সে যে উপরে চলিয়া গেল, ঘণ্টা দুই অপেক্ষা করিয়া ললিতমোহন আর তাহার দেখা না পাইয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাসে বুকটা কাঁপাইয়া চোখের জলের সহিত বাসায় ফিরিয়া গেল। মনে করিল, আর সে নিখিলেশের কাছে যাইবে না, কিন্তু মন যে তাহার অবাধ্য, সে যে ভালবাসার মুখে শত অপমান শত অবহেলাকে ভাসাইয়া দিয়া নিখিলেশের মধ্যেই মজিয়া থাকিতে চাহে।

সারাদিন খাটিয়া খাটিয়া ললিতমোহন বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তবু আজ তাহার কাজ ফুরায় নাই, পূর্ব্বের সমস্ত কথা ভুলিয়া ভাবিল, আজকার মত নিখিলেশকে দিয়াই এই জরুরি কাজটা করাইয়া লইবে। সে দ্রুতপদে নিখিলেশের নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিল—"নিখিল ভাই, আমার একটা কাজ যে আজ তোকে না কল্লে নয়।"

নিখিলেশ বিভূতিবাবুর সহিত তাস খেলিতেছিল, মুখে বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিয়া একটু তীব্র স্বরেই বলিল,—"আমি পারব না, এখন তোর কোন কাজ কত্তে।"

ললিতমোহনের মুখ শুকাইয়া গেল, সে আর সে দিকে তাকাইতেও পারিল না, দ্রুতপদে বাটীর বাহির হইয়া পড়িল। ইহার কয়েকদিন পরে এমনই একটা ঘটনা ঘটিল যে, ললিতমোহন নিখিলেশকে হাতে পাইয়া একেবারে বাড়ীতে লইয়া গেল, সে যেন ইহাদিগকে ছাড়িয়া কোন প্রকারেই

টিকিতে পারিতেছিল না, নিখিলেশকে ধরিয়া বাধিয়া সেদিন সারাটা রাত তাহার বুকের উপর মুখ রাখিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া রাত্রি ভোর করিল। ভোরে নিখিলেশ চলিয়া গেল, রাত্রিতে সে তাহাকে ধরিয়া আবার সেই জেটির উপর গিয়া বসিল।

তখন পূর্ণিমার রাত হাসিতেছিল, বাতাসের মৃদুমন্দ আঘাতে বীচিভঙ্গ-মুখরিত কলকল শব্দ মুহূর্ত্তের জন্য ললিতমোহনের মনের কোণের কালিমা-টুকু ধুইয়া ফেলিতে চেষ্টা করিল। পরপারের গ্যাসগুলি উজ্জ্বল ভাবে জ্বলিতেছে, তাহার ছায়ায় পারের গোড়ার জলগুলি নাচিয়া নাচিয়া গায়ে সোণার রঙ্গ মাখাইয়া লইতেছে। ললিতমোহন ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল—"হ্যারে সরসী, কিছু বল্লে ?"

"না কিছু ত বলেনি রে।" বলিয়া নিখিলেশ আকাশের দিকে চাহিল। ললিতমোহন লজ্জার বাঁধ একেবারে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তুই তাকে বলেছিলি সব কথা ?"

"তোর এ পাগ্‌লাম, তাকে আবার কি বল্‌ব, সখ করে কেঁদে মর্‌বি, তার সেই বা কি কর্‌বে। শুনে বৃথাই কষ্ট পাবে।" বলিয়া নিখিলেশ আবার বলিল,—"চল এবার উঠে পড়ি।"

ললিতমোহন একবার সেই নীল আকাশের দিকে চাহিল, দেখিল নক্ষত্র-রাজি-শোভিত আকাশ অতি সুন্দর, পরপারে কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন স্তিমিতপ্রায় নিষ্প্রভ আলোকগুলি আরও সুন্দর, গঙ্গাবক্ষে বায়ুর মৃদু শিহরণ সে ত অনন্ত সুষমার আশ্রয়, জগতে সবই সুন্দর, কেবল কুৎসিৎ এই স্বার্থপর মানবমণ্ডলীর নীচ মন, সেখানে পরের জন্য ত কোন ভাবনা নাই, সে যে আপনার ভাবে আপনি বিভোর, উন্মত্ত, নিজেকে সে বুকের কোণে এমনই ভাবে রাখিতে চাহে, যাহাতে নামমাত্র বাতাস বা বিন্দুমাত্র জলের সংস্পর্শও

ঘটিতে না পারে, সূর্য্যের তাপ ত লাগিতে দিতে চাহেই না, চন্দ্রের স্পষ্টালোকে কি জানি যদি ঠাণ্ডা লাগে, তাই ভয়ে ভয়ে উপাধানের তলে মাথা গুজিয়া থাকিতে চাহে। হায় স্বার্থপর সংসার, এখানে কোন্ লোভে মানুষ আপনার লইয়া এত ব্যস্ত, এত জড়সড়, যেন কেহ তাহাকে স্পর্শ না করে, গায়ে গা ঘেসিয়া কেহ না যায়, হয়ত কুসুমসুকুমার অঙ্গে বেদনা বাজিবে, হৃদয় কণ্টকিত হইবে। ভাবিতে ভাবিতে এক সময়ে যেন সমস্ত বাঁধ ছিড়িয়া ফেলিয়া তীব্র স্বরে ললিতমোহন বলিয়া উঠিল—"স্বার্থপর, সে আমার বেদনার কথা শুনে দুঃখ পাবে, এজন্যে তুই তাকে কোন কথা বল্‌তে পারিস্ নি, আর তোদের জন্যে যে আমি মরে যাচ্ছি, এটা একটা কথার কথা, না ?" বলিয়াই সে নিমেষহীন লুব্ধ দৃষ্টিতে পূত-তোয়া জাহ্নবীর দিকে করুণনয়নে চাহিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল—"কোলে স্থান দে মা, বুকের গ্রন্থিগুলি যে ছিঁড়ে গেল।"

রাত্রি দশটায় বাসায় আসিয়া পা দিতেই একটি অপরিচিত ভদ্র লোক চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"মশায়, আপনার জন্যে আমি অনেকক্ষণ বসে রয়েছি। সুবোধবাবু আমায় আপনার কাছে পাঠালেন, তিনি বড় বিপদে পড়েছেন, তাঁকে হাজতে ধরে নে গেছে।"

জ্বলিত অঙ্গার যাহা ছিল, তাহা যেন এবার ভস্মে পরিণত হইয়া মাটির সঙ্গে মিশিয়া গেল, চিহ্নমাত্র রহিল না। যাহাও একটু আশা-ভরসা ছিল, তাহাও গেল, তবে আর রহিল কি ? ললিতমোহন মনে মনে বলিল, 'লীলাকে সুখী করার আশা যে এখানেই শেষ হয়ে যাচ্ছে,' আগে ত সুবোধকে রক্ষার চেষ্টা না কল্লে হচ্ছে না, সেই ত লীলার সব, যদি কখনও তাকে পাই, তবে ত এ সংবাদ শুনেই সে আত্মহত্যা করবে। কষ্টে জিজ্ঞাসা করিল—"হাজতে নে গেল, কারণ ?"

"জানেন ত সে কেমন বদ্ হয়ে পড়েছে, সে দিন আফিসের ক্যাস থেকে টাকা চুরি করে নিয়ে মদ খেয়েছিল।"

বসিয়া পড়িয়া ললিতমোহন জিজ্ঞাসা করিল—"এখন উপায় ?"

ভদ্রলোক হাসিয়া বলিল—"উপায় টাকা, টাকা ঢাল্‌তে পাল্লে না হয় এমন কোন কাজত দুনিয়ায় নেই।"

[২৬]

"এবার সব শেষ প্রিয়ম্বদা, যা কিছু ছিল, সব খুয়িয়েছি, পৈত্রিক বিষয় আশয় বিক্রি করে আমি অবসর হয়ে বসেছি, ঋণ যা ছিল, তাও শেষ হয়েছে, সুবোধকেও এ যাত্রার মত জেল থেকে ছাড়িয়ে এনেছি। আমার কাজও ফুরিয়েছে।" উন্মত্তের মত কথাগুলি বলিতেই প্রিয়ম্বদা ললিতমোহনের হাত ধরিয়া টানিয়া বসাইয়া আশ্বাস দিয়া বলিল—"গেছে বেশ হয়েছে, এবার চল একটু নিরিবিলি যায়গায় সুস্থ হয়ে থাকব, ওতে আর ভাব্‌বার কি আছে, দুটা পেট বৈত নয়, এক রকম করে চলে যাবে, জীবনে ত সুখের মুখ দেখনি, একবার নিরিবিলি হতে পাল্লে দেখ্‌বে, টাকা পয়সা না থাকলেও একটা শান্তি তাতে রয়েছে।"

একি, যাহাকে ললিতমোহন অপেয় আবিল জল বলিয়া পিপাসার সময় দূরে দূরে থাকিত, সেই যে স্ফটিকের মত স্বচ্ছ সুপেয় হইয়া তাহার পিপাসা নিবৃত্তির জন্য উপস্থিত হইয়াছে। দিনে দিনে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে যে প্রিয়ম্বদাকে সে স্বার্থের প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া ঘৃণা করিয়াছে, আজ ললিতমোহনের জন্যে তাহার একি করুণার সর্ব্বস্বান্ত দান! ললিতমোহন আর ভাবিল না, কোন কথা বলিল না, প্রিয়ম্বদাকে জড়াইয়া অবশের মত পড়িয়া রহিল। প্রিয়ম্বদা আবার বলিল—"চল এবার, এমন দূরদেশে চলে

যাব, যেখানে তুমি আমি ছাড়া আর কেউ নেই, নিত্যই আমরা আমাদের কাছে নূতন হয়ে দাঁড়াব, পতিপত্নীর হৃদয়ের ভাব নিত্য যে নূতন আনন্দ এনে দেবে, সে ত শত নিখিলেশ দিতে পার্‌বে না।"

ললিতমোহন স্তম্ভিত হইয়া গেল, মুগ্ধ বিস্ময়ে প্রিয়ম্বদার কপোল স্পর্শ করিয়া বলিল—"তাই প্রিয়ম্বদা, আমিও সে কথাই ভেবেছি, একটা কাজ এখনও বাকি রয়েছে, আর একবার শেষ চেষ্টা করে দেখ্‌তে হবে, লীলাকে পাই কি না।"

"সুবোধবাবু বেরিয়ে কোথায় গেলেন?"

"কি জানি, তাকে ত আমি আর ধত্তে পারিনি, হাজত থেকে বেরিয়ে কোন্ দিকে যে ছুটেছে, অনেক খোজ করেও সন্ধান পেলুম না।"

প্রিয়ম্বদা বলিল—"হা অভাগিনী লীলা, ওর অদৃষ্টে আর সুখ হ'ল না, যদিও তাকে পাওয়া যায়, তবুত সে মরারও বেশী কষ্ট পাবে।"

রমানাথ গৃহে প্রবেশ করিয়া ললিতমোহনের হাতে একটা পরোয়ানা দিয়া বলিল—"বাবু, পেয়াদা এটা দিয়ে গেল।"

ললিতমোহন পড়িয়া দেখিল, আদালতের শমন। ললিতার মাতা তাহার নামে নালিশ করিয়াছে, নূতন বিস্ময়ে আর একবারের জন্য চমকিয়া উঠিয়া বলিল—"প্রিয়ম্বদা, মানুষ এত খল, এত অত্যাচারী হতে পারে, দিন দিনই যেন কে আমার চোখে আঙ্গুল দিয়ে তা বুঝিয়ে দিচ্ছে। ললিতার মা আমার নামে দু'শ টাকার দাবীতে নালিশ করেছে।" একটু থামিয়া আবার বলিল—"জান এ কিসের টাকা, সেবার সুবোধের চাকরীর জন্যে পাঁচশ টাকা ঘুস দিতে হয়েছিল, আমার হাতে তখন টাকা না থাকায়, সুবোধকে বলে আমি ললিতার কাছ থেকে দু'শ টাকা নিয়েছিলাম। তারই জন্যে আবার নালিশ!"

"তোমার কিন্তু এবার কোর্টে সব খুলে বল্‌তে হবে।"

"না প্রিয়ম্বদা, তাতে আর কাজ নেই, সব ত গেছে, দু'শ টাকার জন্যে আবার আদালতে দাঁড়াতে যাব।" বলিয়া রমানাথকে উদ্দেশ করিয়া বলিল—"নায়েব মশাইকে বল, তহবিলে যে টাকা আছে, তা থেকে যেন সুদেআসলে সব টাকা মিটিয়ে দেয়।"

[২৭]

মেঘ-পালিত ক্ষুদ্র তটিনী যেমন সুস্থান কুস্থান জ্ঞান হারা হইয়া পথের লতাগুল্ম, কণ্টক প্রস্তর প্রভৃতিতে বাধা পাইয়াও বেগে সমুদ্রের অভিমুখে ধাবিত হয়, ললিতমোহনের মনও নিখিলেশের দিকে তেমনই বেগে চলিতেছিল, সে যতই ভাবুক, অপমানে অবজ্ঞায় তাহার পথ যতই আবৃত থাকুক, কিছুতেই ত সে মনের গতি রোধ করিতে পারিতেছে না। সম্মুখের প্রস্তরখণ্ডে দ্বিধাবিভক্ত স্রোতের ন্যায় মাঝখানে বাধা পাইয়া সে বিভিন্ন পথই ধরিতেছিল। এবার বাড়ী হইতে আসিয়া কিন্তু সে প্রথমেই নিখিলেশের কাছে গিয়া হাজির হইল। শয্যার উপর শায়িত শিশুটিকে কোলে করিয়া পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিতে লাগিল। পাশের ঘর হইতে নিখিলেশ দেখিতে পাইয়া বিরক্তির সহিত বলিল—"আবার এখানে কবে এলি রে?"

"এই ত আস্‌ছি, এখনও বাসায় যাইনি, শুন্‌লুম তুই শীগ্‌গিরই দেশে যাচ্ছিস, তাই তোর সঙ্গে দেখা করেই বাসায় যাব ভেবেছি।"

নিখিলেশ অগ্রবর্ত্তী হইয়া বিছানার উপর বসিয়া অতি অনিচ্ছায় বলিল—"বোস।"

ললিতমোহনের সে দিকে দৃষ্টি ছিল না, সে খোকার সেই কমনীয়তার

মধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছিল। সহসা একটা তীব্র উপহাসের স্বরে তাহার চমক ভাঙ্গিল। ওধারের ঘর হইতে কে একজন শ্লেষের স্বরে উচ্চ গলায় বলিল—"আচ্ছা জ্যোঠাইমা, এ লোকটার কি আক্কেল, দিন নেই, রাত নেই, লজ্জার মাথা খেয়ে, এদের পেছনে লেগেই আছে। এত করে বারণ করে দেওয়া হয়েছে, তবু যেন ওর জ্ঞানই হচ্ছে না।"

মৃদুকণ্ঠে জ্যোঠাইমা কি বলিলেন, তাহা ললিতমোহন শুনিতে পাইল না, সে শুষ্কমুখে একবার নিখিলেশের দিকে দৃষ্টি করিয়া আবারও সেই দিকেই কাণ দিয়া দাঁড়াইল। এবার সে স্পষ্ট শুনিতেছিল, সরসীর খুড়তুত বোন্ বিন্দু বলিতেছিল—"আর এমন বেলাহাজ, সে দিন দিদি পান নিয়ে যেতে ও কি কেলেঙ্কারিটাই কল্লে, কথা নেই, বার্ত্তা নেই, হাত ধরে টানাটানি, এটা যেন একটা ভদ্রলোকের বাড়ীই নয়। আমিত আড়ালে থেকে লজ্জায় মরে যাই। তোমরা তাই জ্যোঠাইমা, অন্য হলে ঝাটা মেরে বার করে দিত।"

ললিতমোহনের উত্তপ্ত দেহটা, যেন শিথিল হইয়া আসিতেছিল, সে কোন মতে খোকাকে নিখিলেশের কোলে দিয়া কাপিতে কাপিতে জিজ্ঞাসা করিল—"সত্যি রে এসব কথা ?"

"সত্যি মিথ্যা সে বিচার নয় নাই কল্লে, কিন্তু তুমি এম্‌নি উপরে না এসেও ত পার।"

ললিতমোহন অতিকষ্টে এক পা বাড়াইল, সম্মুখের জিনিষগুলি যেন তাহার দিকে বিদ্রূপপূর্ণ কটাক্ষ করিয়া হাসিতেছিল। আর একবার সে ফিরিয়া চাহিল, তাহার মুখ দিয়া কেবলমাত্র বাহির হইল 'তবে যাই।' আবার ফিরিল, আর একবার সেই বালকের হাসিভরা মুখের দিকে তাকাইল, ভাবিল ইহার মত পবিত্র জিনিষ ত পৃথিবীতে দুটি নাই, শিশুর

সরল হাসি, যাহাতে সুধু অমৃতই রহিয়াছে। ফিরিয়া গিয়া সে বালকের ক্ষুদ্রকপোলে একটি ক্ষুদ্র চুম্বন করিয়া আবারও ফিরিয়া দাঁড়াইল। তাহার হৃদয় যেন সহস্র হস্ত বাড়াইয়া খোকাকে একবার বুকে জড়াইয়া ধরিতে চাহিতেছিল, সে স্পৃহাকে সে দমন করিল, নীরবে আবার একপা অগ্রসর হইল, মনে মনে বলিল—"দধিচী মুনি ত তার মাংস দিয়ে অতিথিকে তৃপ্তি করেছিলেন, আমি নয় বন্ধুর প্রীত্যর্থে জীবন বিসর্জ্জন দেব।" বলিয়া আবার চলিল, নীচে নামিয়া দেখিল, বৈঠকখানায় লোক পরিপূর্ণ। কে একজন নাম ধরিয়া ডাকিতেই সে দ্রুত পা বাড়াইল, কি জানি আবারও বা কেহ কিছু বলে। আর দাঁড়াইল না, ফিরিয়া চাহিল না, সম্মুখের পথটা বাহিয়া যেন দৌড়িয়া আসিয়া একটা রোয়াকের উপর বসিয়া পড়িয়া বলিল—"উঃ!"

পেছন হইতে কে ডাকিল—"ললিতবাবু!"

ফিরিয়া চাহিতে ভয় হইল, কি জানি যদি নিখিলের শ্বশুরবাড়ীর কেহ হয়, সে হয়ত ঘায়ের উপর নুন ছড়াইয়া দিতে আসিয়াছে, জোর করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল, আগন্তুক বলিল—"আমায় চিন্‌তে পাচ্ছেন না ললিতবাবু, না চিন্‌বারই ত কথা, সেই একবার মাত্র দেখা হয়েছিল, আমি কিন্তু আপনার সে উপকারের কথা জীবনেও ভুল্‌তে পার্‌ব না।"

ললিতমোহন অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়া হাপ ছাড়িয়া বাচিল, উঠিয়া দাঁড়াইতেই ভদ্রলোক আবার বলিল—"আপনি না থাক্‌লে সেবার যে আমি পথেই মরে থাকৃতুম, অমন কলেরার মধ্যে আপনিইত আমায় বাড়ী নিয়ে বাচিয়ে ছিলেন।"

ললিতমোহন এবার চিনিল, বলিল—"ওঃ আপনি, এপথে কোথায় যাচ্ছিলেন?"

"কিছুদিন থেকে আপনাকেই খুজে বেড়াচ্ছি, দেখি যদি কিছু প্রত্যুপকার কত্তে পারি।"

"সে কি, আমি আপনার এমন কি করেছি, না না সে জন্যে ত আপনার কিছুই কত্তে হবে না।"

"সে দেখা যাবে'খন, আসুন আপনি।" বলিয়া আগন্তুক পথ হাটিয়া চলিল। ললিতমোহন তাহার পেছনে পেছনে অতিকষ্টে পোয়াটেক পথ গিয়া একখানা দোতলা বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতেই আগন্তুক বলিল—"আপনি বসুন, আমি আস্‌ছি।"

ললিতমোহন বসিয়া আকাশপাতাল ভাবিতেছিল, সহসা কাঁদিয়া আছাড় খাইয়া পায়ের গোড়ায় পড়িয়া লীলা ডাকিল—"দাদা!"

[২৮]

"লীলা, কোথায় প্রিয়ম্বদা!"

"ও ঘরে পূজো কচ্ছে।"

বিস্মিত ললিতমোহন দুঃখের সহিত বলিল—"এখনও পূজো কচ্ছে, বেলা যে দুটা বেজে গেল।"

"কি করব বল, কত বুঝিয়েও ত কোনই ফল হচ্ছে না, দিনরাত পড়ে পড়ে কেবল ভাব্‌ছে, থেকে থেকে গুম্‌রে গুম্‌রে কেদে ওঠে, কত করে ধরে বেধে তবে পূজোয় বসেয়েছি।"

দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করিয়া ললিতমোহন কাতর স্বরে বলিল—"হায়! সুবোধ ত জীবনেও এ রত্ন চিন্‌তে পাল্লে না। তার ও'পর আবার ওর বরাত, এমন জ্বরই আমার হল যে, আজও তার ধাক্কা সাম্‌লাতে পারি নি, নৈলে একবার শেষ চেষ্টা করে দেখ্‌তুম।"

রাঙ্গা পেড়ে ধব্‌ধবে কাপড় পড়িয়া তপ্তগৌরাঙ্গী লীলা পূজার ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া ডাকিল—"দাদা!"

ললিতমোহন মূকের মত সেই মূর্ত্তির দিকে তাকাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল। শিবের জন্য সর্ব্বত্যাগিনী সন্ন্যাসিনী শিবানী যেন আরাধনায় যাইতেছে। লীলা কোমলকণ্ঠে বলিল—"দাদা, মার কোন কাজ ত আমি আজও কত্তে পারি নি, তিনি মারা যেতে ত আমি ওদের ওখানে ছিলাম, অবস্থা না তাতে কোন কাজ করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি, বলি বলি করে এদ্দিন তোমায়ও বলা হয় নি।"

ললিতমোহন চোখ মুছিয়া বলিল—"সে হবে'খন, কিন্তু তুই যে এখনও বড় খাস্‌নি?"

লীলা সে কথার উত্তর না করিয়া বলিল—"অনেক দিন হয়ে গেছে, আর হবে'খন বল্লেত চল্‌ছে না, আস্‌ছে একাদশীতেই তোমার আমায় একাজ করাতে হবে।"

"তাই হবে রে, সে জন্যে তোকে ভাব্‌তে হবে না, এখন তুই খেতে যাবি ত, না আমায় আরও পুড়িয়ে মার্‌তে চাচ্ছিস্‌।"

"এই ত যাচ্ছি" বলিয়া একটি কথাতেই ললিতমোহনের মনের গ্লানি কাড়িয়া লইতে গিয়া লীলা দ্রুত বাহির হইয়া গেল। খোকাকে কোলে করিয়া সরসী গৃহে ঢুকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আজ কেমন আছেন ললিতবাবু?"

ললিতমোহন বিস্মিত হইল, বিস্মিতের অধিক উদ্বিগ্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি এখানে সরসী?"

মুচ্‌কি হাসিয়া সরসী উত্তর করিল—"কেন, আমার কি এখানে আস্‌তেও নেই?" তারপর প্রিয়ম্বদার হাত ধরিয়া আবার বলিল—"তুমি কবে এলে দিদি, কৈ আমাকেত একটা খবরও দাওনি—।"

কথাটার মাঝ খানে বাধা দিয়া ললিতমোহন বলিল—"না সরসী, তোমারত এখানে আসাও উচিত হয় নি, আমি যে তোমাদের শত্রু। সে দিন না আমায় দেখে লম্বা ঘোমটা টেনে ঘর ছেড়ে চলে গেলে।" ললিতমোহন থামিল, অভিমান ও প্রাণান্তকর দুঃখ তাহার নয়নপথে উচ্ছ্বলিত হইয়া বাহির হইতেছিল।

প্রিয়ম্বদা সরসীকে ধরিয়া বসাইয়া ললিতমোহনকে উদ্দেশ করিয়া বলিল—"কেন, একে তুমি বৃথাই অনুযোগ কচ্ছ, মেয়ে মানুষ ইচ্ছা কল্লেইত কোন কাজ করে উঠ্‌তে পারে না।"

সরসী বাষ্পগদ্‌গদ কণ্ঠে বলিল—"ললিতবাবু, আপনার কাছ থেকেইত শিখেছি, স্বামীর কথা, স্ত্রীলোক কোন দিন অবহেলা না করে। এখনও আমার মনে পড়্‌ছে, আপনার সে কথা, প্রথম যখন আপনি আমায় দেখে কোলে করে নিয়ে বলেছিলেন—'তোমায় আজ একটি কথা বলে রাখ্‌ছি সরসী, এ যেন জীবনেও ভুল না, স্বামীর বাক্য যেন একদিনের জন্যেও লঙ্ঘন কর' না, তাতেই স্ত্রীলোকের সুখ, তাতেই তাদের শান্তি ও ধর্ম্ম।"

পুরাণ কথাটার প্রসঙ্গ উঠিয়া পড়ায় ললিতমোহন পূর্ব্ব স্মৃতির খোচায় বিচলিত হইয়া উঠিল। বাল্যের সেই সুখ, সেই অযাচিত প্রাণবিনিময়, নিখিলেশ ও তাহার একত্রাবস্থিতির দিনগুলি আজ যেন এই দুঃখের সময়টার উপর একটা যবনিকা আনিয়া ফেলিল। অস্ফুটস্বরে ললিতমোহন বলিল—"সেই নিখিল আজ এই হয়েছে। লোহার খাপ যে কেবল মরিচা ধরে আপনার অস্তিত্বই হারিয়ে বসে, তা নয়, সে যে আশ্রিতকেও অকর্ম্মণ্য করে তোলে, নাশের পথ দেখিয়ে দেয়।"

সরসী কিছু গম্ভীর হইয়া পড়িল, নিখিলেশ আবার বলিল—"আচ্ছা সরসী, নিখিলই তোমাকে বলে দিয়েছিল, আমায় এম্নি অপমান কত্তে।"

"তারত কোন দোষ নেই, ও-বাড়ীর সবাকার পরামর্শেই এত হয়েছে।"

"তবে যে তুমি বড় আজ এখানে এসেছ, নিখিল জান্‌লে হয়ত রাগ করবে।"

"তাকে না জানিয়ে কি আমি আর এসেছি, না পারি আস্‌তে, সেইত বলে দিলে, ললিতবাবু তোমাদের জন্যে বড্ড কষ্ট পাচ্ছেন, একবার দেখে এস।"

ললিতমোহনের মুখ যেন প্রভাতাকাশের মত হাসিয়া উঠিল। সরসী প্রিয়ম্বদার হাত ধরিয়া বলিল—"চল দিদি, দেখি গিয়ে লীলা কি কচ্ছে।" পথে যাইতে যাইতে সরসী জিজ্ঞাসা করিল—"কেমন আছ দিদি?"

প্রিয়ম্বদা হাসিয়া বলিল—"এখন কটা দিন ত যাচ্ছে ভাল, এবার যেন বরাত ফিরে দাঁড়িয়েছে।"

"ললিতবাবু।"

সরসী ফিরিয়া দেখিল, তাহার বড়দাদা বিভূতি। সে বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"বড়দা, তুমি এখানে?"

"আমি এখানে বড় বিস্ময়ের কথা, আর যে আমাদের এত অপমান করেছে, তুমি কোন্ মুখে তার বাড়ীতে এসেছ।" কর্কশকণ্ঠে একথা বলিয়া বিভূতি যেন দুই চোখে অগ্নিবর্ষণ করিতে লাগিল।

সরসী সহজ স্বরে বলিল—"অপমানত তোমাদের তিনি কিছু করেন নি, বরং তুমিই—।" বলিয়া মধ্যপথে থামিয়া যাইতেই বিভূতি এবার সপ্তমে স্বর চড়াইয়া লইয়া বলিল—"কি বল্‌ছিলে, বলই না, আর যদি আমাদের বাড়ী মাড়াতে হয় ত এখুনি আমার সঙ্গে এস।"

সরসী গর্ব্বভরে ঝঙ্কার দিয়া উত্তর করিল—"বড় যে ভয় দেখাচ্ছ বড়দা, তুমি কি ভেবেছ, বড়লোক বলে তোমার ভয়েই আমি এদ্দিন মুখ

বুজে পড়েছিলাম, সে ভেব না, ন্যায়কে যদি অন্যায় দিয়ে ঢাকৃতেই হয়, তবে সেখানেও যে বল্‌বার মত একটা প্রতিভূ চাই। যার ভয়ে এদ্দিন এম্‌নি অন্যায় করেছি, সে আস্‌তে বল্লে তবেইত এসেছি।" বলিয়া সে আর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া প্রিয়ম্বদার হাত ধরিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া লীলার মাথা ধরিয়া নাড়িয়া দিয়া বলিল—"এত বেলা, তবে তোর খাওয়া হল রে, পোড়াব মুখি।"

[২৯]

"ফিট্‌ বাবুটি হয়ে আজ এই রাতে কোথায় বেরুচ্ছ।"

ললিতমোহন গম্ভীর হইয়া বলিল—"বড্ড শক্ত কাজে হাত দিয়েছি প্রিয়ম্বদা, এদ্দিন তোমায় বল্‌তে সাহস পাইনি, কি জানি শুনে তুমি কি মনে করবে!"

"তবু?"

"পাঁচ সাতদিন হেটে হেটে ত সুবোধটাব খোজ পেয়েছি, সে ত বেশ্যা-বাড়ী ছেড়ে এক পা নড়্‌ছে না।"

প্রিয়ম্বদা চিন্তিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা, ওতে ত শুনেছি, অনেক টাকা লাগে, অত টাকা সে কোত্থেকে পেল?"

"কেন, সেই যে আফিস থেকে নিয়েছিল, সেত কম নয়, প্রায় দুহাজাব হবে।"

"তুমি এখন কি কত্তে চাচ্ছ?"

"সে কথাইত বল্‌ছিলাম্‌, শুনেছি, ওসব যায়গা থেকে বের কবে আন্‌তে হলে, একটু বেশী রকম চেষ্টা করে মাগীদের ও'পর অবিশ্বাস জন্মাতে না পাল্লে আর উপায় নেই—"

"তাই বুঝি রোজ সেখানে যাওয়া হচ্ছে, না ?"

ললিতমোহন উত্তর করিল না, প্রিয়ম্বদা যেন আপন মনে বার দুই শিহরিয়া উঠিয়া বলিল—"নাগো না, তুমি কিন্তু ওতে আর যেয়ো না।"

ললিতমোহন হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কেন, তোমার কি বিশ্বাস হচ্ছে না ?"

প্রিয়ম্বদার মুখ কাল হইয়া গিয়াছিল, সে ঢোক গিলিয়া লইয়া বলিল—"তোমাকে অবিশ্বাস কর্‌ব, সেত বেচে থেকে পার্‌ব না। আমার কেমন ভয় হচ্ছে।"

"যে করে হ'ক, আমায় ওকে উদ্ধার কত্তে হবে। লীলার জন্যে আমি ত প্রাণও দিতে পারি।" বলিয়াই প্রিয়ম্বদাকে টানিয়া আনিয়া মুখ চুম্বন করিয়া ললিতমোহন বলিল—"তুমি ভয় পেও না, আমি খুব সাম্‌লে চল্‌তেই চেষ্টা কচ্ছি।"

ঘণ্টাখানেক পরে লীলা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"দাদা, কৈ বৌদি ?"

প্রিয়ম্বদা লীলাকে টানিয়া আনিয়া কোলের মধ্যে লইয়া বলিল—"দাদা যে শ্যামচাঁদের জন্যে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন দিদি।"

"না বৌদি, তুমি দাদাকে বারণ করে দিও, এই রোগা শরীর নিয়ে যেন অত না খাটেন।"

প্রিয়ম্বদা কি একটা কুৎসিত ঠাট্টা করিতে যাইতেছিল, তাহার মন এখন সদ্যঃস্নাত ব্যক্তির মত পবিত্র নির্ম্মল, এতদিনে যে সে স্বার্থের সমস্ত কাদা ধুইয়া পুছিয়া স্বামীর ইচ্ছাকেই নিজের অভিপ্রায়ের অনুকূল করিয়া লইয়াছিল। আর ত সে কথায় কথায় বাদ প্রতিবাদ করিয়া স্বামীর মতের বিরুদ্ধে এক পাও নড়িতে চাহে না। সমস্ত প্রাণ দিয়া সে

স্বামীকেই চাহে, স্বামীর শুভাশুভ বা কার্য্যাকার্য্য যেন সে স্বামীর যিনি স্বামী, সেই ভগবানের চরণেই ফেলিয়া দিয়াছে। ললিতমোহনও এখন রোজই তাহাকে আদরে সোহাগে আপ্যায়িত করিত, শিশিরবিন্দু যেন রৌদ্রতপ্ত দূর্ব্বাদলকে সজীব করিয়া তুলিয়াছে। লীলা তাহার মনের ভাব বুঝিয়া হাত দিয়া মুখ চাপিয়া ধরিয়া হাসিয়া বলিল,—"ফের যদি ওসব খারাপ কথা বল্‌তে এস ত, আমি দাদাকে বলে দেব।"

"ওঃ সে ভয়েত আমি একেবারে মুষ্‌ড়ে যাচ্ছি।" বলিয়া প্রিয়ম্বদা আবারও হাসিয়া উঠিল।

লীলা বলিল—"আচ্ছা বৌদি, নিখিলবাবুর এ কেমন ব্যাভার, দাদার এই অসুখ, এক দিন দেখ্‌তে এল না।"

প্রিয়ম্বদা অন্যমনস্কের মত ছোট কথায় উত্তর করিল—"ও এমন হয়!"

বাহিরে জুতার শব্দ শুনিয়া লীলা উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল—"যাই শুইগে, দাদা এসেছেন।"

ললিতমোহন আসিয়া দাঁড়াইতেই প্রিয়ম্বদা জিজ্ঞাসা করিল—"কি করে এলে, আজ কিন্তু আমাকে বল্‌তে হবে।"

জামাটা ছাড়িতে ছাড়িতে চৌকীর উপর বসিয়া ললিতমোহন বলিল,—"বল্‌ছি, তুমি একটু বাতাস কর দেখি।" বলিয়া কাত হইয়া শুইয়া পড়িয়া আবারও বলিল,—"কাজ অনেকটা এগিয়েছে; সুবোধ বুঝেছে, ও বেশ্যাটা এখন আর তার হাতে নেই, আমার টাকার দিকেই ঝুকে পড়েছে, আজ যখন আমি যেতেই সুবোধকে বের করে দিয়ে, খাতিরযত্ন করে নিয়ে ঘরে বসালে, তখনি দেখ্‌লুম্, সুবোধ আমার দিকে চেয়ে ফোস্ ফোস্ কচ্ছে।"

ভীতা লীলা ললিতমোহনের হাত জড়াইয়া ধরিয়া অনুরোধ করিয়া বলিল—"দেখ, তুমি কিন্তু আর সেখানে যেতে পার্‌বে না।"

"আর দু'টা দিন প্রিয়ম্বদা, তবেই ও বেরিয়ে পড়্বে" বলিয়া মধ্যপথে বাধা পাইয়া কি চিন্তা করিয়া আবার বলিল—"আমার কেমন একটা ভয় হচ্ছে, কি জানি মদের ঘোরে মাগীর ও'পর কোন অত্যাচার ক'রে না বসে।"

"আমার কিন্তু প্রাণটা কেবলই কেঁপে উঠছে, না গো, তুমি আর ও কাজে যেয়ো না।" বলিয়া প্রিয়ম্বদা আকুলনয়নে চাহিতেই প্রিয়ম্বদাকে টানিয়া বুকে আনিয়া ললিতমোহন বলিল—"সে যা হয় দেখা যাবে, রাত অনেক হয়েছে, এস ঘুমোই।"

[৩০]

সরসী বাড়ীতে প্রবেশ করিতেই নিখিলেশ শ্লেষ করিয়া বলিল—"আবার এ বাড়ীতে ঢুক্‌লে কোন্ মুখে ?"

সরসী জবাব দিল না, বিভূতির আচরণে তাহার মনটা আজ ভাল ছিল না। সে কেবল নিখিলেশের ভয়েই আবার এ মুখ হইতে বাধ্য হইয়াছিল। নিখিলেশ আবার বলিল—"এত জব্দ করে তাঁকে ফিরিয়ে দিলে, আবার তাঁর ভাত মুখে দিতে লজ্জা কর্‌বে না।"

সরসী জীবনে যাহা করে নাই, আজ তাহাই করিল, চটিয়া উঠিয়া স্বামীকে বলিল—"তার ভাত, সে ত আমি কোন কালেও মুখে দেব না, যে মানুষকে অমন করে কুপিয়ে কাট্‌তে পারে, তার ভাত খেলে যে পাপ হয়।"

নিখিলেশ সরসীর কথাটার মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের খোচা খাইয়া জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল—"ললিতকে নিয়েই তোমার চল্‌বে, কেমন না।"

এ কথার উত্তরে সরসী স্বাধীনভাবে আর একটি কথাও বলিতে পারিল না, তাহার মুখ দিয়া স্বতঃই যেন বাহির হইয়া পড়িল—"ছিঃ অকৃতজ্ঞ।"

নিখিলেশ অসহভাবে উত্তর না করিয়া গন্‌গন্ করিতে করিতে মুখ ভার করিয়া অন্যত্র চলিয়া গেল।

রাহুর মত উকি মারিয়া দুরদৃষ্ট যেন সবলে এই দম্পতীর চিরমধুর মাতৃ-হৃদয়ের মতই পবিত্র হাসিটুকু কাড়িয়া লইল। সরসী বাহিরের দিকের জানালাটা খুলিয়া দিয়া শয্যায় পড়িয়া পড়িয়া দুশ্চিন্তায় চোখের পাতা ভিজাইয়া উঠাইতেছিল। জীবনে একেবারেই নূতন এই মনকষা-কষিটা তাহাকে যেন মুহূর্ত্তের মধ্যে নত করিয়া ফেলিল। নিখিলেশ একবার ঘর একবার বাহির এইভাবে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিতেছিল, সবসীর প্রতি অভিমানটা তাহাকেও সূচীবিদ্ধের যন্ত্রণা দিতেছিল সরসীর অশ্রুপূর্ণ চোখ দেখিয়া তাহার বেদনাটা যেন দ্বিগুণ হইয়া পড়িতেছিল, তাই সে শীঘ্র ঘটনার একটা কিনারা করিয়া লইবার জন্যে কেবলই পাশ কাটাইয়া ফিরিতেছিল।

সরসীর ক্ষুদ্র অভিমানটুকু আজ যেন ক্রমবর্দ্ধমান অবস্থায় তাহাকে অভিসপ্তের মত করিয়া ফেলিল। ললিতমোহনকে লইয়া অযথা তাহাকে যে পুনঃ পুনঃই আক্রমণ করা হইতেছে, তাহা যেন সে আজ আর সহ্য করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না।

নিখিলেশ এবারও বিদ্রূপ করিয়া বলিল—"পড়ে পড়ে কি ললিতের মুখখানাই ভাব্‌ছ?"

সরসী জ্বলিয়া উঠিল, সে বেগে উঠিয়া বসিয়া বলিল—"তাতে ত কোন দোষও নেই, আমি ত তাঁকে বড়দার থেকেও আপন বলেই জানি, আর তাঁর মত মানুষের কথা ভাবা, সেও যে ভাগ্যের কথা।"

নিখিলেশের সমস্ত শরীরটা যেন কাঁপিয়া উঠিল, পদদলিত ভুজঙ্গের মত সে আর মুহূর্ত্ত চিন্তা করিল না, বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করিল না,

বুকের উপর চাপিয়া বসিয়া কে যেন তাহাকে সজোরে ঘার উপর ঘা মারিতেছিল। আর স্থির থাকিতে না পারিয়া রুদ্ধ অভিমান ও কান্না হৃদয়ের সমস্ত বল দিয়া চাপিয়া রাখিয়া ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। মুহূর্ত্তে সরসী নিজের ভ্রম বুঝিল, সে এতটুকু হইয়া গিয়া অসাড়ে অশ্রুত্যাগ করিতে লাগিল।

ঘণ্টা দুই পরে নিখিলেশ আবার আসিল, একপা একপা করিয়া অগ্রসর হইয়া সম্মুখের চেয়ারটার উপর বসিয়া পড়িল। সরসী এবার আর থাকিতে পারিল না, নিখিলেশের সেই উন্মাদদৃষ্টি তাহাকে জোর করিয়া টানিয়া আনিয়া তাহার নিকট উপস্থিত করিয়া দিল। সহসা তাহার হাত ধরিয়া সরসী বলিল—"খেয়েছ ?"

নিখিলেশ হাত টানিয়া লইয়া ঘরের মধ্যে দ্রুত পাদচারণা করিতে করিতে বলিল—"সে ভাব্‌না তোমার ভাব্‌তে হবে না, যাকে ভাব্‌লে তোমার সুখশান্তি ও পুণ্য হবে, তার কথাই ভাব।"

ললিতমোহন আসিয়া পেছন হইতে নিখিলেশের হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল—"কিরে বড় যে ছট্‌ফট্‌ কচ্ছিস্‌ ?"

তদবস্থ ললিতমোহনকে দেখিয়া নিখিলেশ যেন কেমন হইয়া গেল। ললিতমোহন আবার বলিল—"আমারি জন্যে ঘরেও তোরা শোয়াস্তিতে থাক্‌তে পারিস্‌ না দেখ্‌ছি, না ভাই, আর যাতে তোদের কোন অসুখ অসুবিধা না হয়, আমি তাই কর্‌ব, আজকের মত মাপ কর।"

নিখিলেশ জবাব দিল না, হাত ছাড়াইয়া দ্রুতপদে মুহূর্ত্তমধ্যে কোথায় চলিয়া গেল। বজ্রাহতের মত ললিতমোহন ডাকিল—"সরসী !"

সরসীও জবাব দিতে পারিল না, স্বামীর জন্য পতিগতপ্রাণা সাধ্বীর মন আজ কেবলই কাঁদিয়া উঠিতেছিল। সহসা বিভূতিবাবু উপস্থিত হইয়া

গর্জ্জিয়া বলিলেন—"নির্লজ্জ, আবার এ বাড়ীতে ঢুক্‌তে তোমার লজ্জ হল না।"

ললিতমোহনের এই অপমান সরসীর অসহ্য মনে হইল, সে দাঁড়াইয়া উঠিয়া গর্জ্জিয়া বলিল—"বড়দা, ললিতবাবু ত' তোমার বাড়ী আসেন নি, আমি তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি, এটা মনে রেখ যে, আমার বাপ-মা ত এখনও বেঁচে আছেন, তাদের একটা মাথা গুজ্‌বার স্থানও রয়েছে।"

[৩১]

অনেক দিন পরে আজ যেন লীলার মুখে একটু হাসি ও একটু প্রফুল্লতা ফুটিয়া উঠিয়াছিল। মাতার শ্রাদ্ধ করিয়া তাঁহারই স্বর্গকামনায় স্বহস্তে ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া সে যেন একটা তৃপ্তি একটা আনন্দ লাভ করিতেছিল। স্বর্গগতা মাতার করুণ আশীর্ব্বাদ তাহার অদৃষ্টাকাশের কালিমাটাকে যেন ধুইয়া পুছিয়া ফেলিয়াছে।

রাত্রি আটটা বাজিতেই ললিতমোহন জামাকাপড় পরিয়া বাহির হইতেছিল, হাসিয়া লীলা বলিল—"দাদা, আজ একটু শীগ্‌গীর করে ফিরে এস, তোমায় খাইয়ে তবে আমি খাব।"

"সে কি লীলা? না বোন্, তুই আমার জন্যে উপোস করে থাকিস্ না কিন্তু।"

"না দাদা, সে না হলে ত হবেনা, ও বেলা যে তোমার মোটেই খাওয়া হয় নি। তুমি যে আজ আমার বামুন। তোমায় না খাইয়ে ত আজ আমি খেতে পার্‌ব না।"

"তবে তাই, আমি এখুনি আসছি।" বলিয়া ললিতমোহন চলিয়া

যাইতেই প্রিয়ম্বদা গম্ভীর হইয়া হাসিয়া বলিল—"বামুন খাইয়ে আজকে কিন্তু বর মেগে নিস্ দিদি।"

লীলার মুখও গম্ভীর হইয়া উঠিল। মনে পড়িয়া গেল, ললিতমোহন ত তাহার স্বামীর জন্যই আজও আবার বাহিরে বাহির হইয়াছেন। সে অনুযোগ করিয়া বলিল—"তোমায় না এত কবে মানা করেছি বৌদি, যে দাদাকে এমন রাতদুকুরে বেরুতে দিও না।"

প্রিয়ম্বদা হাসিমুখে উত্তর করিল—"না দিয়েই কি করি, তোর মুখ কাল দেখ্‌লে যে আমারও প্রাণ কেঁদে ওঠে।"

"আচ্ছা বৌদি, বলত এ অভাগীকে তোমরাই কেন এত ভালবাস? আমার জন্যেই ত তোমাদের যত কষ্ট।"

* * * * * *

রাত্রি এগারটা বাজিতে প্রিয়ম্বদা ললিতমোহনের পায়ের গোড়া হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল। ললিতমোহন তখন অসাড়ে ঘুমাইতেছিল, কড়িকাঠ গলাইয়া জানালাপথে চাঁদের আলোটা তাহার মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল, প্রিয়ম্বদা সে উজ্জ্বল সুখ-সুপ্ত মুখের দিকে কিছুকাল ধরিয়া চাহিয়া রহিল। ধীরে ধীরে তাহাতে ওষ্ঠপুট সংলগ্ন করিয়া লইল, তার পর কি মনে করিয়া দোর খুলিয়া বাহিরে আসিতেই সহসা কে যেন তাহাকে সজোরে জড়াইয়া ধরিল। প্রিয়ম্বদা জড়সড় হইয়া পড়িল, সে যেন চাহিতে পারিতেছিল না, অব্যক্ত ভয়ে তাহার মুখ দিয়া শব্দও বাহির হইতেছিল না, আক্রমণকারী প্রিয়ম্বদাকে ছাড়িয়া দিয়া মুহূর্ত্তে তাহার মুখ সজোরে চাপিয়া ধরিয়া ক্ষিপ্তের মত বলিল—"ওঃ, বড় তৃষা, খুন কল্লে তবে জুড়ুবে।"

প্রিয়ম্বদার আর ভাবিতে হইল না, মনে হইতেই শরীর রোমাঞ্চিত ও

শিহরিত হইয়া উঠিল। হতাশপ্রণয়ী সুবোধ যে তাহার স্বামীর অমঙ্গলের জন্যই আসিয়াছে, তাহা ভাবিয়া সাধ্বী সমস্ত ভুলিয়া গেল। প্রাণ দিয়াও স্বামীকে রক্ষা করিতে হইবে, এই দৃঢ় চিন্তায় সে একেবারে মরিয়া হইয়া উঠিল। কে যেন তাহার হৃদয়ে পুরুষের অধিক বল আনিয়া দিল। সুবোধকে সজোরে ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া উপস্থিত বুদ্ধিতে বাহির হইতে শিকলটা টানিয়া দিয়া দোরে পীঠ দিয়া দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া উঠিতে চেষ্টা করিতেই সুবোধ শার্দ্দূলআক্রমণে তাহার গলা চাপিয়া ধরিল।

প্রিয়ম্বদার শ্বাস বন্ধ হইয়া আসিতেছিল, শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল, তবু সে একপা নড়িল না, কোনমতে একবার চীৎকার করিতে পারেত কাহারও আশ্রয় পাইবে ভাবিয়া সে এবার শরীরের সমস্ত শক্তি এক করিয়া লইয়া সুবোধের হাত ছাড়াইতে গিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।

সুবোধ আর সহ্য করিল না, বেশ্যার অপমানে, অবজ্ঞায় প্রত্যাখ্যান-জনিত তীব্র কশাঘাতে তাহার হৃদয় যেন পুড়িয়া যাইতেছিল। ললিত-মোহনের রক্তে তৃষ্ণা দূর করিতে সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। মদের উগ্র নেশায় আক্রান্ত সুবোধের ভাবিবার শক্তিও ছিল না। "তবে রে হারামজাদি" বলিয়া রিভলভারটা উঠাইয়া ধরিয়া কর্কশ বিকৃতকণ্ঠে বলিল—"সাবধান বল্‌ছি, নৈলে আগে তোকেই খুন করে তবে ঘরে ঢুক্‌ব।"

নিজের জন্য প্রিয়ম্বদার মোটেও ভাবনা ছিল না, প্রাণ দিয়া স্বামীকে বাচাইতে পারিলেত সে বহুভাগ্য মনে করিবে, কিন্তু সে মরিলেও যদি স্বামীর কোন অমঙ্গল ঘটে, এই আশঙ্কায় তাহার প্রাণ কেবলই কাঁদিয়া উঠিতেছিল। কাতর স্বরে বলিল—"সুবোধবাবু! আপনি ভদ্র লোকের ছেলে, ছিঃ এত অধঃপাত আপনার!"

সুবোধ হাসিয়া উঠিল, তারপর রক্ত চক্ষুতে চাহিয়া গর্জ্জিয়া বলিল—

"ওসব লেক্‌চারেত কোন কাজ হচ্ছে না, এখন পথ ছাড়্‌বিত ছাড়, নৈলে কিন্তু যেই কথা সেই কাজ।" বলিয়া আবারও সে প্রিয়ম্বদার গলা চাপিয়া ধরিল। প্রিয়ম্বদা কোন পথ খুজিয়া পাইতেছিল না। মনে মনে ভগবান্‌কে ডাকিয়া বলিল—"ভগবান্, কোন দিনত আমার কোন প্রার্থনায় কাণ দাওনি, আজ এ অভাগিনীর মান রেখ, আমি যেন প্রাণ দিয়েও স্বামীকে বাচাতে পারি।"

সুবোধ আর বিলম্ব করিতে পারিতেছিল না, নেশার ঘোবে সহসা তাহার মনে পড়িল, আলোকিত বেশ্যাবাড়ীর সেই শয্যাগৃহে ললিতের উপস্থিতি, তাহার সেই আদর, নিজের লাঞ্ছনা, তিরস্কার, ঘর হইতে বাহির করিয়া দেওয়ার কথা। মদ যেন তাহার মজ্জায় মজ্জায় ধমনীতে ধমনীতে প্রতিহিংসা ফুটাইয়া তুলিতেছিল, সে প্রিয়ম্বদার গলা ধরিয়া ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দোরের দিকে ঝুকিয়া পড়িতেই কোন্ দৈবশক্তিতে শক্তিমতী প্রিয়ম্বদা উঠিয়া গিয়া পাষাণ প্রতিমার মতই আবারও দোর আগুলিয়া দাঁড়াইল।

সুবোধ গর্জ্জিয়া উঠিয়া এবার বুভুক্ষিতের মত তাহাকে সবলে ছিনাইয়া আনিতে চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হইয়া রোষারুণিতনেত্রে বলিল—"তবে মর, তা বলে ও বেটাকে খুন না করে আমিত আর যাচ্ছি না।" বলিয়া রিভলভারের গুলিতে প্রিয়ম্বদাকে ধরাশায়িত করিয়া উন্মত্তের মত হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

সহসা পেছন হইতে বজ্রমুষ্টিতে সুবোধের হাত ধরিয়া ভৃত্য রমানাথ রিভলভারটা দুরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া কাঁদিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। সে শব্দে সুপ্তোত্থিত ললিতমোহন হাত বাড়াইয়া শয্যার মধ্যে প্রিয়ম্বদাকে খুঁজিয়া পাইল না। অনিশ্চিত আশঙ্কার আকুল কান্নায়

তাহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। নেশাখোরের মত টলিতে টলিতে দোর ধরিয়া টানিতেই বুঝিল, তাহা বাহির হইতে বন্ধ। সেও গম্ভীর কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল। ঝনাৎ করিয়া শিকলটা খুলিয়া গেল, দীপের আলোতে ধরাশায়িনী প্রিয়ম্বদার সেই মৃত্যুবিবর্ণ গৌরবমণ্ডিত মুখ দেখিয়া ললিতমোহন আর দাঁড়াইতে পারিল না; জীবনের প্রথম আজই সে বিহ্বলের মত শবের উপর আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেল।

সারাদিনের পরিশ্রমের পর লীলা ঘুমাইয়াছিল। পুনঃ পুনঃ চীৎকারের শব্দে সে উঠিয়া বসিয়া স্বর লক্ষ্য করিয়া কিছুক্ষণ আর কোন সাড়া শব্দই না পাইয়া এবার হ্যারিকেন হাতে বাহিরে আসিয়া সহসা কিছুই বুঝিতে না পারিয়া হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। ললিতমোহন বালকের মত কাঁদিয়া বলিল—"হ্যারে শেষটা প্রিয়ম্বদাকে খুন কল্লি।"

লীলা আর শুনিতে পারিল না, "দাদা" বলিয়া চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

সুবোধের নেশা তখন ছুটিয়া আসিয়াছিল, তাহার মনের কোণে যেন অনুতাপের একটা অস্পষ্ট অনুভূতি সাড়া দিয়া উঠিল। কে যেন বলিয়া দিল,—"ছিঃ, দুর্ব্বল, যে তোকে একদিন মারও অধিক ভালবেসেছে, নিজের সুখের জন্যে তাকে খুন ক'রে প্রতিহিংসা চরিতার্থ কল্লি!"

[৩২]

সে দিন যখন প্রিয়ম্বদার এই আকস্মিক মৃত্যুর সংবাদ জানাইয়া রমানাথ আসিয়া কাঁদিয়া বলিল—"বাবু আপনাকে একবার অবশ্য যেতে বল্লেন।" তখন নিখিলেশের শ্বশুরবাড়ীর প্রতি বৃথা পক্ষপাতটা যেন ধসিয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি রমানাথকে বিদায় করিয়া গৃহে ঢুকিয়া

সরসীকে বলিল—"সরসী, চল, এবার দুজনে গিয়ে যদি ললিতকে একটু শান্ত কত্তে পারি।"

প্রিয়ম্বদার মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া অবধি সরসীও গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিতেছিল, তাহার প্রাণটা যেন আশ্রয় ছাড়িয়া উধাও হইয়া ললিতমোহনের পায়ের তলায় গিয়া নোয়াইয়া পড়িতেছিল। তবু সে সাহস করিয়া আর স্বামীকে কোন কথা বলিতে পারে নাই। সেদিনের ঘটনা হইতে মনে মনে সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, আর কোনদিন ললিত-মোহন সম্বন্ধে কোন কথাই সে বলিবে না। এখন স্বামীর কথা শুনিয়া তাহার সাহস হইল, বাষ্পরুদ্ধ স্বরেই বলিল—"তাই চল, আহা তোমায় দেখ্‌লেও যে তিনি অনেকটা স্থির হতে পার্‌বেন।" বলিয়াই সে দ্বিগুণ বেগে কাঁদিতে লাগিল। তারপরে একটু সাম্‌লাইয়া লইয়া আবার বলিল—"দেখ এখানে আমি আর থাক্‌ব না। বড়দার ও কড়া কড়া কথা-গুলো আমার সহ্য হয় না, একেবারে চল, যা দুদিন পাঁচদিন থাকি, ললিত-বাবুর বাসায় থেকে তার পর বাড়ী চলে যাব।"

নিখিলেশের মনের গতিও যেন আজ সহসা কেমন ফিরিয়া দাঁড়াইল, যে বিভূতিবাবুকে সে বিবাহের পর হইতেই সর্ব্বাপেক্ষা আপনার জন বলিয়া মনে করিয়াছে, আজ যেন বাল্যস্মৃতি ললিতমোহনের দুঃখে জড়িত হইয়া তাহাকে সহসা বিভূতির প্রতি একটু কটাক্ষপূর্ণ করিয়া তুলিল। সে মুক্তকণ্ঠে বলিল—"তাই চল সরসী, এখানে আর থেকে কাজ নেই।"

* * * * * *

বিকালে একটা চেয়ার পাতিয়া বসিয়া ধীর ললিতমোহন সুবোধকে বুঝাইতেছিল, লীলা পায়ের গোড়ায় বসিয়া চোখের জলে ধরণীবক্ষ

অভিষিক্ত করিতেছিল, এমন সময় নিখিলেশ ও সরসী আসিয়া হাজির হইল, ললিতমোহন উঠিয়া দাঁড়াইল, হাত বাড়াইয়া সরসীর ক্রোড় হইতে খোকাকে টানিয়া আনিয়া তপ্ত বুকের উপর জড়াইয়া ধরিল। সরসী কাঁদিয়া ফেলিল, নিখিলেশ কিন্তু সুবোধকে দেখিয়া চটিয়া লাল হইয়া বলিল —"এখনও ওকে এখানে স্থান দিয়েছিস, কেন নিজেও কি অপঘাতে মর্তে চাস্ না কি ?"

ললিতমোহন শান্ত স্বরে বাধা দিয়া বলিল—"ছিঃ নিখিল, ওকে এখন আর কটু কথা বলিস্ নি, ওযে নিজেই অনুতাপে পুড়ে মর্ছে।"

সুবোধ উন্মত্তের মত উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল—"বলুন ত নিখিলবাবু, আপনি বুঝিয়ে বলুন, এই স্ত্রীঘাতীকে কেন আবার রেখেছেন, এখুনি আমায় পুলিসে ধরিয়ে দিন, ফাঁসিতে ঝুলে আমি আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করি।"

নিখিলেশ ললিতমোহনের সকৌতুক দৃষ্টির প্রতি চাহিয়া রহিল। ললিতমোহন বলিল—"লীলার সুখ না দেখে আমিত স্বর্গে গিয়েও নরক যন্ত্রণা ভোগ কর্ব, তারি জন্যে প্রাণ অবহেলা করেও যে ঐ কাজে হাত দিয়েছিলাম। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে পুণ্যবতী যে সে চলে গেছে।" ললিতমোহনের চোখ সজল হইয়া উঠিল। নিখিলেশ অতিষ্ঠ হইয়া বলিল—"স্ত্রীহত্যাকারীকে নিয়ে লীলারই কি সুখ হবে।"

মাঝখানে সরসী বলিয়া উঠিল,—"তবুত স্বামী, স্বামী স্ত্রীহত্যা করুক, যাই করুক, সে বিচার ত স্ত্রীর কর্বার দরকার নেই।"

লীলা মাথা গুজিয়া বসিয়াছিল, সেও মনে মনে বলিল—"শত হ'ক, তবু স্বামী, ভগবান্ তুমি আমার হৃদয়ে বল দাও, আমার যেন একদিনের জন্যেও ওকথা মনে না হয়।"

গভীর আর্ত্তনাদের শব্দে সকলেই ত্রস্ত হইয়া উঠিল, সুবোধের মাতা ললিতার সহিত প্রবেশ করিয়া একেবারে আছাড় খাইয়া পড়িলেন। ললিতা ললিতমোহনের পায়ের গোড়ায় ছেলেটিকে রাখিয়া ললিতমোহনের পা জড়াইয়া ধরিয়া আর্ত্তস্বরে বলিল—"আমার অপরাধের শেষ নেই। তারি জন্যে আমি ক্ষমাও চাইনি, আপনিত দিদিকে বিধবা দেখ্‌তে পার্‌বেন না ললিতবাবু, তার স্বামীকে বাচিয়ে দিন।"

ললিতমোহন মুখ বাঁকাইয়া নিজের কি উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য নীরবেই রহিল। ললিতা কোন উত্তর না পাইয়া এবার সে স্বামীর জন্যে কাঁদিয়া উঠিয়া একেবারে লীলার পা জড়াইয়া ধরিল, কাঁদিয়া বলিল—"দিদি যা থেকে আর অপবাদ নেই, সেই অপবাদ দিয়ে আমি তোমায় কি কষ্ট যে না দিয়েছি, তাত বল্‌তে পারিনা, সে ত কেবলি স্বামীর জন্যে, তার ভাগ যেন আমার সহ্যই হত না। কিন্তু আজ আমি সপথ করে বল্‌ছি, আমি তোমাদের দাসী হয়ে থাক্‌ব। তুমি তাঁকে বাচাও। তুমি বল্লেত ললিতবাবু না কত্তে পার্‌বেন না।"

ললিতমোহনের ইষ্টসিদ্ধি হইয়া আসিল, সে সস্নেহে ললিতাকে ধরিয়া তুলিয়া বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিল—"ললিতা, সুবোধের জন্যে ভেব না। প্রিয়ম্বদাত হঠাৎ সন্ন্যাসরোগে মারা গেছে, আমি ত সে কথা বলেই তাকে দাহ করে এসেছি। আমার কোন লোকের মুখ দিয়ে ঘুণাক্ষরেও আর কোন কথা বেরুবে না। তোমরা সাবধান, হৈ চৈ করে যেন সব মাটি কর'না।"

[৩৩]

সুবোধ বিছানার উপর পড়িয়া পড়িয়া তাহার অতীত জীবনের ঘটনা-গুলি চিন্তা করিয়া যাইতেছিল। লীলা যে নির্দ্দোষ, তাহা ত ললিতা এখন

একবাক্যে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছে, তবে কিসে কোন্ অপরাধে না জানিয়া না বুঝিয়া ললিতার ভ্রাতার প্ররোচনায় সে এই বিষ খাইয়াছিল। যে বিষ ললিতমোহনের মত বন্ধুর এমন সর্ব্বনাশ করিল। সে তাহার এই পাপ ক্ষালন করিবে কি করিয়া! হৃদয় যে ফাটিয়া যাইতেছে। সহসা ললিত-মোহনের কথা মনে হইতে সে যেন জাগিয়া স্বপ্ন দেখিতেছিল, ওঃ! কি উদার এই মানুষটি, যাহার গৌরব-জ্যোতিঃ নিখিল বিশ্বকে হাসাইয়া তুলিয়াছে। রুচির কান্তি শুভ্র পুষ্পগুচ্ছের মত নির্ম্মল, মনোমুগ্ধকর, পবিত্র স্বপ্নের মত হর্ষোদ্দীপক, কলঙ্কহীন মাধুর্য্যের মত সুষমামণ্ডিত; শুচিস্নাত গৌরবের মত পবিত্র, অনন্ত বিশ্বের মাঝখানে যাহা পরিপূর্ণ সুখসম্ভারের মত উদ্দীপ্ত, সেই ললিতমোহনকে সে এভাবে শাস্তি দিয়া তাহার উপকৃত হৃদয়ের উপর চির কলঙ্কের কালিমা লেপিয়া দিল। এ কালী যে কেরো-সিনের কালী অপেক্ষাও গাঢ়, ইহা যে মাতৃকলঙ্ক অপেক্ষাও নিন্দনীয়, সতীর মিথ্যা অপবাদের মত মুখ দেখাইবার অযোগ্য, জারজ পুত্রের মত ঘৃণিত—হেয়। সুবোধ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। স্বামীর জন্য গতপ্রাণা প্রিয়ম্বদার দিব্য মূর্ত্তি যেন তাহার মুখের গোড়ায় ভাসিয়া উঠিল। প্রিয়ম্বদা যেন একান্তে আসিয়া আশ্বাস দিয়া বলিল—"আপনি বিহ্বল হবেন না, লীলাকে আমরা বড় ভালবাসি, তার হৃদয় ত পবিত্র নির্ম্মল, এই পূর্ণ জ্যোৎস্না হতেও স্নিগ্ধ, ভাগীরথীর পূত ছায়া অপেক্ষাও পুণ্যপ্রতিষ্ঠাপক, তাকে বুকে করে নিন, তাতেই আপনার সকল পাপ, সকল অনুতাপ শেষ হয়ে যাবে। সতী রমণী যে স্বামীকে নরকের দুরন্ত দুর্দ্দমনীয় আক্রমণ হতেও উদ্ধার কত্তে পারে।" স্নিগ্ধ জ্যোতিতে সুবোধের চারিদিক্ হাসিয়া উঠিল, সে উঠিয়া দাঁড়াইয়াই দেখিতে পাইল, লীলা মাটিতে গড়াইয়া পড়িয়া কাঁদিতেছে। সুবোধ একবার ভাবিল, যাই লীলাকে ধরিয়া তুলি,

আবার যেন কি মনে করিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল, না না, আমার এই হত্যা-কলঙ্কিত হস্তের স্পর্শে যে ইহার পবিত্রতা নষ্ট হইবে। লীলা চীৎকার করিয়া উঠিল—"প্রভো, আমায় বল দাও, আমি যেন আর সে কথা মনে না করি, স্বামী যে স্ত্রীর সকল অবস্থাতেই পূজ্য।"

সুবোধ একপা অগ্রসর হইল, আবার দুই পা পিছাইয়া গেল। নরকের লেলিহান জিহ্বা যেন তাহাকে আক্রমণ করিতে আসিতেছিল। সে ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইতে যাইতেছিল, লীলা আর ভাবিল না, পাপপুণ্য সমস্ত স্বামীর পায়ে বিসর্জ্জন দিয়া সে জোর করিয়া সুবোধকে টানিয়া আনিয়া বিছানার উপর শোয়াইয়া দিল। সে স্পর্শে সুবোধ যেন অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইল। লীলা মধুর কোমল কণ্ঠে বলিল—"ভেবে ভেবে পাগল হয়েত কোন লাভ নেই প্রাণাধিক।"

অনেক দিন পরে সেই পুরাণ স্বরটা আবার সুবোধের কাণে গিয়া আঘাত করিল। সেই পুরাণ স্পর্শ, আহা কি মনোমুগ্ধকর! সুবোধ লীলার হাত ছাড়াইয়া উঠিতে চাহিতেছিল, লীলা বাধা দিল, সুবোধ বলিয়া উঠিল—"ছেড়ে দাও, আমি সে রাক্ষসীকে তাড়িয়ে দিয়ে আসি, সেইত আমার এ অবস্থা করেছে।"

সুবোধকে একেবারে বুকের মধ্যে টানিয়া আনিয়া লীলা কাতরকণ্ঠে বলিল—"দিদিকে কেন বৃথা দোষী কচ্ছ, সবত ভগবানের খেলা। ভগবানের নাম কর। তাকে ক্ষমা কর, দাদাকে দেখেও কি এখনও ক্ষমা কত্তে শেখনি।"

তাইত, সুবোধ লীলার বুকের উপর নির্জ্জীবের মত পড়িয়া গিয়া বলিল—"লীলা, তোমরা ত দয়ার প্রতিমূর্ত্তি, তুমি কি আমায় ক্ষমা কত্তে পারবে।"

লীলা সরসীর কথাটার পুনরাবৃত্তি করিল, বলিল—"স্বামী সকল অবস্থাতেই স্ত্রীর পূজার সামগ্রী, তার দোষ সেত স্ত্রী হয়ে দেখ্‌তে পারে না।"

"ললিতবাবু" সুবোধ থামিল, থামিয়া একটা কষ্টের শ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—"তোমায় ত তিনি বড় ভালবাসেন, তুমি বল্লেত আমায় তিনি ক্ষমা কত্তে পারেন।"

ভেজান দোরটা ঠেলিয়া দিয়া ললিতমোহন ধীরপদে প্রবেশ করিয়া দৈববাণীর মত গম্ভীর কণ্ঠে বলিল—"লীলাই তোর পাপ ধুয়ে পুছে ফেলে দেবে সুবোধ। তুই কিন্তু এ সতীকে আর কষ্ট দিস্‌ না।" বলিয়া যেমন আসিয়াছিল, তেমনই চলিয়া গেল। সুবোধ লীলার হাত ধরিয়া মূকের মত তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

[৩৪]

সংসারের ব্যাপারে ললিতমোহন পূর্ব্ব হইতেই বীতস্পৃহ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাকে ধরিয়া রাখিয়াছিল প্রিয়ম্বদা, শেষ দুটা দিন প্রিয়ম্বদার কাছ হইতে ললিতমোহন জীবনে যাহা আশা করে নাই, তাহাই পাইতেছিল, হায়, বিধি বাম হইয়া তাহার সে রত্নও কাড়িয়া লইল। তবে আর সে এ পৃথিবীতে থাকিয়া কি কাজ করিবে, তাহার উদ্দেশ্যহীন জীবন দিন দিনই যে ব্যর্থতার উপহাস লইয়া ক্রীড়া করিতেছিল।

রাত্রি তিনটা বাজিতে, ললিতমোহন শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, স্বপ্নের ঘোরে এক মুহূর্ত্ত যেন কাহার বাহুবন্ধন আকাঙ্ক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল, কৈ আজত কেহ আসিল না। প্রিয়ম্বদা যে একমুহূর্ত্ত স্বামীকে বিছানায় না দেখিলে পাগলের মত ছুটিয়া বাহির হইত, ললিতমোহনকে

জড়াইয়া ধরিয়া বুকে বুক রাখিয়া আপনার প্রাণের কম্পন কমাইয়া লইত। ললিতমোহনের শুষ্ক চক্ষু দিয়া আজ দরদর ধারে জল ঝরিয়া গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। সে যেন শুনিতে পাইল, অলক্ষ্যে প্রিয়ম্বদা বলিতেছে—"তুমিত কাজের জন্যেই পৃথিবীতে এসেছ, সুখ শান্তি সে সবত তোমার কাজের মধ্যেই দেব, তবে এত ব্যাকুল হও কেন। কাজ করিয়া যাও, সময়ে আবার এ অভাগিনী তোমার পা বুকে লইয়া পূজা করিবে।"

ললিতমোহন সহসা হাত বাড়াইয়া দিল, কিছুই মিলিল না। আস্তে আস্তে ঘর ছাড়িয়া খোলাছাদে গিয়া দাঁড়াইল, সেই নক্ষত্রখচিত নীল আকাশের দিকে চাহিয়া কাহার কাতর আহ্বানের অপেক্ষায় যেন উৎকর্ণ হইয়া রহিল। কেহ আসিল না, হাসিয়া একটি কথা বলিল না, তাহার কাজের জন্য অনুযোগ করিল না, তিরস্কার করিল না। চারিদিক্ অন্ধকার, কেবল আকাশের গায়ে ম্লান নক্ষত্রের আভা তাহার হৃদয়ে একটু আলো, একটু আশা আনিয়া দিতেছিল। যুঁই ফুলের সুগন্ধ বহিয়া অবসানপ্রায় রজনীর শিশিরসিক্ত বায়ু তাহার চিন্তাকুঞ্চিত ললাটের উপর হাত বুলাইয়া দিল। সহসা ঝিল্লীরবে দিগন্ত মুখরিত হইয়া উঠিল। আকাশের গা ঘেষিয়া সহরের কাকগুলি ডাকিয়া নৈরাশ্য বহন করিয়া আনিল। ললিতমোহন আর পারিল না, অস্ফুটস্বরে আকাশের দিকে স্থিরলক্ষ্য হইয়া বলিল—"যাও দেবি, যেখানে পাপ নেই, অপবিত্রতা নেই, অশান্তির দাবদাহ নেই, সেই লোকে যাও, সেই যে তোমার যোগ্য স্থান। আমি হতভাগ্য,—পাপী, তোমার মত রত্ন চিন্তে পারিনি।" প্রিয়ম্বদার সেই কষ্ট, সেই সহিষ্ণুতা মনে করিয়া ললিতমোহন আবারও নৈশ নিস্তব্ধতা মথিত করিয়া বিকটরবে কাঁদিয়া উঠিল—

ঠং ঠং করিয়া নীচের ঘরের ঘড়িতে চারিটা বাজিয়া গেল। একটা

সতরঙ্গ উচ্ছ্বাস, একটা পুলকপূর্ণ বেদনা, একটা অনভিব্যক্ত শোক-প্রবাহের মধ্যে ললিতমোহন আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছিল। সে আবার বলিল—"যাও দেবি, যেখানে সান্ত্বনায় কৃত্রিমতা নেই, পুণ্যে স্বার্থের লেশ নেই, পবিত্রতায় ঈর্ষ্যা বা উদ্বেগ নেই, যেখানে উদ্বেগে শান্তি আছে, বিরহে মিলন আছে, উপকারের প্রত্যুপকার আছে, মিলনে সুখ আছে, সুখে নিস্তরঙ্গ শান্তির শোয়াস্তি আছে, যেখানে পাপে ভয় আছে, পুণ্যে উৎকর্ষ আছে, সেই লোকে যাও। সেই যে তোমার উপযুক্ত লোক। তোমার মত পতিব্রতার জন্যইত সে লোকদুর্লভ লোক সৃষ্ট হইয়াছে।" অসহিষ্ণু অধৈর্য্যে ললিতমোহন ক্ষিপ্তের মত চীৎকার করিয়া উঠিল। আজ যেন সহসা এই চীৎকারের মধ্য দিয়া তাহার চির আবৃত হৃদয় আবরণ দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া একেবারে ধরা দিয়া বসিল। সে যে প্রিয়ম্বদাকে কতখানি ভালবাসিত; তাহা জানাইয়া দিল। জানিয়া শুনিয়া বুদ্ধিভ্রংসের মত নিজের খেয়ালে ভুলিয়া প্রিয়ম্বদাকে যে সে নরকের যন্ত্রণায় দলিত করিয়াছে। ললিতমোহন বসিয়া পড়িল, চারিদিকের স্তব্ধ প্রকৃতি যেন তাহার মধ্যে একটা জড় নিশ্চল ভাব আনিয়া দিল। সংজ্ঞাবিরহিত ললিতমোহন ছাদের উপর পড়িয়া গেল।

ধীরে ধীরে শুকতারা নিভিয়া গেল। পথের আলোগুলি যেন শত্রুর আঘাতে নিষ্প্রভ হইয়া উঠিল। রক্তিমচ্ছটা গায়ে মাখিয়া নবোদিত রবি আপন কর লইয়া নামিয়া আসিতেছিল। লীলা শয্যা হইতে উঠিয়া এঘর ওঘর কোন ঘরেই ললিতমোহনকে খুজিয়া না পাইয়া সারা বাড়ীটা পাগলের মত ঘুরিয়া বেড়াইয়া ছাদে উঠিতেই তাহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। ললিতমোহনের ম্লান মুখের প্রতি মাতার মত চাহিয়া একবিন্দু তপ্ত অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া মাথা ক্রোড়ে করিয়া জননীর মত নীরবে বসিয়া রহিল।

মৃদু মন্দ ভাবে প্রভাতের বায়ু বহিয়া যাইতেছিল, ধীরে গতিতে পুষ্পগন্ধ লইয়া যেন দেবপূজার উদ্দেশে চলিয়াছে। নবোদিত রবিকর ললিত-মোহনের গায়ে পড়িতেই লীলা ডাকিল—"দাদা !"

ললিতমোহন চোখ মেলিয়া চাহিল। সহসা তাহার দুরদৃষ্ট যেন তাহাকে উপহাস করিয়া বলিয়া দিল, 'কি অবস্থায় তাহারই জন্য পতিপ্রাণা প্রিয়ম্বদা প্রাণ হারাইয়াছে।' সরসী ভাঙ্গাগলায় ডাকিয়া বলিল—"ললিতবাবু, চলুন এবার নীচে গিয়ে শুয়ে থাক্‌বেন।"

ললিতমোহন উত্তর দিল না, বেগে কাঁদিয়া উঠিল। নিখিলেশ তাহার হাত ধরিয়া বলিল—"খোকাকে নে রে ললিত।"

দুর্ব্বল হস্ত বাড়াইয়া ললিতমোহন খোকাকে ধরিতে গেল, কিন্তু পারিল না। হাতখানা অবশের মত পড়িয়া গেল, ললিতমোহন দ্বিগুণ বেগে কাদিয়া উঠিয়া বলিল—"হ্যারে, একটা প্রাণের জন্যেই কি যত বিপদ্‌আপদ মনকষাকষি এসে জুটেছিল। অভাগীর মৃত্যুতেইত বাতাসের আগে সব ঠিক হয়ে এল।"

নিখিলেশ আহত হইয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। ললিতমোহন আবার বলিল—"সে মর্‌তেই ত অধঃপাত থেকে সুবোধ পর্য্যন্ত জীবন নিয়ে বেরিয়ে এল।"

[৩৫]

ললিতা একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেল। সে ভাবিয়া পাইল না, তাহার পাপের পরিণামটা কতবড়, সমস্ত ঘটনার গোড়াতেই যে সে জড়িত ছিল। শেষে তাহারই জন্যে স্ত্রীহত্যা পর্য্যন্ত হইল। স্বামীর হৃদয়ে একাধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য সে যতই অন্যায় আচরণ করিয়া থাকুক, হিন্দু রমণী সে, এই

হত্যা-ব্যাপারটা তাহাকে একেবারে বসাইয়া দিল। তাহার উপর আবার তাহার আনন্দ ও আশাহীন সমস্ত ভবিষ্যৎটা যেন মুমূর্ষুর শেষ নিশ্বাসের মত তাহার হৃদয়ে ঈষদুষ্ণ আঘাত করিয়া তাহাকে নিৰ্জ্জীব করিয়া তুলিতেছিল, ললিতমোহন যদিও তাহাকে ক্ষমা করিয়া থাকুক, কিন্তু স্বামীত তাহাকে ক্ষমা করিবেন না, জীবনে ত সে আর সেমুখ হইতে পারিবে না, যাহার জন্যে সে এত করিয়াছে, তাহাকেত দিনান্তে একবার সে দেখিতেও পাইবে না। ললিতারত আর কোন কামনাও ছিল না, মধ্যে মধ্যে সে যদি স্বামীকে দেখিতে পাইত, তবু যেন তাহার দগ্ধ দেহ ধারণের একটা উপায় হইত ;- ভাবিতে ভাবিতে সে একবার লীলার পা ধরিয়া কাঁদিত, আবার সরসীর কোলে মাথা রাখিয়া কাঁদিয়া বুকের গুরুভার লাঘব করিয়া লইত। সুবোধের কাছে ঘেসিতেও তাহার সাহস ছিল না, কাদা মাখিয়া আবিল জলে অবগাহন করিয়া কাঁটার আঁচড়ে সে যে রক্তগঙ্গা প্রবাহিত করিয়া তুলিয়াছে। সুবোধ সে পথে কোথায় যাইতেছিল, ললিতা নিজেকে আর সাম্‌লাইতে না পারিয়া একেবারে আছাড় খাইয়া তাহার পায়ের উপর পড়িয়া বলিল—"ওগো তুমি আমায় বলে দাও, কি কল্লে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে।"

সুবোধ একবার সেই ললিতলাবণ্যবতী ললিতার দিকে ফিরিয়া চাহিল, পাপের পরিণামে তাহার প্রাণও যে দ্বিধা হইয়া যাইতেছিল। মনে মনে বলিল—"ললিতা, তুমি না বড় সুন্দর, বড় উগ্র উন্মাদকর না তোমার নেশা, কিন্তু লীলা যে আরও সুন্দর, তার ভিতর বাইর সবই যে শান্তি ও সান্ত্বনাময়। তবে কোন্ ছলে তীব্র সৌন্দর্য্যের তাপে আমায় ডুবিয়েছিলে ললিতা, আমি যে সবার চেয়ে বেশী পাপী। আমার পাপে আমার দুর্ব্বলতায়ইত এমনটা ঘটেছে। পুরুষের মত শক্তি যদি আমার

থাকৃত, তবে তোমার মত শত ললিতাও আজ আমার এদশা কত্তে পাত্ত না।” সুবোধ ললিতাকে ধরিয়া তুলিতে গিয়া সহসা পিছাইয়া গেল। কি জানি ঐ স্পর্শ, ঐ তাপপ্রদ আকর্ষণ আবারও তাহাকে কি করিয়া তুলিবে।

ললিতা দেখিল, সুবোধ কাঁদিতেছে, কে যেন তাহার কাণে কাণে বলিয়া দিল—“পাপের ভীষণ পরিণাম তাদের মধ্য দিয়ে বিভাগের যে স্পষ্ট রেখা টেনে দিয়েছে, অনুতাপ ভিন্নত সে রেখা আর মুছিবে না।”

ললিতা হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সুবোধ কি ভাবিয়া তাহাকে হাত ধরিয়া উঠাইয়া অনুতপ্তের স্বরে বলিল—“অনুতাপ কর, ললিতা, সে ছাড়া ত এ পাপ হ'তে কেউ উদ্ধার কত্তে পার্‌বে না। এ যে মজ্জাগত বিষের মত দিন দিন অধঃপাতের পথে টেনে নেবে।” বলিয়া সে উন্মাদ-দৃষ্টিতে রূপযৌবনসম্পন্না সকল অনিষ্টের কারণ ললিতার দিকে চাহিয়া ভীতিকণ্টকিত হইয়া উঠিল।

[৩৬]

বেলা পড়িয়া আসিতে নিখিলেশকে ডাকিয়া ললিতমোহন বলিল—“চল ; আজ একবার গঙ্গার ধার থেকে বেড়িয়ে আসি।”

পথে বাহির হইয়া ললিতমোহন কথায় কথায় বলিল—“চল বিভূতিবাবুর সঙ্গেও দেখা করে যাই।” বলিয়া কয়েক পা অগ্রসর হইয়া দেখিল বিভূতিবাবু কোথায় যাইতেছেন। ললিতমোহন ডাকিল—“বিভূতিবাবু !”

বিভূতিবাবু সাড়া দিলেন না। ললিতমোহন বলিল—“কাজের খাতিরে আপনাদের মনে হয়ত অনেক কষ্ট দিয়েছি। সে সব মাপ কর্‌বেন।”

বিভূতিবাবু ভ্রূভঙ্গী করিয়া নিখিলেশকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—"কি হে, বড় যে নেজ দেখা যায় না।"

নিখিলেশ ইহার উত্তরে কি বলিবে প্রথম ভাবিয়াই পাইল না, শেষে একটু চিন্তা করিয়া বলিল—"দেখুন বিভূতিবাবু, স্রোত খাল নালা যতই ঘুরে বেড়াক, তাকেত সাগরে গিয়ে মিস্তেই হবে। সত্যের বোঝা কদ্দিন্ আর মিথ্যা দিয়ে ঢেকে রাখা যেতে পারে।"

বিভূতি হাত ছাড়াইয়া অন্যদিকে চলিয়া গেল।

রিক্তমনে ললিতমোহন আর নিখিলেশ আবার আসিয়া সেই চির পুরাতন জেটিটি অধিকার করিয়া বসিল। আজ সন্ধ্যার সেই ম্লান ছায়া ধূসর আভা লইয়া নক্ষত্ররাজ্যের মধ্যে যেন একটা ধোঁয়ার ছায়া আঁকিয়া দিতেছিল, ললিতমোহন চাহিয়া দেখিল, পরপারের উজ্জ্বল গ্যাসগুলি যেন নিবি নিবি করিতেছে। ভাগীরথীর প্রবাহ যেন প্রখরতা হারাইয়া ফেলিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতেছে। সকলই যেন স্তব্ধ, নীরব, স্পন্দ-হীন। প্রিয়ম্বদার জন্যে যেন মূকের মত নীরবে ললিতমোহনকে ডাকিতেছে। সহসা চিন্তার হাত ছাড়াইয়া লইয়া নিখিলেশকে বুকের মধ্যে টানিয়া আনিয়া বলিল—"আমি মল্লেত আমার জন্যে এক ফোঁটা চোখের জল ফেল্‌বে, এমনও কেউ নেই রে।"

নিখিলেশ ইহার কি উত্তর করিবে। সে বিনতবদনে বলিল—"ওসব ভাব্‌না এখন আর ভাবিস্ নি। আর বেঁচে থাকৃতেওত তুই প্রিয়ম্বদাকে নিয়েই থাকৃতি না যে, তার জন্যে এমনই পাগল হয়ে পড়েছিস।"

"পাগল কিছু হয় নি, তবে আমার হাতের কাজ যে ফুরিয়ে গেছে, বন্ধন টুটে গেছে, আর কেন। দুঃখও ত ঐ, বেঁচে থাকৃতে তাকে জান্তে দিই নি, সে আমার কে ছিল। আমি যে তাকে কেবল তাপই

দিয়েছি। তার আকর্ষণের পরিবর্ত্তে আমি তাকে আঘাত করে তবে ছেড়েছি।" বলিয়া ললিতমোহন সেই সন্ধ্যার স্তব্ধ রাজ্যে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া পড়িল।

* * * * *

প্রতিদিনের মত আজও ভোর হইতে না হইতেই লীলা আসিয়া ললিতমোহনের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল, কিন্তু কৈ ললিতমোহন ত নাই। লীলার প্রাণ যেন আজ আকুলীবিকুলী করিয়া আপনা হইতে কাঁদিয়া উঠিতেছিল। এত সকালে সেত বিছানা ছাড়িয়া ওঠে না। কতদিন ললিতমোহন বলিয়াছে "রাতে তার ঘুম হয়না, ভোর বেলায় ঘুমিয়ে উঠ্‌তে দেরি হয়ে যায়" ; তবে আজ এত সকালে কেন ! সহসা লীলার সে দিনের কথা মনে পড়িল, দৌড়িয়া সে ছাদের উপর গিয়া উঠিল, হায়, সে শূন্য ছাদ যে আজ প্রভাতের বাতাসে মুখরিত হইয়া হাহাকার করিতেছে। লীলা অসম্বৃত বস্ত্রে নিঃসম্বল চিত্তে পাগলের মত ছুটিয়া আসিয়া আবারও শয়নকক্ষে ঢুকিল। হাত দিয়া দেখিল, বালিশটা চোখের জলে একেবারে ভিজিয়া রহিয়াছে। লীলা আর পারে না, তাহার চোখ ছাপাইয়া গড়াইয়া জল পড়িতে লাগিল। টানিয়া বিছানাটা উল্‌টাইয়া ফেলিল। এ কি, সে একবার চাহিয়া দৃষ্টি নমিত করিয়া আবারও চাহিল। ললিতমোহনের হাতের পরিষ্কার অক্ষরগুলি বড় বড় দাগ হইয়া গিলিয়া ফেলিবার জন্য যেন তাহাকে আক্রমণ করিতে আসিতেছিল। নিঃসম্বল লীলা "দাদাগো" বলিয়া চীৎকার করিয়া মাটিতে আছাড় খাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

সরসী আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল, ব্যাপারটা বুঝিতে তাহারও বড় বাকী রহিল না। প্রবল কান্না তাহারও ঠোট নাড়িয়া দিল। সে ত্বরিতহস্তে কাগজখানা কুড়াইয়া লইল, তাহাতে লেখা ছিল,

"লীলা আমার কাজ ফুরিয়েছে, আরত এ দুর্ব্বহ ভার বইতে পাচ্ছিনা, জীবনের মত তোদের ছেড়ে চল্লাম। ভগবান্ তোর দিকে মুখ ফিরিয়ে চেয়েছেন। আশীর্ব্বাদ কচ্ছি, তুই সুখে থাকৃবি। সরসীকে ও নিখিলেশকে আমার আশীর্ব্বাদ দিস্।"

সঙ্গে সঙ্গে সরসীও কাঁদিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে সুবোধ নিখিলেশ প্রভৃতিতে ঘর পূর্ণ হইয়া উঠিল। এই পূর্ণ ঘর যেন লীলার দিকে অলক্ষ্যে প্রস্থিত লক্ষ্যহীন ললিতমোহনের অভাব লইয়া তাহাকে দ্বিগুণ শূন্যের মধ্যে টানিয়া ফেলিল। দিনের আলোটা যেন প্রেতের মত হাসিতেছিল। লীলা দেখিল, বিধি তাহাকে দ্বিখণ্ডিত মানুষের মতই ললিতমোহনের সহিত দ্বিধা বিভক্ত করিয়া দিয়াছে, জীবনে আর ইহা যুক্ত করা যাইবে না। শ্বাসরুদ্ধ হইয়া মরিয়া পড়িয়া থাকিলে তাহাকে কে জিজ্ঞাসা করিবে। পৃথিবীর মাঝখানে ভালবাসায়, আদরে সেই শুচিস্নাত ললিতমোহন আরত তাহাকে ধরিয়া তুলিবার জন্যে বাহু প্রসারণ করিয়া আসিবে না। লীলা আবার আর্ত্তস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। সরসী তাহার হাত ধরিতে যাইতে সে হাত ছিনাইয়া লইল। সুবোধ স্তব্ধ, যেন তাহার শরীরের সমস্ত রক্ত এককালে মাথায় উঠিয়াছিল। নিখিলেশের চোখ বাহিয়াও অনেক কাল পরে এই বাল্য বন্ধুটির জন্য দুফোঁটা জল ঝরিয়া পড়িল। লীলার সে আর্ত্তস্বরে সুবোধ এবার চমকিয়া উঠিয়া লীলার হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিতে গিয়া বলিল—"লীলা, কেঁদে আর কি করবে। আমার পাপেইত সব হয়েছে, একা আমার অনুতাপেত এ পাপের স্খলন হবে না, এস দু'জনে মিলে যদি অনুতাপ করে কিছু কত্তে পারি।"

জড়দেহের মত দাঁড়াইয়া নিখিলেশও মনে মনে বলিল—"আমার ন্যায় অভাগার জন্যেও ত অবলম্বনের মত অন্য কোন আশ্রয় নেই।"

সমাপ্ত।